Unique

Bank Focus Writing with Essay & Translation

বইটিতে থাকছে...

- ☑ বাংলা রচনা
- ☑ ইংরেজি রচনা
- ☑ ব্যাংক লিখিত পরীক্ষার ফোকাস রাইটিং
- ☑ বাংলা ও ইংরেজি লেটার
- ☑ *Passage* সমাধানের কৌশল আলোচনা
- ☑ রিপোর্ট রাইটিং
- ☑ তথ্য-উপাত্ত ও চিত্র
- ☑ বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ

- ☑ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২১
- ☑ বাজেট ২০২১-২২
- ☑ সর্বশেষ হালনাগাদকৃত তথ্য

"Imagination is more important than knowledge"

-Albert Einstein

www.exambd.net

Join our facebook group:
Unique BCS Bank & Other Job Preparation

Unique Publications

-: সূচিপত্র :-

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	ব্যাংকিং সেক্টরের আপডেট- ২০২১	21
২.	অর্থনীতি ও ব্যাংক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা	23
৩.	সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি: বাংলাদেশ ২০২০-২১	33

বাংলা ফোকাস রাইটিং

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	বাংলাদেশে খেলাপি ঋণের সংকট (Non-performing Loan-NPL Crisis in Bangladesh)	43
২.	চতুর্থ শিল্পবিপ্লব	46
৩.	মুদ্রানীতি	49
৪.	অনলাইন ব্যাংকিং	50
৫.	ব্যাংকিং খাতে সুশাসন ও জবাবদিহিতা	51
৬.	ইসলামি শরিয়াভিত্তিক অর্থায়ন: সুকুক বন্ড	52
৭.	পরিবেশ সুরক্ষায় দেশের প্রথম গ্রিন বন্ড	54
৮.	দেশের তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল: SEA-ME-WE-6	55
৯.	কোভিড-১৯ মোকাবেলায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা অথবা কোভিড-১৯ মোকাকেলায় ব্যাংকগুলোর ভূমিকা অথবা অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা	57
১০.	এক অংকের সুদের হার: ব্যাংকের সুদের হারের নয়-ছয়	58
১১.	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে ব্যাংক/ কেন্দ্রীয় ব্যাংক/ বাংলাদেশ ব্যাংক	60
১২.	বিগ-বি প্রকল্প ও বাংলাদেশ	61
১৩.	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (ADP) সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ	62
১৪.	জো বাইডেন ও যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ: অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতিমালা/বিশ্ব অর্থনীতি ও পররাষ্ট্রনীতিতে জো বাইডেন নির্বাচিত হওয়ায় প্রভাব	63
১৫.	ভারত এবং চীনের বিরুপ সম্পর্ক: বাংলাদশের করণীয় অথবা, দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতি ও বাংলাদেশ	65
১৬.	ভূ-রাজনীতিতে বাংলাদেশ: BRI, IPS, Big-B, Quad	66
১৭.	করোনাকালীন রেমিটেন্সে রেকর্ড প্রবৃদ্ধি	68
১৮.	প্রযুক্তির অপব্যবহার: নৈতিক অবক্ষয় থেকে উত্তরণের উপায়	69
১৯.	এলএসডি মাদক (Lysergic Acid Diethylamide) ও পরিণতি	71
২০.	বাংলাদেশে ঋ-পড়সসবৎপব এর জনপ্রিয়তা ও চ্যালেঞ্জসমূহ	৭১

www.exambd.net

২১.	দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতি: BRI, IPS, Quad ও SCO	72
২২.	ডিজিটাল লেনদেন	74
২৩.	সঞ্চয়পত্র ও সুদের হার	75
২৪.	সাইবার নিরাপত্তা ও বাংলাদেশ	76
২৫.	বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধিতে ই-পাসপোর্ট	77
২৬.	অর্থনীতির কোন অর্জনটি বড়?	78
২৭.	তিস্তা মহাপরিকল্পনা	81
২৮.	পারমাণবিক যুগে প্রবেশ করল বাংলাদেশ	82
২৯.	বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২	83
৩০.	মাতারবাড়ি প্রকল্প	85
৩১.	বাংলাদেশে একুশ শতকের ব্যাংকি সেবা	86
৩২.	জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ	87
৩৩.	জনসংখ্যার বোনাস যুগে বাংলাদেশ	89
৩৪.	"বেকারত্ব সমস্যার বিস্তার এবং উত্তরণের উপায়"	91
৩৫.	"করোনায় বিশ্ব অর্থনীতি"-জের হবে ১২ ট্রিলিয়ন ডলার: আইএমএফ	94
৩৬.	কোভিড ও এসডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অবস্থান	94
৩৭.	নবায়নযোগ্য জ্বালানির সমস্যা, কারণ এবং সরকারের পদক্ষেপসমূহ	96
৩৮.	শূন্য শুল্কে চীনের সাথে বাংলাদেশের রপ্তানি সম্পর্ক	98
৩৯.	অর্থনীতিতে করোনার প্রভাব	99
৪০.	ডিজিটাল মুদ্রা: ক্রিপ্টোকারেন্সি	101
৪১.	সামাজিক জীবনে করোনা ভাইরাসের প্রভাব	102
৪২.	অর্থনৈতিক কূটনীতি	104
৪৩.	কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব	105
৪৪.	'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণে দক্ষ মানবসম্পদ জরুরি	108
৪৫.	মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বাংলাদেশ	111
৪৬.	স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশের অর্জন	112
৪৭.	শিল্পায়ন হতে হবে পরিবেশবান্ধব	115
৪৮.	ভিশন ২০২১/রূপকল্প ২০২১: সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ	116
৪৯.	সুশাসন ও বাংলাদেশ	118
৫০.	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুপুরের খাবার	119
৫১.	বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব	120

www.exambd.net

www.exambd.net

৫২.	রিজিওনাল কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশীপ	121
৫৩.	টেলিমিডিসিনের সম্ভাবনা ও বাংলাদেশ	122
৫৪.	সুন্দরবনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	123
৫৫.	এল এন জি যুগে বাংলাদেশ	125
৫৬.	কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে কৃষি ঋণ	126
৫৭.	মানবিক কূটনীতিতে বাংলাদেশের সাফল্য	128
৫৮.	স্বাধীনতার আসন্ন সুবর্ণ জয়ন্তী ও আমাদের প্রত্যাশা	129
৫৯.	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	131
৬০.	অর্থনীতি সচলে 'ভ্যাকসিন পাসপোর্ট'	133
৬১.	কোভিড-১৯ পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম	135
৬২.	প্রেক্ষিত ও প্রেক্ষাপটঃ বিশ্ব অর্থনীতি ও বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরুন	137
৬৩.	বাজেট ২০২১-২২ এর বিশ্লেষণাত্মক দিক	138
৬৪.	মুদ্রানীতি (২০২১-২২)	142
৬৫.	পদ্মা সেতুর অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা করুন। অথবা, 'বহুমুখী পদ্মা সেতু বাস্তবায়নঃ জিডিপির প্রবৃদ্ধি বাড়বে কমবে দারিদ্র্য' ব্যাখ্যা করুন।	143
৬৬.	মেট্রোরেল প্রকল্প ও এর গুরুত্ব ও পরিধি	146
৬৭.	পরিকল্পনা কমিশন প্রণীত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আলোচনা করুন	148
৬৮.	প্রকৃত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ কী/ প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের পদ্ধতি এবং প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রণোদনাসমূহ	149
৬৯.	সরকারি বেসকাররি অংশীদারিত্ব (Public Private Partnership-PPP) কী? পিপিপি এর আওতায় প্রকল্পগুলো কি কি?	150
৭০.	ইপিজেড (EPZ) কী? বাংলাদেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের বিনিয়োগ পরিস্থিতি	152
৭১.	বিশ্ব বাণিজ্যে সুয়েজ খালের গুরুত্ব ও ভূ-রাজনীতি	153
৭২.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর	156
৭৩.	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)	156
৭৪.	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)	157
৭৫.	আমার বাড়ি আমার খামার	158
৭৬.	আশ্রয়ণ প্রকল্প: অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে শেখ হাসিনা মডেল	159
৭৭.	কমিউনিটি ক্লিনিক	161

www.exambd.net

৭৮.	বাংলাদেশের জিআই/ ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য	162
৭৯.	MDG অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্য	162
৮০.	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র	163
৮১.	জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ECNEC - Executive Committee of National Economic Council)	164
৮২.	রপ্তানি আয় ও খাতভিত্তিক রপ্তানি আয়ের চিত্র	164
৮৩.	ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প	165
৮৪.	যমুনা রেলসেতু প্রকল্প	166
৮৫.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল	167
৮৬.	যমুনার তলদেশে টানেল নির্মাণ প্রকল্প	167
৮৭.	বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে কৃষি খাতের অবদান ক্রমাগত হ্রাসের কারণ ও প্রতিকার	168
৮৮.	জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য	170
৮৯.	বাঙালীর বাঙলা	170
৯০.	দেশে প্রথম বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ	172
৯১.	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস	172
৯২.	গিগ ইকোনমি	173
৯৩.	পরিকল্পিত পরিবার, সুরক্ষিত মানবাধিকার	176
৯৪.	ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থার স্বরূপ ও প্রকৃতি	177
৯৫.	তথ্যপ্রযুক্তি ও বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা/ ব্যাংকিং সেবায় প্রযুক্তি বিপ্লব	179
৯৬.	ইন্টারনেট : বিশ্বের সেতুবন্ধন	181
৯৭.	বঙ্গবন্ধু মানমন্দির: মহাকাশ উপলব্ধি করতে চায় বাংলাদেশ	184
৯৮.	মহীসোপান কী: মহীসোপানের ব্যাপারে ভারত ও বাংলাদেশের বিরোধ	184
৯৯.	বাংলাদেশ ও ভুটান অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি PTA	185
১০০.	আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Inclusion)	186
১০১.	স্কুল ব্যাংকিং	188
১০২.	পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং ও টেকসই অর্থায়ন	188

www.exambd.net

English Focus Writing

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
1.	Banking Industry in Bangladesh	191
2.	Role of Banking Sector in Economic Growth of Bangladesh	192
3.	Bank, It's Function, Products & Services, Role in Economic Development and CSR	193
4.	Banking and Rural Development in Bangladesh	195
5.	Digital Economy: Shaping a New Bangladesh	196
6.	Foreign Direct Investment (FDI) & Bangladesh	198
7.	Importance of ICT/E-banking, Use of IT in Banking Sector/E-banking	201
8.	Impact of IT in Banking Sector	202
9.	How to Confront Cyber Crimes in Financial Sector	203
10.	Freelancing: A Solution to the Unemployment Problem of Bangladesh	204
11.	Agent Banking	205
12.	Money Laundering: Bangladesh Perspective	209
13.	Geographical Indications Protection in Bangladesh	211
14.	Online Education	212
15.	Green Banking	214
16.	Safety net outlay to hit 3% of GDP for first time	214
17.	Green finance [BHBFC SO-2017]	216
18.	School Banking: A New Era	217
19.	Financial inclusion (Bangladeshi perspective)	217
20.	Imagination is greater than knowledge [Bangladesh Bank AD-2018]	220
21.	Urbanization	221
22.	Role of Small and Medium Enterprises (SME) in Economy of Bangladesh	223
23.	Vision 2021	224
24.	Major Factors/Drivers contributing to Economic Growth	226
25.	Crypto Currency: Future Medium of Exchange	227
26.	Biodiversity and Preservation	228
27.	The prospect of Hi-Tech Park	229

www.exambd.net

28.	Historical Significance of 7th March Speech	231
29.	Most Favoured Nation (MFN)	234
30.	Basel Agreement/Accord	235
31.	Capital Market of Bangladesh	236
32.	E-Wallet and its prospect in Bangladesh	239
33.	Establishing Special Economic Zones (BB AD-2017)	241
34.	Bangladesh Responses to COVID-19	244
35.	Challenges for the Banking Sector of Bangladesh	246
36.	Challenges for the economy of Bangladesh	247
37.	Corporate Social Responsibilities (CSR)	247
38.	Public Private Partnership (PPP)	249
39.	Role of the Anti-Corruption Commission in Bangladesh	250
40.	New Normal situation and Covid-19	252
41.	E-commerce in Bangladesh: Prospects and Challenges	253
42.	Importance of Monetary Policy Set by Central Bank in Growth of Economy [BREB AD (Finance) 2019]	255
43.	The Harm of Drug and Its Remedy	256
44.	Export Processing Zone (EPZ)	260
45.	Bangabandhu Sheikh Mujib Shilpa Nagar (BSMSN)	263
46.	Bangladesh Export Processing Zones Authoritz (BEPZA)	264
47.	Bangladesh Economic Zone Authority (BEZA)	265
48.	Bangladesh Hi-Tech Park Authority (BHTPA)	266
49.	Power Development of Bangladesh	267
50.	Impact of Liquidity Crisis in banking Sector	268
51.	Metro rail: a milestone in communication	269
52.	Default Loans: Cancer of Banking System	270
53.	Covid-19 Symptoms, Prevention & Treatments	272
54.	CLIMATE DIPLOMACY	273
55.	Impact of COVID-19 on Education Sector of Bangladesh	274
56.	Digital Banking in Bangladesh	275
57.	Good Governance in the Banking Sector	276
58.	Foreign Policy of Bangladesh	277

www.exambd.net

59.	Virtual Learning	279
60.	Human Trafficking	280
61.	Arficial Intelligence	282
62.	Role of Mobile Banking in Financial Inclusive Development of Bangladesh	284
63.	Gross domestic Product (GDP)	286
64.	Climate Finance	287
65.	Macroeconomic Challenges	287
66.	The role of agriculture at the time of covid-19	289
67.	Food adulteration: A serious health risk for Bangladesh Or, Food Safety: A Contemporary Challenge to Corona Pandemic	290
68.	Ways to Increase the Private Sector Investment [BB, AD-2014]	292
69.	Technical education in Bangladesh: Challenges and prospects	293
70.	Adverse Effect of Technology on Our Daily life	294
71.	Uses/Advantages and Abuses of internet/ Disadvantages of Internet	295
72.	Post Pandemic economy of Bangladesh	295
73.	Brain Drain	297
74.	Lower Profit in Scheduled Commercial Banks	297
75.	Covid 19 & SDG	298
76.	Digital divide in online class during Covid-19 pandemic	299
77.	Education System in Bangladesh Should Emphasize on Entrepreneurship Rather than Employment.	301
78.	Vaccination and Immunization: A superhero fighting many diseases	302
79.	Significance of the Victory Day of Bangladesh	303
80.	International Mother Language Day [Combined 6 Bank Officer (Cash)-2018]	305
81.	The Science of Earthquake Risk and threat to Bangladesh	307
82.	Waterlogging: A regressive phenomenon	309
83.	Road Accidents: Causes and Remedies/Road Safety	311
84.	Future of Fintech in bangladesh	312
85.	Social Afforestation	313
86.	Insurance Sector in Bangladesh	314
87.	Violence against women and children	317
88.	Addressing the accountability challenge of e-commerce	319

www.examba.net

বাংলা প্রবন্ধ

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ/বর্তমান সরকারের সাফল্য *[৪০তম বিসিএস]* -অর্থনৈতিক অবস্থা, শিক্ষাখাত, স্বাস্থ্যখাত, কর্মসংস্থান, শিশু উন্নয়ন -নারীর ক্ষমতায়ন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক নিরাপত্তা -অবকাঠামোগত উন্নয়ন, -MDG ও SDG অর্জনে অগ্রগতি	322
২.	ডিজিটাল বাংলাদেশ *[PKB-2019]* - এক নজরে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ - আউটসোর্সিং ও বাংলাদেশ - তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো - সামগ্রিক উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	327
৩.	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি	333
৪.	দারিদ্র্য বিমোচন অথবা, সামাজিক নিরাপত্তায় বাংলাদেশ - বাংলাদেশে দারিদ্র্য পরিস্থিতির চিত্র - দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি - দারিদ্র্য বিমোচনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম - বেসরকারি সংস্থাসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম - দারিদ্র্য বিমোচনে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি	341
৫.	বাংলাদেশের পোশাক শিল্প *[৩৪, ৩৮ ও ৪০ তম বিসিএস]* - পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের বৈশ্বিক অবস্থান - পোশাক শিল্পঃ প্রধান রপ্তানি পণ্যের শীর্ষ হিস্যা - বাংলাদেশের পোশাক শিল্প দ্রুত বিকাশের কারণ - গার্মেন্টস শিল্পের সংস্কার উদ্যোগ-অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স	345
৬.	ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০	349
৭.	স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জসমূহ	353
৮.	মেগা প্রজেক্ট	359
৯.	জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিট্যান্স আয় - বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জনশক্তি রপ্তানি এবং রেমিট্যান্সের গুরুত্ব - বৈদেশিক কমংসংস্থান ও প্রবাস আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ	363
১০.	করোনা মোকাবেলায় সাফল্যের সামগ্রিক চিত্র	366
১১.	ই-কমার্স ও বাংলাদেশ *[BB,AD (General) – 2018]*	370
১২.	নারীর ক্ষমতায়ন - নারীর রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন - জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১ - নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যালির অগ্রগতি চিত্র	374

www.exambd.net

১৩.	শিক্ষা খাতের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি	380
১৪.	কৃষি খাতের উন্নয়ন ও সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ	383
১৫.	খাদ্য নিরাপত্তায় ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলাদেশ	387
১৬.	বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ খাত ও জ্বালানী খাতের ভূমিকা	390
১৭.	রোহিঙ্গা সংকট ও প্রত্যাবাসন: বর্তমান পরিস্থিতি *[৩৮তম বিসিএস]* - রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুপারিশমালা - বর্তমানে রোহিঙ্গাদের অবস্থাঃ ভাসানচরে রোহিঙ্গাদের স্থানান্তর - রোহিঙ্গা ইস্যু ও গাম্বিয়ার মামলা - রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের লক্ষ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহিত পদক্ষেপ	394
১৮.	সড়ক দুর্ঘটনা : কারণ ও প্রতিকার	398
১৯.	বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা: ২০২১-৪১	402

English Essay

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
1.	Blue Economy	408
2.	Bangabandhu Satellite-1 *[BB,Officer -2018]* - Types of Satellite - Financial Importance of Bangbandhu Satellite-1	411
3.	Information and Communication Technology (ICT) & Bangladesh - ICT sector: A new driver of economic growth - Digital Connectivity - Digital Bangladesh in Government Plans:	416
4.	Spirit of Liberation War	421
5.	COVID-19 & its impact on economy	425
6.	Digital Economy: shaping a new Bangladesh	430
7.	Golden Jubilee of bangladesh's Independence	435
8.	Climate Change and its impact	440
9.	Mujib Year	445
10.	E-Governance	451
11.	Good Governance *[29, 31 & 40th BCS]*	453
12.	Globalization & Bangladesh *[PKB -2019,8 Bank, SO -2019]*	457
13.	Social media & its Impact	460
14.	Green Economy	464
15.	Role of Electricity in Rural Development	467

www.exambd.net

Short Notes

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
1.	Bangla Bond/World's First Bangladesh Taka-Denominated "Bangla" Bond Listed	469
2.	Hagia Sophia	469
3.	South China Sea	470
4.	Black Lives Matter	470
5.	Friday for Future Movement	471
6.	China's five finger war strategy	471
7.	V-shaped recovery	471
8.	A free market economy	472
9.	Monopoly Market	472
10.	COP 25	473
11.	Fiscal Policy	473
12.	Monetary Policy	474
13.	Social Capital	475
14.	Charismatic Leadership	475
15.	Carbon Tax	476
16.	Carbon Trade	477
17.	Letter of Credit (L/C)	477
18.	Balance of Payments	477
19.	Green Diplomacy *[BB Officer 2018]*	478
20.	Cyber Security *[BB Officer 2018]*	478
21.	New Development Bank *[Bangladesh Bank Officer-2015]*	479
22.	Urbanization *[BHFC SO-2015]*	479
23.	Communications Satellite	480
24.	iPay	480
25.	Social Safety Net Program	481
26.	Demographic Dividend	481
27.	4th Industrial Revolution	482
28.	Offshore Banking	482
29.	Capital Market	482
30.	Money Market	482
31.	IPO	483

www.exambd.net

www.exambd.net

32.	Bail Out	483
33.	Basel III	483
34.	Wi-Fi	483
35.	Online Banking	483
36.	Freedom of Press	484
37.	BACH	484
38.	MNP in Bangladesh	484
39.	Yellow Vest Movement	485
40.	USMCA	485
41.	Cox's Bazar–Tekhnaf Marine Drive: The Longest Marine Drive in The World	485
42.	Recession	486
43.	Climate Finance	486
44.	Sustainable finance: A new approach of economics	486
45.	জেন্ডার বাজেট	487
46.	আমার গ্রাম আমার শহর	487
47.	পায়রা বন্দর	487
48.	মাতারবাড়ি বন্দর প্রকল্প	488
49.	কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ	488
50.	আয়কর মেলা	489
51.	দেশের ২৮ তম গ্যাসক্ষেত্র	489
52.	ইলেকট্রনিক বর্জ্য (ই-বর্জ্য)	490
53.	ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে	490

Letter Writing

Personal Letter & Email

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
#	**Discussion On Letter & Reports**	492
1.	Suppose you are the manager of Pubali bank limited. Recently a new member is joining as a senior officer in your branch. Now write an email to welcome him.	494
2.	Write a letter to your friend thanking him for his hospitality.	494

www.exambd.net

Business & Bank Letter

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
3.	A bank is interested to open a new specialized branch for the welfare of the peasant. As an employee of the bank, write a letter to the higher authority of the Bangladesh Bank explaining its feasibility.	495
4.	Assume that you are a loan sanction officer of a specialized commercial bank in Dhaka. Write a letter to a client whose application for home loan in rejected.	496
5.	Write a letter to the Head of Customer Service Division of a commercial bank complaining about some of the ATM of the bank frequently being founded out of service.	497
6.	Suppose you are a client of a commercial bank. You want to transfer your account to your friend. Now write a letter to the bank for the authorization to access banking details.	497
7.	Suppose you are a bank employee and you want to join in an 'Evening Executive Masters Programme' related to your job. Write a letter to your Branch Head to seek necessary permission for the enrollment by explaining plausible reasons.	498
8.	Write a letter to the Head of the Card Service Division of a commercial bank informing the loss of your ATM card with a request for replacement.	498
9.	Suppose you are a Senior Officer of a Commercial Bank. Write a letter to Your client about introducing new product of Your bank.	499
10.	Suppose you are a senior officer of a "Commercial Bank". Now write a letter to your Client for the payment of letter of credit.	500
11.	As a branch manager, write a letter to a bank client warning him for the last time to adjust his overdue loan before taking actions.	501
12.	Write a letter to your bank manager requesting him for providing internet banking facility in your account.	502
13.	Write a letter to the Manager of a bank requesting for a loan for setting up an SME industry.	502
14.	একজন ব্যাংক কর্মকর্তা হিসেবে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের পুনর্বাসনের নিমিত্তে ঋণ প্রদানের জন্য তহবিল চেয়ে আঞ্চলিক মহাব্যবস্থাপকের নিকট আবেদনপত্র লিখুন।	503
15.	আপনার এলাকায় সোনালী ব্যাংকের একটি শাখা স্থাপনের জন্য ব্যাবস্থাপনা পরিচালকের বরাবর একটি আবেদন পত্র লিখুন।	504

CV Writing

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
16.	Write a CV with a cover letter for the post of a computer operator in a company.	504

www.exambd.net

Joining Letter

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
17.	Suppose you are selected of a commercial Bank. Write a joining letter to the Human Resource Department.	506

Resignation Letter

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
18.	Suppose, You are working in the AB Bank as a senior Officer. Recently you have got a better position and you have decided to resign from the bank. Write a letter to Human Resource Department, AB Limited.	506

Letter on Ministry/Authority

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
19.	Write an application to the Honorable Minister of Finance highlighting the importance of reduction of taxes on imported industrial raw materials.	507
20.	আপনার এলাকায় পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে একটি আবেদনপত্র লিখুন।	507

Editorial Letter

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
21.	Write a letter to the editor of a newspaper complaining against the reckless driving in the streets.	508
22.	'শেয়ার বাজার ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার মধ্যে ভারসাম্যমূলক সম্পর্ক কাম্য'-এই শিরোনামে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করুন।	509
23.	'যুব সমাজের নৈতিক অবক্ষয় রোধের উপায়' এই শিরোনামে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করুন।	510
24.	'সড়ক দুর্ঘটনা এবং আমাদের করণীয়' এই শিরোনামে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করুন।	511
25.	You are a senior officer of Dutch-Bangla Bank Limited. Write a report to Your Managing director about the importance of corporate social responsibility (CSR).	512
26.	Write report on PahelaBaishakh Celebration.	513
27.	মনে করুন আপনি বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা । 'এজেন্ট ব্যাংকিং' নিয়ে ডেপুটি গভর্নর এর নিকট একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করুন।	514
28.	বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা হিসেবে আপনার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে 'কাঙ্খিত হারে খেলাপী ঋণ না কমার কারণ' বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করুন।	515

www.exambd.net

www.exambd.net

29.	মনে করুন আপনি একটি তফসিলি ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার পদে কর্মরত। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জনে বাংলাদেশের চ্যাঞ্জেসমূহ উল্লেখ করে বিভিন্ন শাখা প্রধানের নিকট প্রেরণের জন্য একটি পত্রের খসড়া প্রস্তুত করুন ।	516
30.	মনে করুন আপনি একটি তফসিলি ব্যাংকে অফিসার পদে কর্মরত। বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান মুদ্রানীতির পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে আপনার ব্যাংকের করণীয় নির্ধারণ করে বিভিন্ন শাখা প্রধানদের নিকট প্রেরণের জন্য একটি পত্রের খসড়া প্রস্তুত করেন।	517

Translation

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
1.	Translation	520
2.	Rules and structures for Translation	521
3.	ভেঙ্গে ভেঙ্গে অনুবাদ	535
4.	Important Vocabularies for Translation	542
5.	Conjunction & Linkers/Connectors	550
6.	Bangladesh Bank AD and other Banks' previous' Questions	551
7.	BCS Previous Questions	573
8.	Sentence Translation (Previours + New)	590

Passage

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
1.	General Discussion on Reading Comprehension	598
2.	List of Passage for Practice	599

তথ্য-উপাত্ত ও চিত্রগত উপস্থাপনা

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০২১	607
২.	বাজেট ২০২১-২২	608
৩.	বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে আমাদের অর্জন	609
৪.	বিশ্ব ঐতিহ্য	611
৫.	প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১	611
৬.	অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	611
৭.	বিশ্বব্যাংকের নতুন শ্রেণী বিন্যাস ও সূচক	612

www.exambd.net

ব্যাংকিং সেক্টরের আপডেট-২০২১

(ক) সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক-৬টি:

(১) সোনালী ব্যাংক লি: (২) জনতা ব্যাংক লিঃ (৩) অগ্রণী ব্যাংক লিঃ (৪) রূপালী ব্যাংক লিঃ
(৫) বেসিক ব্যাংক লি: (৬) বিডিবিএল (বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ)

(খ) বিশেয়ায়িত ব্যাংক-৩টি:

সংক্ষিপ্ত নাম	পূর্ণরূপ
1. BKB	Bangladesh Krishi Bank (বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক)
2. RKUB	Rajshahi Krishi Unnayan Bank (রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক)
3. PKB	Probashi Kallyan Bank (প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক)

➲ **অতালিকাভুক্ত বিশেষায়িত ব্যাংক–(৫টি):**

(১) কর্মসংস্থান ব্যাংক, (২) পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, (৩) গ্রামীণ ব্যাংক,
(৪) জুবিলি ব্যাংক এবং (৫) আনসার ভিডিপি (ভিলেজ ডিফেন্স পার্টি) ব্যাংক

(গ) বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক-৪৩টি: সর্বশেষ ব্যাংক-সিটিজেন ব্যাংক লি:

(ঘ) বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক-৯ টি:

- বর্তমানে মোট তফসিলি ব্যাংকের সংখ্যা ৬১ টি। সর্বশেষ তফসিলি ব্যাংক- Citizen Bank Ltd.
- বর্তমানে বাংলাদেশে ব্যাংক বর্হিভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে-৩৪টি (সর্বশেষ Strategic Finance and Investment Ltd.)।

বিভিন্ন ব্যাংক সংক্রান্ত হার:

১০০ বেসিস পয়েন্ট = ১%

জানার বিষয়	বর্তমান হার (%)	পূর্ববর্তী হার (%)
ব্যাংক হার [Bank rate]	৪	৫
রেপো হার [Repo rate]	৪.৭৫	৫.২৫
রিভার্স রেপো হার [Reverse repo rate]	৪	৪.৭৫

Reserve Ratio [2020]:

CRR = Cash Reserve Requirement/Rate/Ratio	SLR = Statutory Liquidity Requirement/Rate/Ratio

Type of Banking	CRR	SLR
Traditional Banking	4%	13%
Islamic Banking	4%	5.5%
Deposit Taker FIs	2.5%	5%
Non Deposit Taker FIs	0%	2.5%

মুদ্রা ব্যবস্থা

- বর্তমানে কাগুজে নোট- ১০টি (১, ২, ৫, ১০, ২০, ৫০, ১০০, ৫০০ ও ১০০০ টাকা)।
- বর্তমানে সরকারি নোট- ৩টি (১ টাকা, ২ টাকা, ৫ টাকা)।
- বর্তমানে ব্যাংক নোট- ৭টি (১০, ২০, ৫০, ১০০, ২০০, ৫০০ ও ১০০০ টাকা)।

www.exambd.net

- বর্তমানে ব্যাংক নোট প্রচলিত আছে- ৭টি (১০, ২০, ৫০, ১০০, ২০০, ৫০০ ও ১০০০ টাকা)।
- বর্তমানে নোট প্রচলিত আছে- ১০টি (১, ২, ৫, ১০, ২০, ৫০, ১০০, ২০০, ৫০০ ও ১০০০ টাকা)।
- বাংলাদেশের সপ্তম ব্যাংক ও দশম নোট নোট- ২০০ টাকা।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রথমবারের মতো বাজারে ছাড়ে- ২০০ মূল্যের নোট।
- বাংলাদেশে ডিজিটাল চালানোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়- ৮ অক্টোবর ২০২০।
- ডিজিটাল চালানোর মাধ্যমে রাজস্ব ও ফি জমা নেয়া হয়- ১৯৬ ধরনের।

বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

- বর্তমানে দেশে বীমা প্রতিষ্ঠান রয়েছে- ৮১টি (রাষ্ট্রায়ত্ত ২টি ও বেসরকারি ৭৯টি)।
- নতুন (সর্বশেষে) বীমা কোম্পানি দুটো হলো- এনআরবি ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্স লি. এবং বীচল্যান্ড ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লি.
- বীমা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে- জীবনবীমা ৩৫টি এবং সাধারণ বীমা ৪৬টি।
- দেশের প্রথম প্রবাসী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি- এনআরবি ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লি.
- বর্তমানে দেশে ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা- ৩৫টি (অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২১: ৩৪টি)।
- ১২ মার্চ ২০২০ বাংলাদেশ ব্যাংক যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দেয়- স্ট্র্যাটেজিক ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লি.।

মোবাইল ব্যাংকিং সেবা

MFS সেবা	সরবরাহকারী ব্যাংক	MFS সেবা	সরবরাহকারী ব্যাংক
বিকাশ	ব্র্যাক ব্যাংক	ওকে	ওয়ান ব্যাংক
রকেট	ডাচ-বাংলা ব্যাংক	মাই ক্যাশ	মার্কেন্টাইল ব্যাংক
টেলিক্যাশ	সাউথইস্ট ব্যাংক	মোবাইল মানি	ট্রাস্ট ব্যাংক
এম ক্যাশ	ইসলামি ব্যাংক	প্রাইম ক্যাশ	প্রাইম ব্যাংক
ইউক্যাশ	ইউনাটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক	স্পট ক্যাশ	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক
ট্যাপ এন পে	মেঘনা ব্যাংক	শিওর ক্যাশ	রূপালি, ফার্স্ট সিকিউরিটি, বাংলাদেশ কমার্স, এনসিসি ও যমুনা ব্যাংক

- বাংলাদেশ ব্যাংক মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করে-২০১০ সালে।
- দেশে সর্বপ্রথম মোবাইল ব্যাংকিং সেবা চালু করে- ডাচ-বাংলা ব্যাংক (২০১১ সালে ২১ মার্চ)।
- ডাচ-বাংলা ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিংয়ের নাম- রকেট।
- বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মোবইল ব্যাংকিং সেবার নাম- নগদ (প্রতিষ্ঠা- ১১ অক্টোবর ২০১৮)।
- বর্তমানে দেশে মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে- ১৬টি ব্যাংক।

বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাতে যা কিছু প্রথম

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম গভর্নর	এ এস এম হামিদুল্লাহ
প্রথম বেসরকারি ব্যাংক	আরব-বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রথম বিদেশী ব্যাংক	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক (১৯৯৮)
প্রথম ইসলামী ব্যাংকিং চালু হয়	ইসলামী ব্যাংক লি.
প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকিং চালু করে	আরব-বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রথম মোবাইল ব্যাংকিং চালু হয়	ডাচ-বাংলা ব্যাংক (২০১১)
সরকারি ব্যাংকের মধ্যে প্রথম ইসলামী ব্যাংকিং চালু করে	অগ্রণী ব্যাংক
প্রথম রেডিক্যাশ চালু করে	জনতা ব্যাংক
প্রথম টেলিফোন ব্যাংকিং চালু করে	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক
প্রথম মাস্টার কার্ড চালু করে	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক
প্রথম আমেরিকান কার্ড ইস্যু করে	দি সিটি ব্যাংক লি.
প্রথম এজেন্ট ব্যাংকিং চালু করে	ব্যাংক এশিয়া এবং অগ্রণী ব্যাংক

www.exambd.net

অর্থনীতি ও ব্যাংক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা

১. Gross Domestic Product (GDP) বা মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি): জিডিপি অর্থ কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে বা কোন একটি দেশের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত ১ বছর) উৎপাদিত সমস্ত পণ্য এবং পরিশেবার বাজার মূল্য। সাধারণত একটি দেশের আর্থিক বছরের জিডিপি হল একটি অর্থনীতির সামগ্রিক চাহিদা। সংক্ষেপে, জিডিপি অর্থনীতির সমস্ত সেক্টরের মোট আউটপুট যা হল: কৃষি, খনন ইত্যাদি (প্রাথমিক খাত); উৎপাদন ও নির্মাণ (মাধ্যমিক খাত); এবং তৃতীয় ক্ষেত্র (পরিষেবা)। জিডিপি কেবল দেশীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যগুলি পরিমাপ করে।

Taylor এর মতে,

"Gross Domestic Product (GDP) is a measure of the value of all the goods and services newly produced in an economy during a specific period of time."

অন্য দেশের কোনও দেশের নাগরিক দ্বারা উৎপাদিত পণ্য এবং পরিষেবাগুলি কখনই গার্হস্থ্য জিডিপির অংশ হয় না বরং এগুলি কেবল সেই অন্য দেশের জিডিপির অংশ হয়ে যায়। জিডিপি হ'ল কেবলমাত্র সেই পণ্য এবং পরিষেবা যা দেশের অঞ্চলগুলিতে উৎপাদিত হয়। জিডিপির সূত্র হল: **জিডিপি = ভোগ + বিনিয়োগ + সরকারি ব্যয় + (রপ্তানি - আমদানি)**।

জিডিপিতে নাগরিকত্ব বিবেচনা করা হয়না, বিবেচনা করা হয় ভৌগলিক সীমারেখা। বিদেশি নাগরিক বা প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশের অভ্যন্তরে যে পরিমান সেবা বা পণ্য উৎপাদন করে তা আমাদের দেশের জিডিপিতে অন্তর্ভূক্ত হয়।

জিডিপি হল একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের একটি বিস্তৃত পরিমাপ। জিডিপি জাতীয় অর্থনীতির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয় কারণ যে কোনো সরকারের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক লক্ষ্য সাধারণত জিডিপি হিসাবে গণনা করা হয়।

২. জিডিপি (GDP) পরিমাপ করার পদ্ধতি: জিডিপি পরিমাপের সবচেয়ে সাধারণ উপায় হচ্ছে ব্যয় পদ্ধতি:

স্থূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদন = ভোগ + বিনিয়োগ + সরকারি ব্যয় + (রপ্তানি - আমদানি)

ব্যাখ্যাঃ দেশের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদিত সমস্ত পণ্য ও সেবার বাজারমূল্য = ঐ সময়ে দেশের অভ্যন্তরে জনগণের ভোগ করা সমস্ত পণ্য ও সেবার মোট বাজারমূল্য + বিনিয়োগ + সরকারি ব্যয় + রপ্তানিকৃত পণ্যের মোট বাজারমূল্য - আমদানিকৃত পণ্যের মোট বাজারমূল্য।

- এই সমীকরণের ভোগ ও বিনিয়োগ হচ্ছে চূড়ান্ত পণ্যের উপর ব্যয়। সমীকরণের রপ্তানি থেকে আমদানি বিয়োগের অংশটি (ক্রমসঞ্চয় রপ্তানি নামেও ডাকা হয়) এরপর এই ব্যয়ের যে অংশটি দেশে উৎপাদিত হয়নি তার সমতা রক্ষা করে।
- বিনিয়োগ কেন যোগ হবে? উৎপাদন থেকে যা আয় হয় তার একটা অংশ ভোগের পিছনে ব্যয় হয় বাকিটা সঞ্চয় বা বিনিয়োগ হয়।
- এখানে সরকারি ব্যয়কে যোগ করা হয় কেন? সরকারি ব্যয় দ্বারা পণ্য বা সেবা ক্রয় করা হয়। ধরা যাক, আমি একজন সরকারি কর্মচারি। আমি আমার দপ্তরে যে সেবা দিচ্ছি (অর্থনীতির ভাষায় যে সেবা উৎপাদন করছি) জনগণ তা বিনামূল্যে ভোগ করছে। কিন্তু সরকার আমাকে এই সেবার মূল্য হিসাবে বেতন ভাতাদি পরিশোধ করছে। এটি সরকারি ব্যয়ের একটি উদাহরণ। আবার, সরকারি দপ্তর বা প্রকল্পসমুহে যে সকল দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা হয় তা কেউ না কেউ উৎপাদন করে।

www.exambd.net

জিডিপি	পার্থক্যের বিষয়	জিএনপি
GDP একটি ভৌগোলিক অবস্থান ভিত্তিক পরিমাপ।	প্রকৃতি	GNP জাতীয়তা ভিত্তিক পরিমাপ।
জিডিপি হল সেই দেশের সমস্ত বাসিন্দা (নাগরিক বা বিদেশী নাগরিক) দ্বারা কোনো জাতির ভৌগলিক সীমার মধ্যে থাকা উৎপাদন।	নাগরিকত্ব বিবেচনা	জিএনপি হল যেখানেই বাস করুক না কেন কেবল সে দেশের নাগরিকের উৎপাদন।
আউটপুট পদ্ধতি, আয় পদ্ধতি এবং ব্যয় পদ্ধতি: তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে জিডিপি গণনা করা হয়।	গণনা পদ্ধতি	জিএনপি বিদেশ থেকে জিডিপি প্লাস নেট সম্পত্তির মাধ্যমে গণনা করা হয়।
দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির শক্তি বিশ্লেষণ করতে জিডিপি বেশিরভাগ অর্থনীতির বৃদ্ধির পরিমাপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।	ব্যবহার	জিএনপি ব্যবহার করা হয় যারা আন্তর্জাতিক স্তরে দেশটির অর্থনীতি করছে তা যাচাই করার জন্য।
জিডিপি গার্হস্থ্য উৎপাদনের দিকে মনোনিবেশ করে।	তাৎপর্য	জিএনপি বিশ্বব্যাপী নাগরিকের উৎপাদনকে কেন্দ্র করে।
জিডিপি= ভোগ + বিনিয়োগ + সরকারি ব্যয় + (রপ্তানি - আমদানি)।	নির্ণয়ের সূত্র	জিএনপি = জিডিপি + অন্যান্য দেশ থেকে জাতির অর্জিত আয় - দেশীয় বাজার থেকে বিদেশিদের দ্বারা অর্জিত আয়।
মাথাপিছু জিডিপি গণনা করার সূত্রটি মোট জনসংখ্যার সাথে মোট জিডিপি বিভক্ত করছে।	মাথাপিছু	মাথাপিছু জিএনপি গণনার সূত্রটি একটি দেশের মোট জনসংখ্যার সাথে মোট জিএনপি বিভক্ত করছে।

৬. Gross National Income (GNI) বা মোট জাতীয় আয় (জিএনআই): জিএনআই হল দেশ বা বিদেশে অবস্থিত নির্বিশেষে সেখানকার বাসিন্দা ও ব্যবসায়িক দেশ থেকে প্রাপ্ত মোট আয়। অর্থাৎ জিএনআই হলো মোট মূল্য যা দেশের অভ্যন্তরে উৎপন্ন হয়, যা জিডিপি সহ অন্যান্য দেশের (লভ্যাংশ, স্বার্থসমূহ) প্রাপ্ত আয় সহ।

মোটকথা, জিএনআই হল কোন দেশের জনগণের ও ব্যবসায়িক উপার্জনের মোট অর্থ। অনেক দেশে বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়নভূক্ত সদস্য দেশগুলিতে দেশীয় সম্পদ পরিমাপের ক্ষেত্রে জিডিপির পরিবর্তে জিএনআই ব্যবহৃত হয়।

Taylor এর মতে-

"National Income is the sum of labor income and capital income."

Samuelson এর মতে-

"National income is the total product and service of a country which can be measured by money."

জাতীয় আয় নির্ণয়ের সূত্র:

জাতীয় আয় = মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP)-অবচয় ব্যয়-পরোক্ষ কর-হস্তান্তর পাওনা-সরকারের অর্জিত মুনাফা+ভর্তুকি।

উদাহরণ- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠান আছে কানাডায়, পণ্যগুলি থেকে লাভ মার্কিন গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্টের অংশ নাও হতে পারে, কারণ অন্য অঞ্চলে উৎপাদন ঘটে। যাইহোক, এটি মার্কিন গ্রস ন্যাশনাল ইনকামের দিকে গণনা করবে, কারণ এটি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের মালিকানাধীন যদিও এটি অন্য দেশে অবস্থিত।

৭. জিডিপি এবং জিএনআই এর মধ্যে পার্থক্য: জিডিপিতে শুধু দেশের ভেতরে উৎপাদিত পণ্য ও সেবা মূল্যকে ধরা হয়। আর জিএনআই হলো মোট মূল্য যা দেশের অভ্যন্তরে উৎপন্ন হয়, যা জিডিপি সহ অন্যান্য দেশের (লভ্যাংশ, স্বার্থসমূহ) প্রাপ্ত আয় সহ। জিডিপি এবং জিএনআই এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নে তুলে ধরা হলো:

জিডিপি	পার্থক্যের বিষয়	জিএনআই
জিডিপি অবস্থানের উপর ভিত্তি করে।	মূল ভিত্তি	জিএনআই আয় মালিকানা উপর ভিত্তি করে।
জিডিপি একটি দেশের সীমানার মধ্যে উৎপাদিত মূল্য।	প্রকৃতি	জিএনআই হলো সকল নাগরিকের উৎপাদিত মূল্য।
জিডিপি একটি দেশের স্থানীয় আয়ের শক্তি প্রদর্শন করতে সহায়তা করে।	প্রদর্শন	জিএনআই একটি দেশের নাগরিকদের অর্থনৈতিক শক্তি প্রদর্শন করতে সাহায্য করে।
জিডিপি একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক আউটপুট।	সামগ্রিক প্রেক্ষাপট	জিএনআই হলো মোট মূল্য যা দেশের অভ্যন্তরে উৎপন্ন হয়, যা গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট সহ অন্যান্য দেশের (লভ্যাংশ, স্বার্থসমূহ) প্রাপ্ত আয় সহ হয়।

www.exambd.net

৮. নীট জাতীয় উৎপাদন (Net National Product-NNP): মূলধন সামগ্রী উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এসব সামগ্রীকে পুনরায় উৎপাদনক্ষম করে তোলার জন্য কিছু ব্যয় করতে হয়। এ ব্যয়কে বলা হয় অবচয় জনিত খরচ। মোট জাতীয় উৎপাদন থেকে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি জনিত ব্যয় বা অবচয় জনিত খরচ বাদ দিলে নীট জাতীয় উৎপাদন পাওয়া যায়।

Dewett ও Chand এর মতে-

"নীট জাতীয় উৎপাদন বলতে বুঝায় অবচয় বাদ দেওয়ার পর সকল চূড়ান্ত পণ্যও সেবার বাজার মূল্য।"

নীট জাতীয় উৎপাদন এর ক্ষেত্রে-

- নীট জাতীয় উৎপাদন হিসাব করার পূর্বে মোট জাতীয় উৎপাদন হিসাব করতে হবে;
- এক্ষেত্রে মূলধনে ক্ষয়ক্ষতি জনিত ব্যয় গণনা করতে হবে;
- মোট জাতীয় উৎপাদন থেকে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বিয়োগ করতে হবে; এবং
- এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের নগদ প্রবাহের গণনা।

পরিশেষে বলা যায়, মোট জাতীয় উৎপাদন থেকে মূলধনে ক্ষয়ক্ষতি জনিত ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাই নীট জাতীয় উৎপাদন।

৯. মাথাপিছু আয় (Per Capita Income-PCI): মাথাপিছু আয় বলতে একটি দেশের জনগণের মাথাপিছু গড় বার্ষিক আয় বুঝায়। গড়ে প্রত্যেক ব্যক্তি বছরে কত আয় করে মাথাপিছু আয় তাই নির্দেশ করে। দেশের জনগণের জীবন যাত্রার মান বুঝার জন্য মাথাপিছু আয় হিসাব করা হয়। যে দেশের মাথাপিছু আয় যত বেশি সে দেশের মানুষের জীবন যাত্রার মান তত উন্নত।

McConnell & Brue *এর মতে,*

"Per Capita Income is a nation's total income per person; the average income of a population."

মাথাপিছু আয় নির্ণয় করা যাবে নিম্নোক্ত সূত্রের সাহায্যে-

$$\text{মাথাপিছু আয়ের সূত্র} = \frac{\text{মোট জাতীয় আয়}}{\text{মোট জনসংখ্যা}}$$

মাথাপিছু আয় সাধারণত এক বছরে হিসাব করা হয়:

- মাথাপিছু আয় পরিমাপ করার জন্য আগে মোট জাতীয় আয় পরিমাপ করতে হয়;
- জনগণের তুলনায় মোট জাতীয় আয় বেশি হলে মাথাপিছু আয় বাড়ে; এবং
- এটি জনগণের জীবন যাত্রার মান নির্দেশ করে।

পরিশেষে বলা যায়, কোন দেশের এক বছরের মোট জাতীয় আয়কে সে দেশের মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যা পাওয়া যায় তাই সে দেশের মানুষের মাথাপিছু আয়।

→ বাংলাদেশের বর্তমান মাথাপিছু আয় ২,২২৭ মার্কিন ডলার

১০. Monetary Policy বা মুদ্রানীতি কি? : Monetary Policy বা মুদ্রানীতি হল একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত নীতি যা দেশের অর্থনীতিতে অর্থ সরবরাহ নিশ্চিত ও নিয়ন্ত্রণ করে। মুদ্রানীতি দেশের মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে সুদের হার এবং অর্থ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে। একটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা স্বাধীন কোন প্রতিষ্ঠান আর্থিক কর্তৃপক্ষ হিসেবে মুদ্রানীতি প্রণয়ন করে। বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশের জন্য ৬ মাস পর পর মুদ্রানীতি প্রনয়ন করে।

১১. Fiscal Policy বা রাজস্ব নীতি? Fiscal Policy বা রাজস্ব নীতি হলো একটি দেশের সরকারের আয়-ব্যয়ের সামগ্রিক দর্শন, কৌশল ও ব্যবস্থাপনা। এর প্রধান বিষয়বস্তু হলো সরকারি আয় যার অন্য পিঠে রয়েছে সরকারি ব্যয়।

১২. Debt Policy বা ঋণ নীতি কি?: ব্যাংক জনগণের সঞ্চিত অর্থ আমানত হিসাবে গ্রহণ করে এবং এই আমানতের নির্দিষ্ট অংশে জনগণকে আবার ঋণ হিসাবে মঞ্জুর করে এজন্য ব্যাংককে ঋণ মঞ্জুর ও আদায়ের ক্ষেত্রে যথাযথ নীতি নির্ধারণ করতে হয়। এরূপ নীতিকে Debt Policy বা ঋণ নীতি বলা হয়।

১৩. Open Market Policy বা খোলাবাজার নীতি কি?: কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণের জন্য খোলাবাজারে হুন্ডি, শেয়ার, ঋণপত্র ইত্যাদি বিক্রয়ের মাধ্যমে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতিকে Open Market Policy বা খোলাবাজার নীতি বলে।

১৪. অর্থনীতিতে বাজারের তারল্য সংকট (লিকুইডিটি) বলতে কী বোঝায়?/অথবা, ব্যাংকের ক্ষেত্রে তারল্য সংকট বলতে কী বোঝায়?

যখন অর্থনীতিতে নগদ অর্থ প্রবাহের সংকট দেখা দেয় তখন তাকে তারল্য সংকট বলে। এমন পরিস্থিতিতে গ্রাহক ব্যাংকে তার চাহিদামত টাকা তুলতে গেলে ব্যাংক সমস্যার সম্মুখীন হয়। কখনো কখনো ব্যাংক উচ্চ সুদে কল মানির মাধ্যমে নগদ অর্থ ধার করে থাকে।

www.exambd.net

বাণিজ্যিক ব্যাংক তার আমানতকারীদের নিকট হতে গৃহিত আমানতের ১৭ শতাংশ অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট নগদে ও বিভিন্ন মাধ্যমে বাধ্যতামূলকভাবে জমা রাখে, বাকী ৮৩ শতাংশ অর্থ ব্যাংক তার ব্যবসায়ে নিয়োজিত করে।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে সঞ্চয়পত্রের সুদহার বেশি হওয়ায় সাধারণ মানুষ তার সঞ্চিত অর্থ ব্যাংকে জমা না রেখে বরং বিপুল পরিমাণে সঞ্চয়পত্র কিনছে এবং গত তিন বছরের মধ্যে এ খাতে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ হয়েছে। এর বাইরে খেলাপি ঋণের পরিমান ক্রমাগতভাবে ব্যাপক হারে বেড়ে যাওয়ায়, অফশোর ইউনিটের ঋণের বিপরীতে বিধিবদ্ধ জমা ও ডলার কেনায় ব্যাংকগুলোর নগদ অর্থ আটকে গেছে। ফলে ব্যাংকের বিনিয়োগযোগ্য তরল/নগদ অর্থের পরিমাণ কমে গেছে। এটাই ব্যাংকিং সেক্টরে তারল্য সংকট।

তারল্য সংকট হয়ে থাকে যে সব কারণে-

- অধিক হারে ঋণ প্রদান করলে এবং সে ঋণ অনাদায়ী হলে;
- বাজারে বিনিয়োগ বাড়লে;
- অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণ অর্থ ব্যবহৃত হলে;
- কালো টাকার পরিমান বেড়ে গেলে প্রভৃতি।

১৫. কলমানি কী? :তারল্য সংকট মেটানোর জন্য ব্যাংকগুলো প্রাথমিক আশ্রয় হিসেবে আমানতের সুদের হার বাড়িয়ে নিজেদের আমানত বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। তবে জরুরী পেমেন্ট গুলো করার জন্য ব্যাংকগুলো সহযোগী ব্যাংক থেকে স্বল্প মেয়াদে, সাধারণত একদিন থেকে এক সপ্তাহ মেয়াদের জন্য, অর্থ ধার করে থাকেন। এই আন্তঃব্যাংক ধারকে কলমানি বলে। কল মানি রেট গড়ে সাধারণত ৩.৫০% থেকে ৪.৫০% এর মধ্যে থাকে।

১৬. ব্যাংকের ক্ষেত্রে তারল্য সংকট ও কল মানি রেট এর মধ্যে সম্পর্ক কীরূপ?

ব্যাংকের ক্ষেত্রে তারল্য সংকট ও কল মানি রেট এর মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে তারল্য সংকট দীর্ঘায়িত বা প্রকট বা তীব্র হলে কল মানি রেট বাড়ে। ঈদ, পূজা বা অন্য কোন বড় উৎসবের আগে অনেক সময় এটা হতে দেখা যায়।

১৭. Bank rate বা ব্যাংক হার কী?

কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে হারে তফসিলীভুক্ত বা তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহকে ঋণ প্রদান করে তাকে ব্যাংক হার বলে। অর্থাৎ ব্যাংক হার হল যে সুদের হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিতে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ অনুমোদন করে।

→ বর্তমানে ব্যাংক হার: ৪%

১৮. রেপো রেট (পুনঃক্রয়চুক্তি) ও রিভার্স রেপো রেট (বিপরীত পুনঃক্রয়চুক্তি) কী?

রেপো (পুনঃক্রয়চুক্তি) ও রিভার্স রেপো (বিপরীত পুনঃক্রয়চুক্তি) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রানীতি বাস্তবায়নের অন্যতম হাতিয়ার। রেপো ও রিভার্স রেপোকে বলা হয় ব্যাংকিং খাতের নীতি উপাদান (পলিসি টুলস)। এর সুদ হারকে বলা হয় নীতি সুদ হার (পলিসি রেট)।

রেপো রেট: বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে যে সুদে স্বল্পমেয়াদী ঋণ নেয় তাকে বলে রেপো রেট। বাণিজ্যিক ব্যাংকের যখন কোনো অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন হয় তখন যে হারে তাদেরকে সেন্ট্রাল ব্যাংক টাকা দেয় সেটাকেই রেপো রেট (Repo rate) বলে।

রেপো রেট কমলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর খরচ কমে। অর্থাৎ, রেপো রেট হল সেই সুদের হার যাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে টাকা ধার দেয়। তারল্য ব্যবস্থাপনা সহজ করার জন্য জামানত হিসেবে ট্রেজারি বিল, ট্রেজারি বন্ড জামানত হিসেবে রেখে ব্যাংকগুলোকে স্বল্পমেয়াদি তহবিল দেওয়ার যে প্রক্রিয়া, তাকে রেপো বলা হয়।

রিভার্স রেপো রেট: বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রেখে যে হারে সুদ পায় তাকে বলে রিভার্স রেপো রেট।

→ বর্তমানে রেপো হার: ৪.৭৫%

→ বর্তমানে রিভার্স রেপো হার: ৪.০০%

১৯. হেলিকপ্টার মানি বলতে কী বোঝায়?

হেলিকপ্টার মানি হচ্ছে কোনো দেশের অর্থনৈতিক মন্দার সময় অর্থনীতিকে গতিশীল করার জন্য জনগণের মাঝে বিতরণ করা নতুন মুদ্রিত বিপুল পরিমাণ অর্থ। অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠে দেশের অর্থনীতি গতিশীল করার এক অপরিহার্য মাধ্যম। দেশে সুদের হার শুন্য বা শুন্যের কাছাকাছি এবং বাজেট ঘাটতি হলেও স্থায়ী সমাধানের জন্য এই পন্থা অবলম্বন করা হয়ে থাকে।

উদাহরণ: ২০১৬ সালে দেশের অর্থনীতির গতি বাড়ানোর জন্য জাপান হেলিকপ্টার মানি ব্যবহার করেছিল। ঠিক একই ভাবে এই করোনার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রত্যেক আমেরিকানকে ১০০০ ডলার ক্যাশ দিবে; এইরকম একটা নিউজ হোয়াইট হাউস থেকে ১৭ মার্চ প্রকাশ করা হয়। এটাও হেলিকপ্টার মানি।

www.exambd.net

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি: বাংলাদেশ ২০২০-২১

১. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারাবাহিকতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৭ শতাংশ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ৮.১৫ শতাংশ। কোভিড-১৯ মহামারি কারণে বিশ্ব অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়ে যা বাংলাদেশে অর্থনীতির উপরও ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বিবিএস-এর চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩.৫১ শতাংশ। বিশ্ব অর্থনীতি করোনাভাইরাস মোকাবেলার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ-এর অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। বিবিএস-এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৫.৪৭ শতাংশ।

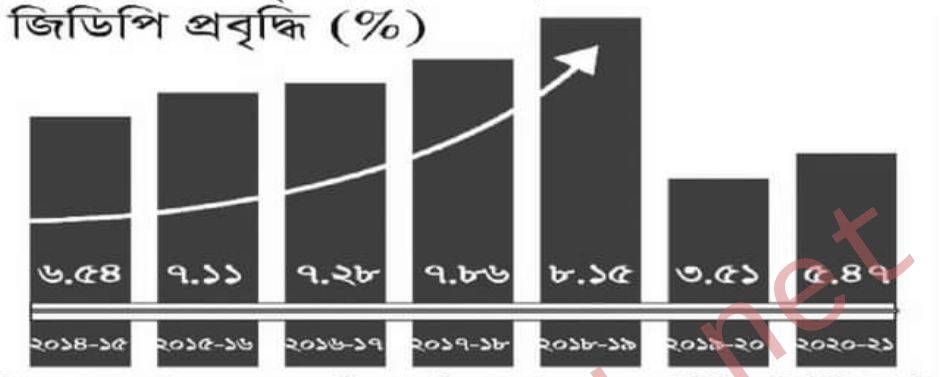

চিত্র: ২০১৪ থেকে ২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশের বছরভিত্তিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি

সূত্র: অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২১

২. মাথাপিছু জিডিপি ও জাতীয় আয়

বিবিএস এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি'র আকার দাঁড়িয়েছে ৩০,১১,০৬৫ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী ২০১৯-২০ অর্থবছরের চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ছিল ২৭,৩৯,৩৩২ কোটি টাকা। মার্কিন ডলারের ভিত্তিতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মাথাপিছু জিডিপি ছিল ১,৯৩০ মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছর হতে ১০২ মার্কিন ডলার বেশি। একই ভাবে ১০১৯-২০ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় পূর্ববর্তী অর্থবছর হতে ১১৫ মার্কিন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ২,০২৪ মার্কিন ডলারে পৌঁছায়। ২০২০-২১ অর্থবছরের সাময়িক হিসাবে মাথাপিছু জিডিপি দাঁড়িয়েছে ২,০৯৭ মার্কিন ডলার, এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বেড়েছে ১৬৭ মার্কিন ডলার। একই সময়ে মাথাপিছু জাতীয় আয় ২০৩ ডলার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২,২২৭ মার্কিন ডলার।

Source: অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২১

৩. খাতভিত্তিক জিডিপি

জিডিপি'তে ২০২০-২১ অর্থবছরে বৃহৎ কৃষি খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ১৩.৪৭ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ১৩.৭৪ শতাংশ। সার্বিকভাবে ২০২০-২১ অর্থবছরে বৃহৎ শিল্প খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ৩৪.৯৯ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৩৪.৭৪ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে বৃহৎ সেবা খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ৫১.৫৩ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৫১.৪৮ শতাংশ।

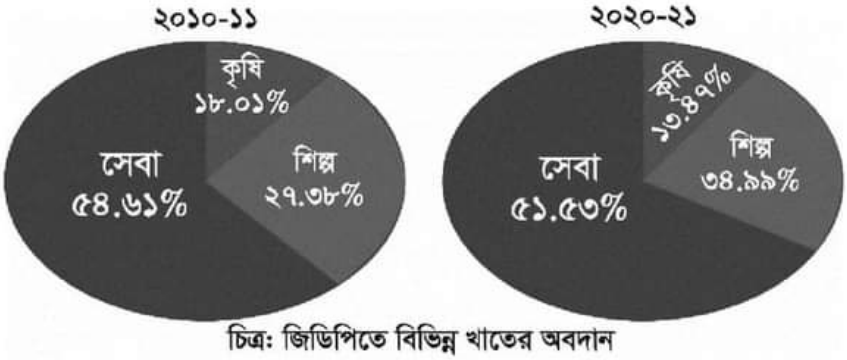

চিত্র: জিডিপিতে বিভিন্ন খাতের অবদান

www.exambd.net

৪. রপ্তানি

কোভিড-১৯ মহামারির বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা করার পরে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য ইতিবাচক ধারায় ফিরতে শুরু করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১৬.৯৩ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩৩,৬৭৪.০৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১৫.১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮,৭৫৮.৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। এ সময়ে পণ্যভিত্তিক রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে প্রায় সব পণ্যে থেকে রপ্তানি আয় গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

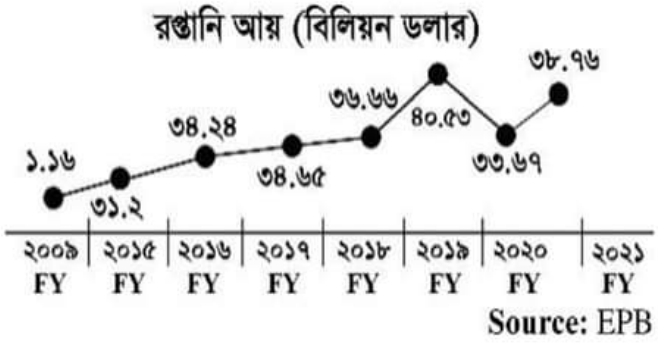

রপ্তানি খাতে প্রণোদনা হিসেবে বেশ কিছু পদক্ষেপ সরকার গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ফান্ড এর আকার ৩৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বাড়িয়ে ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করা হয়েছে এবং দেশেররপ্তানিবৃদ্ধি এবং পণ্য রপ্তানিতে রপ্তানিকারকগণকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে এবং নতুন নতুন পণ্যে এ সুবিধা সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

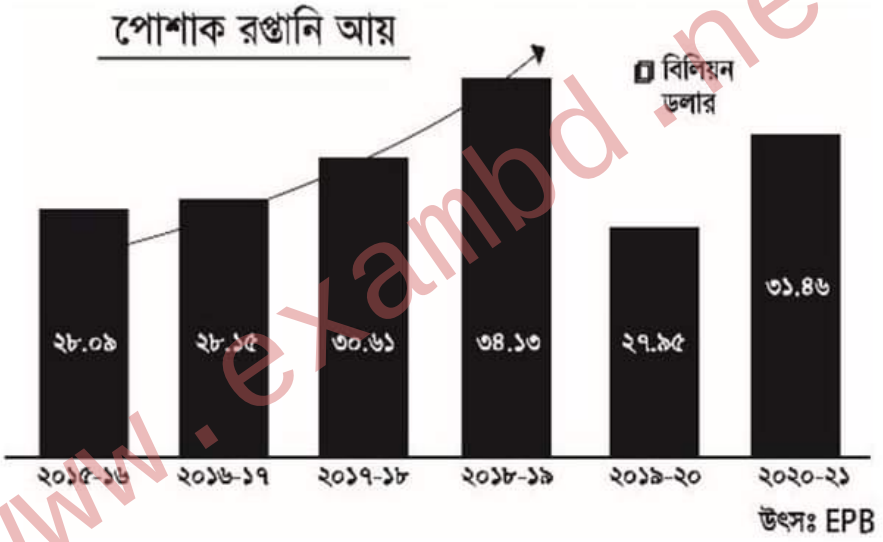

৫. আমদানি

গত ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৫৪,৭৮৪.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৮.৫৬ শতাংশ কম। ২০২০-২১ অর্থবছরে আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬৫,৫৯৪.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১৯.৭৩ শতাংশ বেশি। ২০২০-২১ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। দেশের আমদানি ক্ষেত্রে চীন শীর্ষে রয়েছে। এ সময়ে মোট আমদানি ব্যয়ের ২৫.৯১ শতাংশ চীন থেকে আমদানি করা হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ভারত ও জাপান।

৬. মূল্যস্ফীতি

২০১৯-২০ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৫.৬৫ শতাংশ, যা লক্ষ্যমাত্রার (৫.৫%) এর তুলনায় সামান্য বেশি। এক্ষেত্রে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ৫.৫৬ শতাংশ এবং খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ৫.৮৫ শতাংশ। করোনাভাইরাসের কারণে অর্থনীতিতে স্থবিরতা সৃষ্টি হলেও খাদ্য উৎপাদন এবং সরবরাহ চেইন নির্বিঘ্ন রাখার ফলে ২০২০-২১ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি দাঁড়ায় ৫.৫৬ শতাংশ যা লক্ষ্যমাত্রার (৫.৪%) চেয়ে সামান্য বেশি।

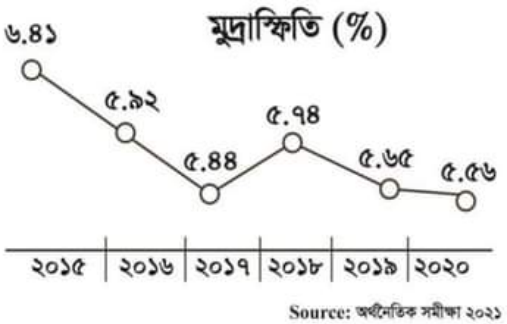

www.exambd.net

বিগত ৫ বছরের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনা (চিত্রগত ও ছক আকারে উপস্থাপন)

বি:দ্র:- তথ্য/ডেটা ও উপাত্তের পার্থক্যের কারণ উৎসের ভিন্নতা। যেমন- অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২১; বাজেট ২০২১-২২, BBS, cri.org.bd; albd.org; iclds.org.bd পরীক্ষায় যেকোনোটি লিখে তার যথাযথ উৎসের নাম উল্লেখ করলেই হবে।

১. রপ্তানি আয়: *[উৎস: অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২১]*

অর্থবছর	পরিমাণ (বিলিয়ন ডলার)
২০১৬	৩৪.২৫
২০১৭	৩৪.৬৫
২০১৮	৩৬.৬৬
২০১৯	৪০.৫৩
২০২০	৩৩.৬৭
২০২১	৩৭.৮৮

উৎস: অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২১

২. রেমিট্যান্স: *[উৎস: অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২১]*

অর্থবছর	পরিমাণ (বিলিয়ন ডলার)
২০১৬	১৪.৯৩
২০১৭	১২.৭৭
২০১৮	১৪.৯৮
২০১৯	১৬.৬১
২০২০	১৮.২১
২০২১	২৪.৭৭

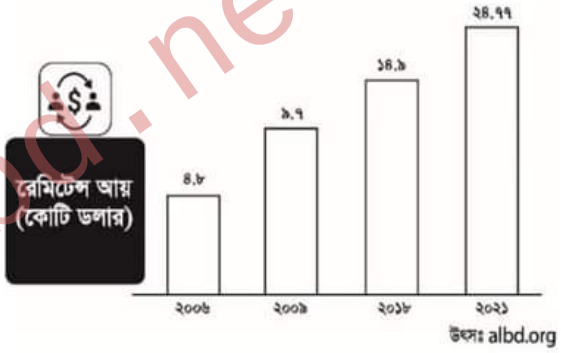

উৎস: albd.org

৩. দারিদ্র্য হ্রাস: *[উৎস: অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২১]*

অর্থবছর	দারিদ্র্য হার	অতি দারিদ্র্য হার
২০১১	৪০.০%	২৫.১%
২০১৭	৩১.৫%	১৭.৬%
২০১৮	২৪.৩%	১২.১%
২০১৯	২১.৮%	১১.৩%
২০২০	২০.৫%	১০.৫%
২০২১	২০.৫%	১০.৫%

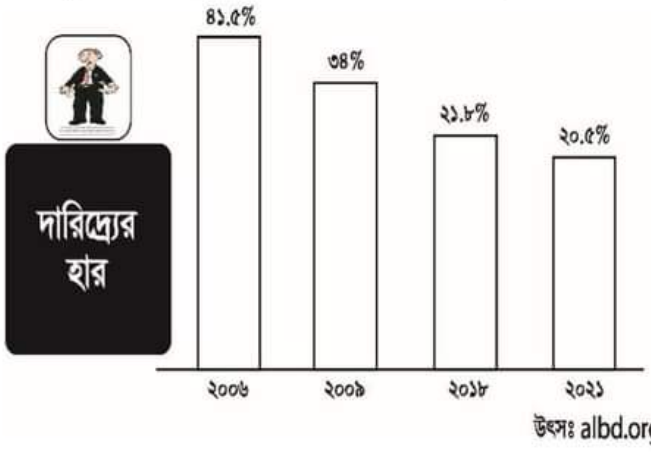

উৎসঃ albd.org

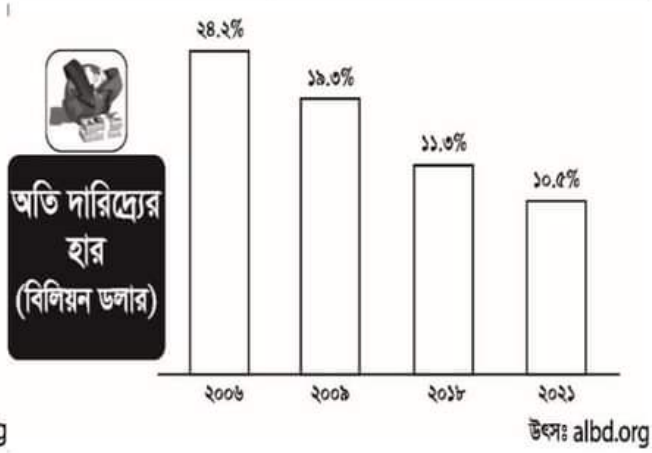

উৎসঃ albd.org

www.exambd.net

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি/ অর্জন

সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) বা টেকসই উন্নয়ন বলতে ঐ ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে বোঝায় যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাও নিশ্চিত হয় আবার প্রকৃতি এবং বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেমেও কোনো বাজে প্রভাব পড়ে না। ভিন্নভাবে বললে, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা হলো, ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত একগুচ্ছ লক্ষ্যমাত্রা। টেকসই উন্নয়নের ব্যাপারটা প্রথম আলোচনায় আসে ১৯৮৭ সালে, ব্রুন্টল্যান্ড কমিশন এর রিপোর্টে। ২০০০ সালে শুরু হওয়া 'মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল' বা এমডিজি অর্জনের সময় শেষ হয় ২০১৫ সালে। এরপর জাতিসংঘ ঘোষণা করে ১৫ বছর মেয়াদি 'সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল' বা এসডিজি। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে ২০১৬ থেকে ২০৩০ মেয়াদে এসডিজির ১৭টি লক্ষ্য পূরণ করতে হবে। এসডিজির লক্ষ্যগুলো প্রণয়ন ও প্রচার করেছে জাতিসংঘ যা নির্ধারণ করা হয় ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, যুক্তরাষ্ট্রে জাতিসংঘ সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সামিট' নামক সম্মেলনে। বাংলাদেশ SDG সূচক ২০২০-এ ১০৯ তম। জাতিসংঘ প্রণীত অফিশিয়াল নাম হচ্ছে- **Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development.**

- মেয়াদ: ২০১৬ থেকে ২০৩০
- ১৭ টি অভিষ্ট (Goal)
- ১৬৯ টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য (Target)

এসডিজিতে ১৭টি অভীষ্টের অধীনে ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা এবং ২৩২ সূচক (সংশোধিত) রয়েছে। এসডিজির রয়েছে ৫টি মূলনীতি। এসডিজি বাস্তবায়নে টেকসই উন্নয়ন হচ্ছে মূল প্রতিপাদ্য এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে **'কাউকে পশ্চাতে রেখে নয়'**।

২০১৫ সালে এসডিজি দলিলে স্বাক্ষর করার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন,

'আমি আত্মবিশ্বাসী যে, বাংলাদেশ এমডিজি অর্জনের মতো এসডিজি অর্জনেও সক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারবে।'

এসডিজিতে নির্ধারিত ১৭টি অভীষ্ট- ১. দারিদ্র্য বিলোপ, ২. ক্ষুধামুক্তি, ৩. সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ, ৪. গুণগত শিক্ষা, ৫. জেন্ডার সমতা, ৬. নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন, ৭. সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি, ৮. শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, ৯. শিল্প, ১০. উদ্ভাবন এবং অবকাঠামো, ১১. অসমতার হ্রাস, ১২. টেকসই নগর ও জনপদ, ১৩. পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন, ১৪. জলবায়ু কার্যক্রম, ১৫. জলজ জীবন, ১৬. স্থলজ জীবন, ১৭. শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান; সর্বোপরি অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব।

বাংলাদেশের জন্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট গুরুত্ব বহন করছে। কারণ বাংলাদেশ অন্যতম সফল দেশ যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেই SDG এর অভীষ্ট অর্জনে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ 'Whole of Society Approach' এবং 'Leave no one behind' দর্শনকে ধারণ করে উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন করছে। ফলে রূপকল্প ২০৪১ এর পরিপূরক কৌশল হিসেবে SDG বাস্তবায়নের বিষয়টি সরকারের অগ্রাধিকার কৌশল হিসেবে বিবেচিত। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'SDG Mapping' প্রণয়ন করেছে যার মাধ্যমে এর বাস্তবায়নে Lead/Co-lead/Associated মন্ত্রণালয়/ ডিভিশন নির্ধারণ করা হয়েছে। SDG বাস্তবায়নে বৈশ্বিক সূচক ২০২০ -এ বাংলাদেশের অবস্থান ১৬২টি দেশের মধ্যে ১০৯ তম, ২০১৯ এর সূচকে ছিল ১১৬ তম। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ SDG বাস্তবায়নে ভারত (১১৭ তম) ও পাকিস্তান (১৩৪ তম) থেকে এগিয়ে রয়েছে।

www.exambd.net

এসডিজি-৪	মানসম্পন্ন শিক্ষা সুযোগ নিশ্চিতকরণ (Quality Education)
মূল উদ্দেশ্য	Ensure inclusive and equitable quality education

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০	বাংলাদেশের অবস্থান/ অগ্রগতি	মন্তব্য
১। ১০০% প্রাইমারী শিক্ষা সমাপনী ২। ১০০% সেকেন্ডারি শিক্ষা সমাপনী ৩। এসএসসি, দাখিল ও ভোকেশনাল পরীক্ষায় পাসকৃত মোট সংখ্যার ২০% কারিগরি শিক্ষা সমাপনী ৪। ১০০% শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট, খাবার পানি, স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিতকরণ।	১। প্রাইমারী শিক্ষা সমাপনী হার ৮২.৬ % ২। সেকেন্ডারি শিক্ষা সমাপনী হার ২৯.৪% ৩। কারিগরি শিক্ষা সমাপনী হারে পিছিয়ে আছে ৪। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সকল সুবিধা নিশ্চিতকরণে পিছিয়ে আছে।	১। শিক্ষার হার ২০০৫ সালে ৫৩.৫% থেকে ৭৩.৯% উন্নীত হয়েছে। ২। কারিগরি শিক্ষা সমাপনী হারের লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ এ ৩০% উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ৩। ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সেকেন্ডারি শিক্ষাহার এবং শিক্ষার সার্বিক গুণগতমান বৃদ্ধি করার জন্য বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্লাস রুমে ICT সুবিধা সম্পন্ন সকল ব্যবস্থা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এসডিজি-৫	লিঙ্গ সমতা (Gender Equality)
মূল উদ্দেশ্য	Achieve gender equality and empower all women and girls

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০	বাংলাদেশের অবস্থান/ অগ্রগতি	মন্তব্য
১। ১৫ বছরের পূর্বে বিবাহিতা নারীর সংখ্যার হার শূন্যে নামিয়ে আনা। ২। ১৮ বছর বয়সী নারীর বিবাহের হার ১০% হ্রাস করা। ৩। কর্মজীবি নারীর হার ৫০% এ উন্নীত করা।	১। ১৫ বছরের পূর্বে মেয়েদের বিবাহের হার বর্তমানে ১৫.৫% ২। ১৮ বছর বয়সী নারী বিবাহের হার ৫১.৪%। ৩। কর্মজীবি নারীর হার এখন ৩৫%	১। বাংলাদেশ Global Gender Gap Index এ বিশ্বে ৫০ তম। ২। নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ বিশ্বে ৭ম। গত পাঁচ বছর এ অবস্থান ধরে রেখেছে। ৩। নারী শিক্ষার ক্রমবর্ধমান ধারা অব্যাহত থাকলে এবং কর্মজীবি নারীর হার বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ ২০৩০ সালে বাল্যবিবাহ/ অপরিণত বয়সে নারীর বিবাহ হ্রাসে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন করতে সক্ষম হবে।

এসডিজি-৬	সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা (Clean water and sanitation)
মূল উদ্দেশ্য	Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০	বাংলাদেশের অবস্থান/ অগ্রগতি	মন্তব্য
১। জনসংখ্যার ১০০% এর নিরাপদ খাবার পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা ২। ১০০% এর স্যানিটেশন নিশ্চিত করা।	১। বাংলাদেশের ৪৭% মানুষ নিরাপদ পানির সুবিধা পেয়ে থাকেন। ২। ৯৮% পরিবারের সদস্যগণ উন্নত উৎস থেকে নিরাপদ খাবার পানি পেয়ে থাকেন। ৩। ৮৪.৬% পরিবারের সদস্যগণ উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা ভোগ করে থাকেন এবং ৭৪.৮% হাত ধোঁয়া ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে পানির সুবিধা পান।	সরকার নিরাপদ পানির উৎস নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। টেকসই পানি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চামড়া কারখানা সাভারে স্থানান্তর করা হয়েছে। এর ফলে বুড়িগঙ্গা নদীর পানিকে পর্যায়ক্রমে তার স্বাভাবিক ব্যবস্থাপনায় ফিরিয়ে আনার জন্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

www.exambd.net

দারিদ্র্য বিমোচন অথবা দূরীকরণ ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি/ গ্রামীণ উন্নয়ন, সমাজ কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা

"Bangladesh's strong track record of poverty reduction and development shows that with the right policies and actions further progress is possible."

—Qismiao Fan (Country Director of World Bank for Bangladesh, Bhutan and Nepal)

প্রশ্নাতীতভাবে বাংলাদেশ প্রচণ্ডবেগে উন্নয়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই সময়ে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য হারে দারিদ্র্য হ্রাস করেছে, প্রচুর বৈদেশিক বিনিয়োগ এসছে দেশে এবং মানব উন্নয়ন সূচকেও উন্নতি করেছে। ১৬ কোটি জনসংখ্যাকে সাথে নিয়ে গত এক দশকে ৭% উপর মোট দেশজ প্রবৃদ্ধি (GDP Growth) ধরে রেখে বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক উন্নয়ন আইন, বিচার ও সমতা রক্ষায় এগিয়ে চলছে। রূপকল্প-২০২১, ডিজিটাল বাংলাদেশ, রূপকল্প ২০৪১, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০, মধ্যম আয়ের দেশ, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন বিভিন্ন লক্ষ্য সমূহকে সামনে রেখেই বর্তমান সরকার এগিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের পরিস্থিতির চিত্র:

দারিদ্র্য বিমোচন যে কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির অন্যতম সূচক। সরকারি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, বেসরকারি বিনিয়োগ এবং বহুবিধ সামাজিক উদ্যোগের সমন্বিত প্রয়াসে গত এক দশকে বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

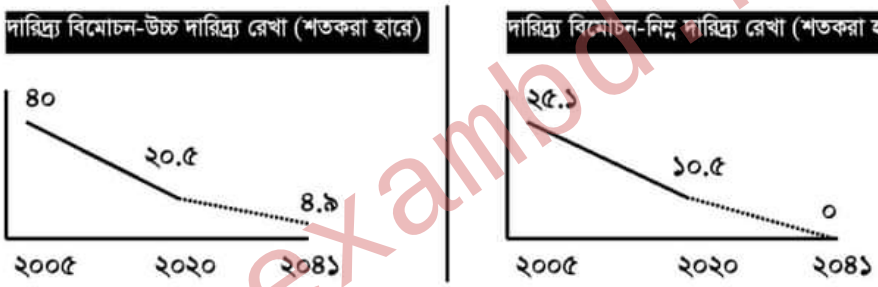

সূত্র: অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০

- **করোনা মহামারির সময় জীবন-জীবিকার সুরক্ষা ও দারিদ্র্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ**

সরকার দারিদ্র্য বিমোচনে সাহসী, দৃঢ়, জনকেন্দ্রিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দারিদ্র্য দূরীকরণ লাগসই কৌশলসমূহ, যেমন- দারিদ্র্যের ঝুঁকিতে থাকা মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বলয় সম্প্রসারণ, আর্থিক প্রণোদনা ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে উৎসাহ প্রদান, নারী ও যুব প্রশিক্ষণ, নারী-পুরুষের সমতা আনয়ন, আইসিটি ও ডিজিটাল পদ্ধতির ব্যবহার, কার্যকর দুর্যোগ ঝুঁকি-হ্রাস কর্মসুচি ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় করে ঘুরে দাঁড়ানোর সক্ষমতা বিনির্মাণ ইত্যাদি প্রয়োগে সরকারের সাফল্য বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য বিশেষজ্ঞদের নজর কেড়েছে। বর্তমানে দারিদ্র্যের হার ২০.৫ শতাংশ এবং অতি দারিদ্র্যের হার ১০.৫ শতাংশ। সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে আগামী ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১২.৩ শতাংশ এবং অতি দারিদ্র্যের হার ৪.৫ শতাংশে নামিয়ে আনা।

চলমান করোনা মহামারি পরিস্থিতি বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সাময়িকভাবে হলেও যে স্থবিরতা সৃষ্টি করেছে তা, দারিদ্র্য দূরীকরণ সরকারের চলমান অগ্রগতিকে চ্যালেঞ্জ সমর্থন করেছে। তবে রপ্তানিমুখী শিল্পকারখানা শ্রমিকদের বেতন প্রদান, সিএমএসএমই খাতসহ অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সেবা খাতে সুদ ভর্তুকি সহ স্বল্পসুদে ও মূলধনের যোগান, অতি দরিদ্র মানুষের মধ্যে নগদ অর্থ বিতরণ, বিনামূল্যে ও স্বল্প মূল্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ও গৃহায়ন মানুষের জন্য গৃহ নির্মাণ কার্যক্রমের পরিধি সম্প্রসারণ এবং বিশেষায়িত ব্যাংক ও পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে কর্মসৃজন কার্যক্রমসহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে দূরদর্শী ও সময়োচিত প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন, তা শ্রমজীবী মানুষের চাকরি টিকিয়ে রাখতে ও অসহায় দরিদ্র মানুষকে ক্ষুধা হতে সুরক্ষা দিয়েছে। ফলে করোনাকালে বাংলাদেশে দারিদ্র্য পরিস্থিতি ততোটা বিপর্যয়ের মধ্যে নিপতিত হয়নি। অন্যদিকে, কোভিড-১৯ মহামারির সাম্প্রতিক দ্বিতীয় ঢেউয়ের ফলে পরিস্থিতির ওপর যে সম্ভাব্য প্রভাব পড়তে পারে, তার মোকাবেলার জন্যও সরকার কার্যকর ও সচেতন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

www.exambd.net

- **সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম**

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন লালিত স্বপ্ন ছিল দেশের দরিদ্র, অসহায়, দুঃস্থ ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে একটি মানবিক সমৃদ্ধ ও শক্তিমান বাংলাদেশ গড়ে তোলা যা পুরো বিশ্বের কাছে কল্যাণ রাষ্ট্র উদাহরণ হিসেবে পরিগণিত হবে। জাতির পিতার শাসনামলের বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য সর্বপ্রথম সরকারিভাবে সামাজিক নিরাপত্তাকে রাষ্ট্রীয় কাঠামো অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেসময় ভিজিডি এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি চালু হয় মহান মুক্তিযুদ্ধ শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও নির্যাতিত নারীদের সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় আনা হয়। এছাড়া দারিদ্র্য মানুষের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমও সে সময়ে শুরু হয়। জাতির পিতা দেখানো পথ ধরে পরবর্তীতে সামাজিক সুরক্ষা বলয়কে আরো সম্প্রসারিত করা হয়েছে। ১৯৯৭-১৯৯৮ অর্থবছরে দেশে প্রথমবারের মতো বয়স্ক ভাতা এবং ১৯৯৮-১৯৯৯ অর্থ বছরের বিধবা, স্বামীর নিগৃহীতা মহিলাদের জন্য ভাতা সহ নানা ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চালু করা হয়। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু করা, ২০১০-২০১১ অর্থবছরে কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা এবং ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে হতে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা কে মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রম চালু করা হয়।

- **দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ**

বিগত ২০২০ সালে করোনা মহামারির কারণে যে সকল নিম্ন আয়ের মানুষ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং কর্মহীন হয়ে পড়ে তাদেরকে সহায়তার জন্য 'নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান' কর্মসূচি চালু করা হয়। করোনা মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত ৩৫ লক্ষ নিম্নআয়ের পরিবারকে পরিবার প্রতি ২ হাজার ৫০০ টাকা করে মোট ৮৮০ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ বছরও করোনায় তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়াতে সরকারকে লকডাউন কর্মসূচিতে যেতে হয়েছে। নিম্নআয়ের শ্রমজীবী মানুষ যাতে আর্থিকভাবে কষ্ট না পায়, সেজন্য এ বছর ঈদুল ফিতরের আগে একই ভাবেই ৩৫ লক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ২ হাজার ৫০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

- **গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে শোষণ ও হয়রানি হতে সুরক্ষা**

দেশের প্রতিটা গ্রামে তহবিল সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামের ফড়িয়া ও দাদন ব্যবসায়ীদের সুদের ব্যবসা বন্ধ করে প্রান্তিক কৃষক, দিনমজুর শ্রেণীর মানুষকে হয়রানি ও শোষণের হাত হতে রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া সরকার পিছিয়ে পড়া ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষ সাংগঠনিক শক্তিকে মজবুত করতে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট ও শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্টকে পৃষ্ঠপোষকতা উদ্যোগে দান করা আসছে।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে থেরাপিউটিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের ৬৪ টি জেলা ও প্রতিটি ৩৯ টি উপজেলায় মোট ১০৩ টি প্রতিবন্ধী ও সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু রয়েছে। এ সকল কেন্দ্র হতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর বিনামূল্যে থেরাপিউটিক কাউন্সিলিং ও রেফারেল সেবা এবং সহায়ক উপকরণ প্রদান করা হয়। এছাড়া সুবিধাবঞ্চিত ও বিপন্ন সকল শিশুর শিক্ষার জন্য শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র সমূহ দেশের কাজ করে যাচ্ছে। এই দুটি কার্যক্রম আগামী ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৯২ কোটি ২১ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়াও কতিপয় কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে, যেমন-

দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকালে ভাতা	কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা	অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান
ভিজিডি কার্যক্রম	বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ ভাতা	শিক্ষা উপবৃত্তি ও প্রশিক্ষণ
চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি	ক্যান্সার, কিডনী ও লিভার সিরোসিস রোগের সহায়তা	পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম

- **মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ**

মুক্তিযোদ্ধাগণ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। দেশ মাতৃকার সেবায় মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান জাতি চিরদিন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রসঙ্গে তথ্য সম্বলিত Management Information System প্রস্তুত করে G2P প্রক্রিয়ায় সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ও অন্যান্য ভাতা বাংলাদেশের ব্যাংক হতে সরাসরি ভাতাভোগীর ব্যাংক হিসেবে প্রদান কার্যক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে শুভ উদ্বোধন করেছেন। **এছাড়া বীর মুক্তিযোদ্ধদের নিরাপত্তা অবসান নিশ্চিত করতে তাদের জন্য ৪ হাজার ১২২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩০ হাজার 'বীর নিবাস' নির্মাণ প্রকল্পের কাজ শুরু হচ্ছে।** বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি জেলা-উপজেলা মুক্তিযুদ্ধ কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

www.exambd.net

Digital Economy: Shaping a New Bangladesh

"Bangladesh is one of the top four countries in terms of 'improvement and remarkable growth' in digital economy in the last four years."

— Huawei Global Connectivity Index (GCI)-2019

The digitalization of a country's economy not only drives innovation in its service industry, but it also fuels domestic job opportunities, enabling faster economic growth. In the quest to lower costs and risk, many large corporations in developed nations like the US, UK, and Australia are turning to IT outsourcing from countries including Bangladesh, leading to a recent boom in freelancing.

1. **Digital economy:** Digital economy refers to an economy that is based on digital computing technologies, although we increasingly perceive this as conducting business through markets based on the internet and the World Wide Web. The digital economy is also referred to as the Internet Economy, New Economy, or Web Economy.

   The term 'digital economy' was first coined in a book "The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence" by author Don Tapscott in 1995.

   E-commerce and the digital economy are increasingly important parts of the emerging Information Society, and of economic life. The IER notes that:

   - The digital economy's now worth some 6.5% of global GDP.
   - Worldwide e-commerce sales reached $35.3 trillion in value in 2018.
   - Exports of ICT services grew by 55% between 2010 and 2020.

   Examples of the digital economy:

   - ***Airbnb*** – This enables tourists to book online. It has also made it possible for individual households to let their house/room to tourists. Before the digital economy it was not practical.
   - ***Amazon*** market place/Ebay.
   - ***Netflix*** – This enables consumers to purchase tv-series and films over the internet.
   - E-commerce sites like – ***Bikroy.com, Ekhanei.com, daraz*** etc.

2. **Three Main Components of 'Digital Economy':**

   A. E-business infrastructure (hardware, software, telecom, networks, human capital, etc.),
   B. E-business (process, conducts, ways),
   C. E-commerce (B2B, B2C, C2C, G2C in transferring of goods).

3. **Key Features of 'Digital Economy':**

   - Mobility (Mobility of intangibles, Mobility of business functions)
   - Reliance on Data
   - Network effect
   - Multi-sided market
   - Tendency to oligopoly and monopoly formation

4. **Traditional Economy Vs Digital Economy:** The traditional economy is based on physical shops, goods and cash payments. Over time, the traditional economy has adopted aspects of the digital economy, e.g. traditional firms taking debit cards, then selling online. As the digital economy evolved, some firms missed out on having a physical shop altogether, and selling straight from an e-commerce site, delivered to consumers homes. Some digital services now have no physical goods. For example, Netflix and Spotify do not need to use any physical goods but has everything streamed through the internet.

www.exambd.net

Traditional Economy	Digital Economy
Factories	Cloud computing
High street shops	Internet website
Transportation	E-sales
Banks and cash points	E-banking
Schools/textbooks	E-learning, e-books
Newspaper ads/word of mouth	Social media reviews
Construction	Website development
Real estate	Domain ownership
Cash, cheque payment	e-payment, cashless society
Labor and capital	Automation and artificial intelligence

5. **Merits of Digital Economy:** Digital economy has given rise to many new trends and start-up ideas. Almost all of the biggest companies in the world (Google, Apple, Microsoft, and Amazon) are from the digital world. Here are some important merits of the digital economy:

- **Personalization:** A digital economy allows greater personalization than would be possible under traditional economy. For example, a traditional shop would only have room to stock a certain number of colors and sizes, but with the digital economy, a consumer can choose any preference and then the product can be custom-built e.g. 3D printer. For example, custom clothes that have particular sizes and colors to match individual preferences.
- **Saves time:** In past, if we needed office supplies, we would have to make a journey into town and purchase. Now, we can make an order over the internet and it will arrive the next day. This saves business labour costs.
- **Reduced costs:** Firms can save on renting expensive buildings by running most of business through the internet. A digital economy enables firms to cut out an aspect of the retail chain and send personalized goods direct from factory or warehouse to people's goods, rather than through shops. This enables lower costs and lower prices.
- **Lower barriers to entry:** In some markets, aspects of the digital economy make it easier for new firms to enter. If an entrepreneur has an innovative idea that catches on, they can create a new product which challenges traditional firms. The digital economy has brought many new services which were inconceivable before, such as online home deliveries for grocery to dating apps.
- **Rise of E-Commerce:** The businesses that adapted and adopted the internet and embraced online business in the last decade have flourished. The digital economy has pushed the e-commerce sector into overdrive. Not just direct selling but buying, distribution, marketing, creating, selling all has become easier due to the digital economy.
- **Digital Goods and Services:** Banking and insurance services are now available online. There is no need to visit one's bank if one can do every transaction online. So certain goods and services have been completely digitized in this digital economy.
- **Transparency:** Most transactions and their payment in the digital economy happen online. Cash transactions are becoming rare. This helps reduce the black money and corruption in the market and make the economy more transparent.
- **Greater information:** The internet has enabled consumers to have greater information and choice. For example, it makes it easier to compare prices between firms. It also brings information to a person's fingertips. This is particularly important for tourists going on holiday. Before the digital economy, it might not be possible to find the prices of hotels and bus timetables.

www.exambd.net

E. E-governance services: Another segment where the whole world will see a huge shift in the coming days is the implementation of e-governance services. Bangladesh has already taken a bold step in digitalization of more than 3,000 government services by 2024. Bangladesh National Portal, national identity verification system, e-GP platform, biometric SIM registration system are already in operation. Africa and some countries in the south east and middle Asia are going to be the major markets for e-governance services in the next decade. Bangladesh is fully prepared to serve these countries. Government to Government (G2G) level collaborations and dialogues should be extended further to grab the opportunities.

- Bangladesh has now more than 2,000 software companies and 500,000 people skilled in IT. It has been found that most of the ICT companies in Bangladesh have seen a year-on-year rise in work orders from the local and international markets in the last quarter of 2020.

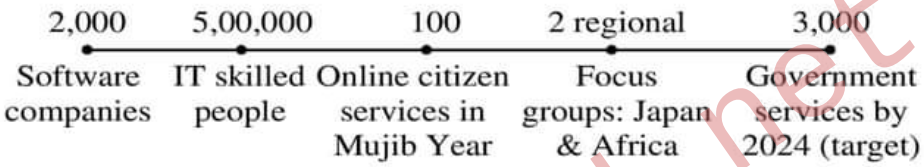

- The implementation of over 100 online citizen services in the Mujib Year is going on in full swing.
- Bangladesh Association of Software and Information Services (BASIS), apex trade body of IT associations in Bangladesh, has already created two region-based focus groups to widen the country's business opportunities in two continents. One of the groups focuses on Japan and the other one on Africa- two promising markets.

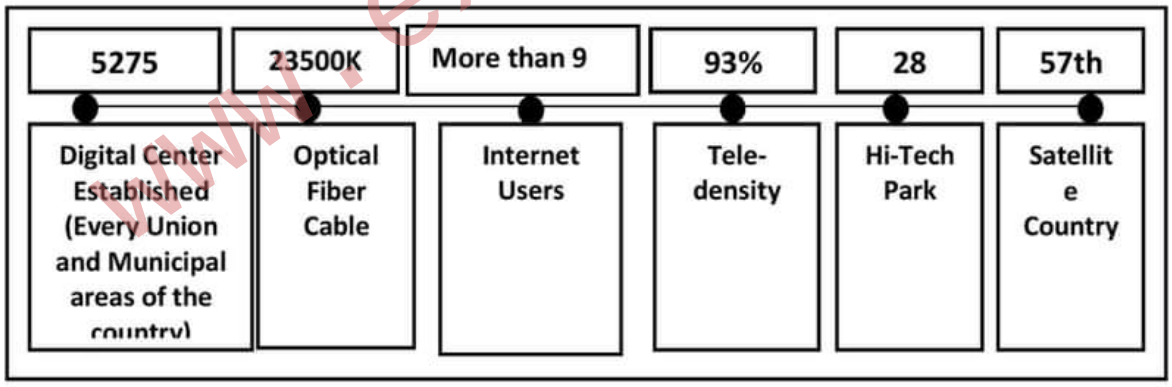

The government should focus on turning unemployed young people into tech-wavy workers and engage them in IT-based freelancing. In this way, the government of Bangladesh can attain its goal of translation the vision of digital Bangladesh into reality by focusing on human capital development for the global digital economy.

"We can see an industrial revolution lying ahead as a result of the expansion of information and communication technology."

—PM Sheikh Hasina

www.exambd.net

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০

"The government has declared the Delta Plan-2100 as a long-term strategy to prevent floods and soil erosion, manage rivers and wastes, and supply water throughout the century."

— HPM Sheikh Hasina

জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকির কারণ কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (NEC) সভায় "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০" নামে একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের অনুমোদন পেয়েছে। উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন ও পানি, জলবায়ু, পরিবেশ ও ভূমির টেকসই ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণসহ ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাংলাদেশের স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা সমূহের সমন্বয় করবে।

১. **ব-দ্বীপ পরিকল্পনা (Delta Plan) কী:** ইংরেজি শব্দ 'Delta' অর্থ 'ব-দ্বীপ'। নদীর মোহনায় অবস্থিত প্রায় ব-অক্ষরের আকারবিশিষ্ট যে দ্বীপ, তাকেই বলা হয় ডেল্টা। বাংলাদেশ বিশ্বের সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপ অঞ্চল। নদীমাতৃক এ দেশের ভবিষ্যত নির্ভর করছে যথাযথ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের ওপর। বাংলাদেশ যখন ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উপনীত হবার স্বপ্ন দেখছে, তখন সঠিক নদীও পানি ব্যবস্থাপনার অভাবে এবং বন্যা, খরা ও আরো নানা প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাকে বাংলাদেশ বারবার পিছিয়ে যাচ্ছে। ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের এই সমস্যা বহুলাংশে কাটিয়ে উঠতে পারে।

২. **ব-দ্বীপ পরিকল্পনার গুরুত্ব:** ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ তে উচ্চতর পর্যায়ের ৩টি জাতীয় অভীষ্ট এবং ব-দ্বীপ সংশ্লিষ্ট ৬টি নির্দিষ্ট অভীষ্ট নির্ধারণ করা হয়েছে। ব-দ্বীপ সংশ্লিষ্ট অভীষ্টসমূহ উচ্চতর পর্যায়ের অভীষ্ট অর্জনে অবদান রাখবে।

২.১. উচ্চ পর্যায়ের অভীষ্ট ঃ

অভীষ্ট- ১ ঃ ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ;
অভীষ্ট- ২ ঃ ২০৩০ সালের উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন; এবং
অভীষ্ট- ৩ ঃ ২০৪১ সালে নাগাদ একটি সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জন।

২.২. ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০'র নির্দিষ্ট অভীষ্টসমূহ ঃ

অভীষ্ট- ১ ঃ বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিপর্যয় থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
অভীষ্ট- ২ ঃ পানি নিরাপত্তা এবং পানি ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
অভীষ্ট- ৩ ঃ সমন্বিত ও টেকসই নদী অঞ্চল এবং মোহনা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা;
অভীষ্ট- ৪ ঃ জলাভূমি ও বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ এবং তাদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা;
অভীষ্ট- ৫ ঃ অন্তঃ ও আন্ত-দেশীয় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর প্রতিষ্ঠান ও ন্যায়সঙ্গত সুশাসন গড়ে তোলা; এবং
অভীষ্ট- ৬ ঃ ভূমি ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা।

"যদি কখনও সময় পাও, তবে নেদারল্যান্ড ভ্রমণ করে এসো, কারণ এটি আমাদের মতই নদীমাতৃক দেশ"

— রাশিয়া ভ্রমণকালীন সময়ে কণ্যাদের উদ্দেশ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

৩. **ব-দ্বীপ পরিকল্পনা- ২১০০:** ব-দ্বীপ পরিকল্পনাটি হল বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের অধীন General Economic Division (GED) এবং নেদারল্যান্ডস সরকারের অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহায়তার ফসল।

- **অফিসিয়াল নাম:** "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ প্রণয়ণ প্রকল্প"
- **অর্থনৈতিক সহায়তায়:** নেদারল্যান্ডস সরকার
- **কারিগরি সহায়তায়:** Dutch-Bangladeshi BanDuDeltAS consortium and Bangladesh Policy Research Institute

www.exambd.net

- **সমঝোতা স্মারক:** সমঝোতা স্মারক হয় ১৬ জুন, ২০১৫। পানিসম্পদ নিয়ে ১০০ বছরের ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে বাংলাদেশের যৌথ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে।
- **অনুমোদন:** National Economic Council (NEC) ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৮তে অনুমোদন দেয়।
- **মূল লক্ষ্য:** "জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো"।
- **জিডিপিতে অবদান:** জিডিপি প্রবৃদ্ধি ১.৫% বৃদ্ধির মাধ্যমে ১০% গিয়ে দাঁড়াবে।

৪. **ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর বিশ্লেষণী কাঠামো:**

১ম পদক্ষেপ (২০২০-২০৩০): এটিতে প্রায় ২,৯৭,৮২৭ কোটি টাকা খরচ নির্বাহ হবে। এর অধীনেই থাকবে ৮০টি প্রকল্প।

২য় পদক্ষেপ (২০৩১-২০৫০): প্রথম পদক্ষেপ বাস্তবায়নের পর দ্বিতীয় পদক্ষেপের কাজ শুরু হবে।

৩য় পদক্ষেপ (২০৫১-২১০০): পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় পদক্ষেপের পর তৃতীয় পদক্ষেপের কাজ শুরু হবে। এটি ২১০০ সাল পর্যন্ত চলবে।

পরিকল্পিত ১০০ বছরের প্রথম ১০ বছরে, অর্থাৎ ২০২০-৩০ সালের মধ্যে ২ লাখ ৯৭ হাজার ৮২৭ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই অর্থ ব্যয় হবে মোট ৮০টি প্রকল্পে। প্রস্তাবিত ৮০টি প্রকল্পে এই টাকা খরচ করতে পারলে ২০৩০ সালের মধ্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ১.৫% বেড়ে ১০%-এ উন্নীত হবে।

পরিকল্পনা প্রণয়নে দেশের ৮ টি হাইড্রোলজিক্যাল অঞ্চলকে ভিত্তি হিসেবে ধরে প্রতিটি অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকিতে থাকা জেলাগুলোকে অভিন্ন গ্রুপ বা হটস্পটে আনা হয়েছে। এভাবে দেশে মোট ৬টি হটস্পট চিহ্নিত করা হয়েছে।

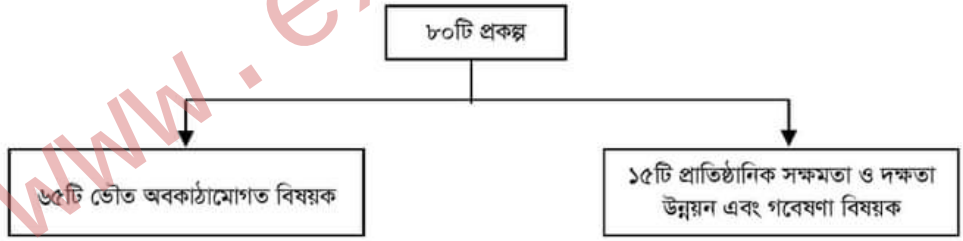

ক্রম	হটস্পট	জেলার সংখ্যা	আয়তন	প্রকল্প সংখ্যা	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা)
১	উপকূলীয় অঞ্চল	১৯	২৭,৭৩৮ বর্গ কি.মি.	২৩	৮৮,৪৩৬
২	বরেন্দ্র এবং খরা প্রবণ অঞ্চল	১৮	২২,৮৪৮ বর্গ কি.মি.	৯	১৬,৩১৪
৩	হাওড় এবং আকস্মিক বন্যা অঞ্চল	৭	১৬,৫৭৪ বর্গ কি.মি	৬	২,৭৯৮
৪	পার্বত্য চট্টগ্রাম	৩	১৩,২৯৫ বর্গ কি.মি.	৮	৫,৯৮৬
৫	নদী অঞ্চল ও মোহনা	২৯	৩৫,২০৪ বর্গ কি.মি.	৭	৪৮,২৬১
৬	নগর এলাকাসমূহ	৭	১৯,৮২৩ বর্গ কি.মি.	১২	৬৭,১৫২
৭	তুলনামূলকভাবে দুর্যোগ মুক্ত অঞ্চল	৬	-	১৫	৬৮,৮৮০
মোট				৮০	২,৯৭,৮২৭

সূত্র: বিডিপি ২১০০ বিশ্লেষণ, জিইডি (২০১৫) এবং উপকূলীয় অঞ্চল নীতিমালা-২০০৫

www.exambd.net

Mujib Year

'' As long as Padma, Meghna, Gouri, Jamuna flows on, Sheikh Mujibur Rahman, your accomplishment will also live on. '

'– Annada Shankar Ray, Poet and Essayist

Had he been alive today, he would be a centenarian. He is none other than Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. On the occasion of celebration of his centenary birthday, the declaration of the Mujib Borsho (dedication of a year to his memory) only demonstrates the unreserved love and respect the nation owes him. Unlike most other leaders, Mujib had an exceptional ability to remember an ordinary person and discern between the right and the wrong. But more than everything else it was his unbounded love for his people that made him different from professional politicians. To him the welfare of the suppressed, fettered and wretched people were the first and last mission. It is this love for the people that made him a matchless leader and an uncompromising politician. On the question of serving the people's cause, he had never compromised and his political journey -- albeit fraught with vicissitudes and dangers - took him to the ultimate goal, the liberation of Bangladesh.

Biography Of Sheikh Mujibur Rahman:

Year	Historical Event
1920	Sheikh Mujibur Rahman was born in the village of Tungipara under the then Gopalganj Subdivision (now District) of the then Faridpur District on March 17, 1920
1927	At the age of seven in 1927, Sheikh Mujib began his schooling at Gimadanga Primary School.
1932/33	Sheikh Mujibur Rahman married Sheikh Fazilatunnesa (Renu). Together they had two daughters, Sheikh Hasina and Sheikh Rehana, and three sons, Sheikh Kamal, Sheikh Jamal and Sheikh Russel.
1942	Sheikh Mujibur Rahman passed Matriculation examination from Gopalganj Missionary School.
1943	In 1943, Sheikh Mujibur Rahman was elected councillor of All India Muslim League from Bengal.
1946	Sheikh Mujibur Rahman was elected uncontested as the General Secretary of Islamia College Students Union.
1947	Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman joined Huseyn Shaheed Suhrawardy's move for a United Independent Bengal as a third free state along with India and Pakistan.
1948	Sheikh Mujibur Rahman took admission in the Department of Law at the University of Dhaka. He founded the East Pakistan Muslim Students' League, the first opposition student organization in Pakistan on January 4.
1949	Sheikh Mujibur Rahman extended his support to a movement of the Class 4 employees of the University of Dhaka aimed at realizing their rights and job security.
1952	
1953	Sheikh Mujibur Rahman was elected General Secretary of the Awami Muslim League at its council meeting and continued to gain prominence as a Bengali leader.
1954	The first elections in East Bengal were held on March 10. The United Front won 223 seats out of 237 Muslim reserved seats. The Awami League alone obtained 143 seats.
1955	Under the leadership of the Party General Secretary Sheikh Mujibur Rahman, the Awami Muslim League was renamed as the Awami League by dropping the word 'Muslim' to open the doors of the party to all, regardless of religion.
1956	In September Sheikh Mujibur Rahman joined the provincial Awami League government headed by Khan Ataur Rahman as a minister.

www.eyambd.net

1957	Sheikh Mujibur Rahman was re-elected as the General Secretary of the Party at its council meeting held during June 13-14, 1957. From June 24 to July 13, he visited China on an official tour.
1958	On October 7, Major General Iskander Mirza took over power as President of the country imposing Martial Law and banning all political activities. Three weeks later he was toppled by the army chief General Ayub Khan and ousted him from the country. Meanwhile on October 11 Mujib was arrested.
1961	Sheikh Mujibur Rahman was released from jail after the high court declared his detention unlawful. He set up an underground network called `Swadhin Bangla Biplobi Parishad' (Revolutionary Council for Independent Bangladesh) comprising leading student leaders in order to work for the independence of Bangladesh.
1962	Sheikh Mujibur Rahman was again arrested by the Ayub government on February 6, 1962. He was freed on June 18 following the withdrawal of the four-year-long martial law on June 2. He travelled to Lahore on September 24 and with Huseyn Shaheed Suhrawardy and other opposition parties formed the National Democratic Front (NDF).
1969	On January 25, a special meeting of the party leaders including Presidents and Secretaries of the district committees was held at Sheikh Mujibur Rahman's Dhanmondi 32 residence.
1965	The Pakistani government charged Sheikh Mujibur Rahman with sedition and for making a 'so called' objectionable statements. He was sentenced to one-year imprisonment and was released by an order of the high court.
1966	On February 5, 1966, Sheikh Mujibur Rahman presented his historic six-point programme known as the `charter of freedom of the Bengali nation'. It drew the roadmap for the independence of Bangladesh under the garb of greater autonomy.
1968	On January 3, the Ayub government filed a case, known as the 'Agartala Conspiracy Case' against a number of Bengalis (Politicians, members of the Army, Navy and Air Forces, Civil Servants etc) on the charge of treason. Sheikh Mujibur Rahman was shown arrested on January 18, while already in jail.
1969	The Agartala Conspiracy Case resulted in a nationwide student movement and mass upsurge demanding the withdrawal of the case and the release of Sheikh Mujibur Rahman. With continued pressure from the public, the Ayub Khan government on February 22 was forced to withdraw the Agartala Conspiracy Case and release Sheikh Mujibur Rahman and others.
1970	Awami League achieved absolute majority in the general elections on December 7, winning 167out of the 169 seats.
1971	On March 7, in his historic speech before the millions of people at the Racecourse Maidan (Suhrawardy Udyan), Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman called his fellow countrymen to take all out preparations for the war of liberation and independence of Bangladesh. On the midnight of March 25, the Pakistan army launched its heinous campaign of genocide against the unarmed Bengalis. Sheikh Mujibur Rahman proclaimed the Independence of Bangladesh in the early hours of March 26. Right after the proclamation, he was arrested and taken to a Pakistani prison. On April 10, 1971, the first government of the People's Republic of Bangladesh was formed, and Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was elected as President by the constituent assembly. Syed Nazrul Islam was elected Vice President and acting President in the absence of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and Tajuddin Ahmed as Prime Minister. The government took oath of office on April 17 at a famous mango garden (Amrakanan) of Baidyanathtala in Meherpur, which is now known as Mujibnagar. After nine months of bloody war Bangladesh was liberated with the surrender of Pakistan occupation army on December 16, 1971. During August & September of 1971, the Pakistan Junta held a secret trial of Bangabandhu and sentenced him to death. The freedom loving people of the world was enraged and demanded the security of the President of Bangladesh. On December 27, the Bangladesh government sought Mujib's immediate and unconditional release.

www.exambd.net

ই-কমার্স ও বাংলাদেশ

"You can't wait for customers to come to you. You have to figure out where they are, go there and drag them back to your store."

— Paul Graham

তথ্য-প্রযুক্তি এখন মানব জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিশ্বায়নের কল্যাণে উন্নত দেশের খোঁজখবর ঘরে বসেই পাওয়া সম্ভব। উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে গিয়ে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যেও প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ অনেকদূর এগিয়ে গেছে বলতেই হয়। তবে এই ক্ষেত্রে বাইরের বিশ্ব যেখানে অনেক অগ্রসর, বাংলাদেশ সেখানে অনেকটা পিছিয়ে আছে। ইন্টারনেট প্রযুক্তির ব্যবহারের কারণে এখন যোগাযোগ ব্যবস্থা হয়ে উঠেছে অনেক সহজ এবং দ্রুততর। ফলশ্রুতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচার ও প্রসার ঘটছে দ্রুত। বর্তমানে বাংলাদেশে যে ডিজিটাল যুগের সূচনা হয়েছে তারই পথ ধরে ই-কমার্স বা ইন্টারনেট ভিত্তিক ব্যবসা বাণিজ্য আরো জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

১. ই-কমার্স কী:

সহজ ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে ইলেক্ট্রনিক কমার্স। ইন্টারনেটের মাধ্যমে যখন ব্যবসা করা হয় তখন সেটা ই-কমার্স নামে পরিচিত হয়। এটা বিভিন্ন ভাবে গড়ে উঠতে পারে, যেমন:

- দু'টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে (B2B),
- বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে (B2G),
- বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং ক্রেতার মাঝে (B2C),
- এমনকি ক্রেতা এবং ক্রেতার মাঝেও (C2C)।

বাংলাদেশে বি-টু-বি এর প্রচলন সবচেয়ে বেশি। এর কারণ হচ্ছে আমাদের গার্মেন্টস সেক্টর। তৈরি পোশাক শিল্পের ক্রেতাগণ সাধারণত ইন্টারনেটের মাধ্যমেই বিক্রেতার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট থেকে স্যাম্পল সংগ্রহ করে থাকে। উন্নতবিশ্বে বি-টু-সি এবং সি-টু-সি খুবই জনপ্রিয় এবং সহজলভ্য হলেও বাংলাদেশ এই ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে।

করোনা মহামারির প্রভাবে ই-কমার্স বা অনলাইনে ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়ছে জ্যামিতিক হারে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যেখানে করোনার পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রে মোট কেনাকাটার ১১% অনলাইনে করা হতো, সেখানে করোনার পর বর্তমানে অনলাইনে কেনাকাটার হার বেড়ে দাড়িয়েছে ১৭%। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এর বৃদ্ধির প্রভাব লক্ষণীয়। একই পরিসংখ্যানে দেখা যায়, করোনার পূর্বে বাংলাদেশে অনলাইনে কেনাকাটার হার ছিল ২%, যা এখন বর্তমানে ৩%।

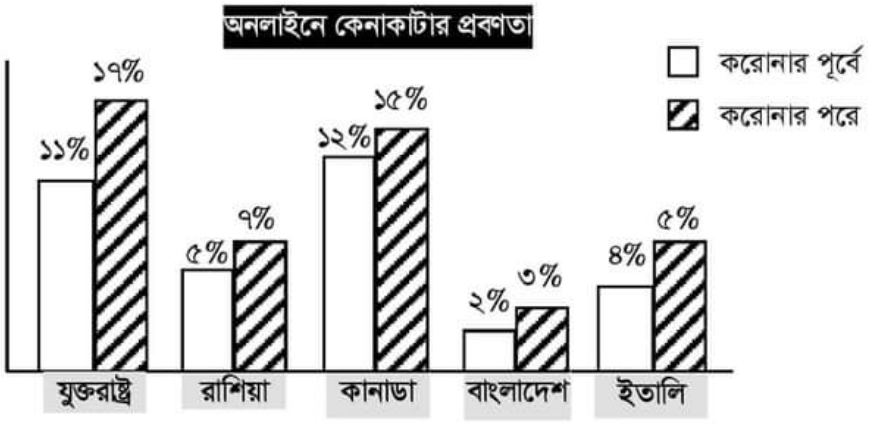

Source: Mastercard

www.exambd.net

২. ই-কমার্স খাতের ইতিবাচক দিক: যেসব ক্ষেত্রে আমরা এখন ইন্টারনেটের শরণাপন্ন হচ্ছি তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বিল পরিশোধ, হোটেল বুকিং, বিমানের টিকেট বুকিং, অনলাইন ব্যাংকিং, নতুন-পুরাতন দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়, রিয়েল এস্টেট ব্যবসা, গাড়ি বা অন্যান্য যানবাহন ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি। ঘরে বসেই মানুষ এখন বিভিন্ন সেবার যেমন: গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ, টেলিফোন ইত্যাদির বিল পরিশোধ করতে পারে। এগুলো সম্ভব হয়েছে মোবাইল ব্যাংকিং এর কারণে। এছাড়া সম্প্রতি মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে টাকা পাঠানো জনপ্রিয়তা লাভ করেছে সব শ্রেণীপেশার মানুষের কাছে। বিভিন্ন শপিংমলে এখন ইলেক্ট্রনিকালি বিল পরিশোধের ব্যবস্থা আছে।

বিশ্বব্যাপী খুচরা ক্রয়ে ই-কমার্সের অনুপাত

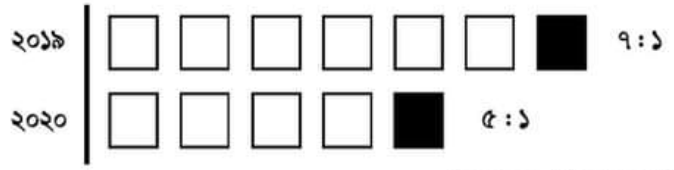

Source: Mastercard

সুপার মার্কেটগুলোতে কার্ড পেমেন্টের ব্যবস্থা থাকায় ক্রেতারা অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে বাজার করতে পারেন। ফ্রান্সের এক জরিপে দেখা যায় যে, ই-কমার্সের ব্যবসা পরিচালনার প্রকৃতির কারণে একটি চাকুরি হারালে ২.৪ টি নতুন চাকুরি প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়। ই-কমার্স খাতের ইতিবাচক দিকসমূহ হলো:

ক) আন্তর্জাতিক মূল্য প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ততা হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি;
খ) বিশাল বাজারে প্রবেশ ও গবেষণার অবাধ সুযোগ সৃষ্টি;
গ) অভ্যন্তরীণ বাজারের দক্ষতা উন্নয়ন ও বৃদ্ধি;
ঘ) সহজ ও স্বল্প লেনদেন ব্যয়;
ঙ) নতুন রপ্তানী বাজার সৃষ্টি ও রপ্তানী আয় বৃদ্ধি;
চ) SME সহ চাহিদাভিত্তিক নতুন শিল্পায়ন;
ছ) ক্ষেত্রভিত্তিক নতুন ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তা সৃষ্টি;
জ) অধিকতর নতুন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সৃষ্টি।

বাংলাদেশে অনলাইনে কেনাকাটার প্রবণতা (কোটি টাকায়)

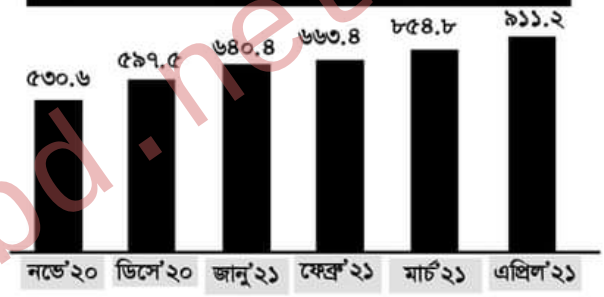

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

৩. বাংলাদেশে ই-কমার্স খাতের বর্তমান অবস্থা: বাংলাদেশে ই-কমার্সের এক নম্বর জায়গাটি এরই মধ্যে চীনের আলিবাবার দখলে। আলিবাবা বাংলাদেশের ই-কমার্সে ঢুকে পড়েছে 'দারাজ' (Daraz) কিনে নেয়ার মাধ্যমে। বাংলাদেশ নিয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান আমাজন (Amazon)। বাংলাদেশে বহু বছর ধরেই ওয়ালমার্টের অফিস আছে। পূর্ব ইউরোপের একটি বড় ই-কমার্স কোম্পানিও বাংলাদেশে ঢুকেছে। এর নাম কুভি। এরা বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। এছাড়া চীনে আলিবাবার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী টেনসেন্ট, তারাও আগ্রহী বাংলাদেশ নিয়ে।

বাংলাদেশে ই-কমার্স বাড়ছে খুবই দ্রুত। গত তিন বছর ধরে এই খাতের প্রবৃদ্ধি প্রায় ১০০%। অর্থাৎ প্রতি বছর প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে এই খাত। ই-কমার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের হিসাব অনুযায়ী এই খাতে মাসে এখন প্রায় ৭০০ কোটি টাকা লেনদেন হচ্ছে। অর্থাৎ বার্ষিক লেনদেন এখন ৮ হাজার কোটি টাকার বেশি। ১০০% প্রবৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকলে সামনের বছর এটি হবে ১৬ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা। ২০২০ সালে বাংলাদেশের ই-কমার্স খাতে ২০% থেকে ৩০% প্রবৃদ্ধি ঘটেছে যা বাংলাদেশে ই-কমার্সের ইতিহাসে অত্যন্ত আশাপ্রদ অগ্রগতি। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান মতে, জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ২০১৯-তে মোট ৬.৮৭ বিলিয়ন টাকা ই-কমার্সের মাধ্যমে লেনদেন হয়েছে যা ২০১৮ সালে রেকর্ড মতে ৪.২৫ বিলিয়ন টাকা ছিল। দেশে ডেবিট কার্ড অপেক্ষা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারীর সংখ্যা অধিক এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৬০ মিলিয়নের অধিক যা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। বর্তমানে প্রতিদিন সাড়ে ৩ হাজার মানুষ অনলাইনে খাবার ক্রয় করছে। এ নতুন ব্যবসা পদ্ধতিতে কোনরূপ মধ্যস্বত্বভোগীর সাহায্য ছাড়া শুধুমাত্র আইসিটি এবং ই-বাণিজ্য সম্পর্কিত মৌলিক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে সম্পৃক্ত হওয়া যাবে। এ প্রেক্ষিতে, সরকারের ভিশন-২০২১ : ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া অধিকতর বেগবান হবে এবং সারা দেশে রপ্তানীযোগ্য বহুমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠা, পণ্য বহুমুখীকরণ ও বাজার সম্প্রসারণ, পণ্যের প্রাধিকার নির্ধারণসহ বিভিন্ন কর্মকান্ড গতিশীল হবে।

৯০,০০০ কোটি টাকা	কোভিডের কারণে বিশ্ব অনলাইন কেনাকাটায় অতিরিক্ত ব্যয়
২৫-৩০%	২০২০ সাল থেকে ২০২১ সালে বিদেশি
৩,৫০০	দৈনিক অনলাইনে খাবার অর্ডারের মানুষের সংখ্যা

Source: Mastercard

www.exambd.net

বাংলাদেশে খেলাপি ঋণের সংকট (Non-performing Loan-NPL Crisis in Bangladesh)

"A nonperforming loan (NPL) is one in which payments of either interest or principal have not been made for a set number of days, for whatever reason."

~ International Money Fund (IMF)

কেলেঙ্কারি, জালিয়াতি, হলমার্ক, বেসিক ব্যাংক, ফারমার্স ব্যাংক, খেলাপি ঋণ এরকম বেশ কিছু শব্দ ও নামের সাথে কম বেশি হয়ত অনেকেই পরিচিত। এর কবলে পড়ে বাংলাদেশের ব্যাংক খাত গত কয়েক বছর ধরে চরম সংকটে রয়েছে।

বাংলাদেশে খেলাপি ঋণের সংকট:

আমাদের বর্তমান ব্যাংকিং সংস্কৃতিতে কয়েকটি প্রবণতা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। মুনাফা বৃদ্ধি করার তীব্র প্রতিযোগিতায় ব্যাংকগুলো পূর্বাপর বিবেচনা এবং প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত প্রয়োজন নিরূপণ না করে কেবল ঋণ বৃদ্ধির জন্য যে হারে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ঋণ বিতরণ করে আসছে, সেটিই খেলাপি ঋণ বৃদ্ধির প্রধান কারণ। অবাধ ঋণ লাভের সুযোগ নিয়ে বহু প্রতিষ্ঠান ঋণের অর্থ ভিন্ন খাতে সরিয়ে ফেলে হারিয়ে ফেলেছে পরিশোধের ক্ষমতা।

সাল	খেলাপি ঋণ (টাকা)
২০০৯	২২,১২৪ কোটি
২০১১	২২,৬৪৪ কোটি
২০১৩	৪০,৫৮৩ কোটি
২০১৫	৫১,৩৭১ কোটি
২০১৭	৭৪,৩০৩ কোটি
২০১৯	৯৪,৪২৫ কোটি

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

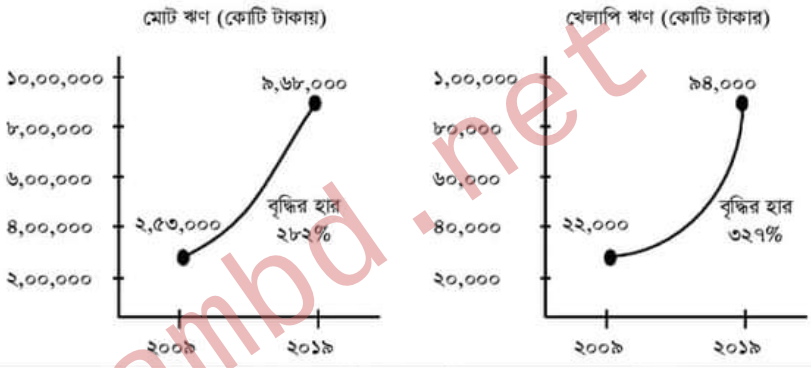

সাল	মোট ঋণ	খেলাপি ঋণের পরিমাণ	বৃদ্ধির হার
২০০৯	২ লাখ ৫৩ হাজার কোটি টাকা	২২,১২৪ কোটি টাকা	যেখানে ঋণ বৃদ্ধির হার ২৮২%, সেখানে খেলাপি ঋণ বৃদ্ধির হার ৩২৭%
২০১৯	৯ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকা	৯৪,৪২৫ কোটি টাকা	

২০০৯ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত মোট খেলাপি ঋণ ২২ হাজার কোটি টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, পরের বছরেই তা প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে ৪৩ হাজার কোটিতে উন্নীত হয়। ২০১২ সালে ঋণ পুনঃতফসিলীকরণের জন্য বিশেষ ছাড় দেওয়ার কারণে ২০১৩ সালে খেলাপি ঋণ ৪০ হাজার কোটিতে নেমে এসেছিল, তার পরের বছর থেকে বাড়তে বাড়তে ২০১৮ সালে দেখা যায়, অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ ১ লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে।

খেলাপি ঋণ সৃষ্টির কারণসমূহ:

১) ব্যাংকগুলোর অদক্ষ ব্যবস্থাপনা, বাচবিচারহীনভাবে ঋণ প্রদান এবং কর্তৃপক্ষের চাপিয়ে দেয়া অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের টার্গেট খেলাপি ঋণ সৃষ্টির জন্য অনেকাংশে দায়ী।

২) অনেক ক্ষেত্রে একটি প্রজেক্টের গুরুত্ব এবং ভবিষ্যৎ যথাযথভাবে বিবেচনা না করে ঋণ প্রদান করা হয়। অধিকন্তু ঋণ গ্রহীতা ঋণের টাকা পুরোপুরিভাবে ঐ প্রজেক্টের উন্নয়ন এবং পরিচালনায় ব্যয় করছে কিনা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তা মনিটরিং করে না।

৩) আবার দেখা যায় একজন গ্রাহক তার গ্রহণকৃত ঋণ থেকে বিরাট একটি অংশ অন্য কাজে যেমন জমি কেনা, দামি গাড়ি কেনা এবং বিলাসবহুল বাড়ি তৈরির জন্য ব্যয় করে। ফলে প্রয়োজনীয় এবং পুরোপুরি অর্থ যথাযথভাবে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ব্যয় না হওয়ার কারণে উক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান যথাসময়ে উৎপাদনে যেতে পারে না। ফলে ঐ শিল্প দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ঋণগ্রহীতা যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ করতে পারে না। এ অবস্থায় খেলাপি ঋণের সৃষ্টি হয়।

৪) অনেক ক্ষেত্রে একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য ঋণ গ্রহণ করার সময় ঐ প্রতিষ্ঠানের মূল্য নির্ধারণ করা হয় প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি। সুতরাং অতিরিক্ত ঋণ প্রদান শুরুতেই খেলাপি ঋণের সুযোগ সৃষ্টি করে।

৫) প্রয়োজনের তুলনায় কম ঋণ প্রদান ও অনেকক্ষেত্রে খেলাপি ঋণ সৃষ্টি করে। কারণ পরিমাণমত ঋণ না পাওয়ায় গ্রাহক প্রজেক্ট কমপ্লিট করতে পারেন না। ফলে আয় হয় না এবং গ্রাহক ব্যাংকের ঋণ শোধ করতে পারেন না। ফলে এখানেও খেলাপি ঋণের সৃষ্টি হয়।

www.exambd.net

২৭) কিছু সুদ মওকুফ করে ঋণ আদায়ের চেষ্টা করা।

২৮) অর্থঋণ আদালতে মামলা করে খেলাপী ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করা।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতে সুশাসন চর্চা অতি গুরুত্বপূর্ণ। ঋণ প্রদান, পর্যবেক্ষণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ভাল গ্রাহক সেবা, পর্যাপ্ত অটোমেশন, স্বচ্ছতা এবং স্টেকহোল্ডারদের সম্পদ ও মান বৃদ্ধি অর্জন করার জন্য ব্যাংকের ঋণ নীতিমালায় সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব

"The Fourth Industrial Revolution, finally, will change not only what we do but also who we are. It will affect our identity and all the issues associated with it: our sense of privacy, our notions of ownership, our consumption patterns, the time we devote to work and leisure, and how we develop our careers, cultivate our skills, meet people, and nurture relationships."

— Klaus Schwab (Book: The Fourth Industrial Revolution)

৪র্থ শিল্পবিপ্লব/ডিজিটাল বিপ্লব: ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের জনক বলা হয় ক্লাউস সোয়াব (Klaus Schwab) কে। তিনি ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামের চেয়ারম্যান। তার লেখা দ্যা ফোর্থ ইনডাস্ট্রিয়াল রেভোলেশন নামক বইয়ে তিনি বিষয়টি বিস্তর আলোচনা করেছেন। আগেকার বিপ্লবগুলোর মূলকেন্দ্র ছিল কৃষিপ্রাণী, শক্তি, রাজনৈতিক কারণ,ভূগোলিক পরিবর্তন ইত্যাদি। কিন্তু ৪র্থ শিল্পবিপ্লব অনেকাংশেই ভিন্ন। ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের মূল নিয়ামক হিসাবে কাজ করছে প্রযুক্তি এবং এর ব্যবহার, দক্ষতা, চিন্তাশক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।

চিত্র: চার শিল্পবিপ্লব

চার শিল্পবিপ্লব:

প্রথম: ১৭৮৪ সাল, বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার
দ্বিতীয়: ১৮৭০ সাল, বিদ্যুতের আবিষ্কার
তৃতীয়: ১৯৬৯ সাল, ইন্টারনেটের আবিষ্কার
চতুর্থ: ডিজিটাল বিপ্লব

পূর্ববর্তী শিল্পবিপ্লবসমূহ:

- **প্রথম শিল্পবিপ্লব:**
  মূল প্রভাবক: বাষ্পীয় ইঞ্জিন
  ফলাফল: উৎপাদন শিল্পের সম্প্রসারণ
- **দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব:**
  মূল প্রভাবক: বিদ্যুতের উদ্ভাবন ও ব্যবহার
  ফলাফল: উৎপাদন শিল্পের আমূল পরিবর্তন
- **তৃতীয় শিল্পবিপ্লব:**
  মূল প্রভাবক: কম্পিউটার ও ইন্টারনেট প্রযুক্তি
  ফলাফল: বিভিন্ন শিল্পে অভাবনীয় পরিবর্তন

৪র্থ শিল্প-বিপ্লবের ইতিবাচক প্রভাব:

১। প্রতিনিয়ত নতুন প্রযুক্তি আসছে । যেগুলো আগে বাজারে এসেছে সেগুলোও উন্নত হচ্ছে ক্রমান্বয়ে।

২। জ্ঞানাঅর্জন ও জ্ঞান দানের সিস্টেমটাই পাল্টে দিচ্ছে। জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি দক্ষতা অর্জনও সমান গুরুত্ব পাচ্ছে । বিশ্বময় পরিবর্তন হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক। গুরুত্ব পাচ্ছে নতুন উদ্ভাবন। পুঁথিগত বিদ্যার চেয়ে বাস্তবজ্ঞান ও দক্ষতার চাহিদা সব ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩। বিপ্লবের প্রভাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি লক্ষ্যণীয়। ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব, ইন্টারনেট ব্যবহারকারী বেড়েছে। অনলাইন মাধ্যমে মত প্রকাশের স্বাধীনতা এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি।

৪। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এখন দোকান বুকিং, অগ্রিম টাকা প্রদান, ভাড়া ইত্যাদি পুরাতন পদ্ধতি। বাজার ব্যবস্থা এখন অনলাইন মাধ্যমেই হয়। বাংলাদেশ থেকে ২০১৭ সালেই কর্মাসমার্কেটগুলো বিজ্ঞাপন থেকে আয় করেছে প্রায় ৯০০ কোটি টাকা। ১,৩৩,৫৭১টি অনলাইন ভিত্তিক ওয়েবসাইট থেকে ২০২১ সালের মধ্যে আয় পৌঁছাতে পারে ৭০ বিলিয়ন বা ৭ হাজার কোটি টাকায়।

www.exambd.net

মুদ্রানীতি

"মুদ্রানীতি হতে হবে তথ্যনির্ভর, অর্থের আদান-প্রদানের সুসম্পর্কিত বিবরণী এবং সর্বোপরি এটাই নিশ্চিত করবে যে, এই নীতি মুদ্রাস্ফীতির অস্থিরতাবর্জিত।"

– গীতা গোপিনাথ

(প্রধান অর্থনীতিবিদ, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল)

মুদ্রানীতি হল একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত নীতি যা দেশের অর্থনীতিতে অর্থ সরবরাহ নিশ্চিত ও নিয়ন্ত্রণ করে। মুদ্রানীতি দেশের মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে সুদের হার এবং অর্থ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে। একটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা স্বাধীন কোন প্রতিষ্ঠান আর্থিক কর্তৃপক্ষ হিসেবে মুদ্রানীতি প্রণয়ন করে। যেমন বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশের এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক ভারতের আর্থিক কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকে। দেশের সরকারের পক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও পরিচালনা করে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সামষ্টিক, অভ্যন্তরীণ এবং বৈশ্বিক অর্থনীতির অবস্থা বিবেচনা করে এবং বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে ভবিষ্যৎ অর্থনীতির অবস্থা অনুমান করে মুদ্রানীতি প্রণয়ন করে থাকে।

মোটামুটিভাবে প্রায়োগিক দিকসমূহ বিবেচনায় মুদ্রানীতি অন্য তিনটি নীতির উপর নির্ভর করে-

(ক) রাজস্বনীতি (Fiscal policy),

(খ) লেনদেন ভারসাম্যনীতি (Balance of payment Policy) এবং

(গ) ব্যক্তিখাতে ঋণ সরবরাহনীতির (Private Sector Credit Policy) উপর।

দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনে মুদ্রানীতি এবং উল্লেখিত এই নীতিগুলোর মাঝে সমন্বয়ের প্রয়োজন পড়ে। আবার এই নীতিগুলো কেমন হবে, কেমন এদের মধ্যকার সমন্বয় হবে, তা নির্ভর করে দেশটি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কোনো অর্থনৈতিক বা অনার্থনৈতিক অভিঘাতের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে কিনা তার উপর। যদিও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের অনুমান অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থ বছরের প্রবৃদ্ধির চাকা প্রায় সব দেশেই সচল হবে। বিশ্বের গড় প্রবৃদ্ধি বাড়বে ৫ দশমিক ৪ শতাংশ। আর উদীয়মান ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে তা বেড়ে ৫ দশমিক ৯ শতাংশ হবে। এই অনুমানের পেছনেও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের শঙ্কা রয়েছে।

মুদ্রানীতির মূল দুইটি লক্ষ্য হচ্ছে-

(ক) নির্দিষ্ট সিলিং এর ভেতর মূল্যস্ফীতি সীমিত রাখা এবং

(খ) প্রকৃত জিডিপির প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করা।

তাই, সাধারণভাবে মূল্যস্ফীতি, প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ও মুদ্রা চাহিদার প্রবৃদ্ধি নির্ধারণ করে কোন বছরে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের (Broad money) প্রবৃদ্ধি কতটা হবে। তাই, সাধারণভাবে বলা হয়- যেকোনও অর্থবছরে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের (Broad money) প্রবৃদ্ধি নমিনাল জিডিপির সমান হওয়াটাই কাঙ্খিত। এই নমিনাল জিডিপির প্রবৃদ্ধির সাথে মুদ্রা চাহিদার প্রবৃদ্ধি সমন্বিত হয়েও কখনও ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি নির্ধারণ করা হয়।

মুদ্রানীতির লক্ষ্যসমূহ:

সকল দেশের মুদ্রানীতির লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এক নয়। মুদ্রানীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত তা মূলত দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। যেমন একটা উন্নত দেশের মুদ্রানীতি ও একটা অনুন্নত দেশের মুদ্রানীতি একরকম হবে না। তবে সাধারণত, প্রায় সকল দেশের মুদ্রানীতির প্রধান লক্ষ্যগুলো হচ্ছে-

- ❖ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা;
- ❖ যুক্তিসঙ্গত মূল্য স্থিতিশীলতা;
- ❖ ব্যবসায় চক্র স্থিতিশীল রাখা;
- ❖ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তরান্বিত করা;
- ❖ বিনিময় হার স্থিতিশীলতা;
- ❖ সুদের হার নিয়ন্ত্রণ এবং
- ❖ বেকারত্ব হ্রাস করা।

দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষ বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক মূলত এই লক্ষ্য নিয়ে মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও পরিচালনা করে। যখন মূল্যস্ফীতি এবং সুদের হার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়, তখন বেকারত্ব হ্রাস পায় অর্থাৎ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। সেই সাথে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় থাকে। [৭]

www.exambd.net

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা অথবা কোভিড-১৯ মোকাকেলায় ব্যাংকগুলোর ভূমিকা অথবা অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা

মহামারী করোনায় বিপর্যস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক। কমানো হয়েছে সিআরআর, নীতি সুদের রেপো ও ব্যাংক রেট প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ সুবিধা নিয়ে যাতে ব্যবসা-বাণিজ্য যথাসময়ে শুরু করা যায়, সে জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোক্তাদের ঋণ বিতরণের নিদেশ দিয়েছে বাংলাদেশ। এ ছাড়া করোনার সময়জুড়ে অর্থনৈতিক কার্যক্রম চালু রাখতে একদিনের জন্য ব্যাংক বন্ধ রাখা হয়নি।

করোনাকালীন অর্থনীতি চাঙ্গা করতে চলিত অর্থবছরে জন্য সম্প্রসারণমুখী মুদ্রানীতি ঘোষণা করা হয়েছে। এতে বাজারে আরও সস্তায় অর্থের জোগান বাড়ানোর কৌশল নেওয়া হয়েছে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুনরুদ্ধারে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে একের পর এক নীতি সহায়তা দেওয়া হয়েছে। যার ইতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে অর্থনীতিতে। স্থবির আমদানি ও রপ্তানিতে গতি আসছে। মহামারীতে রেমিট্যান্স বেড়েছে স্বাভাবিক গতিতে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও হয়েছে একের পর এক রেকর্ড। দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ বৈদেশিক রিজার্ভ ৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে (আগস্ট, ২০২১)।

প্রাণহীন অর্থনীতিতে গতি ফেরাতে প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে সরকার ও ব্যাংক। প্যাকেজ বাস্তবায়নে ব্যাংক গুলো যাতে কোনো ধরনের সংকটে না পড়ে সে জন্য বাজারে তারল্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। নিচে কিছু প্রণোদনা প্যাকেজের চিত্র তুলে ধরা হলো:

- করোনার অর্থনৈতিক ক্ষতি মোকাবেলায় ৫ এপ্রিল, ২০২০ বিভিন্ন খাতে ৭২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রী যার ৭৫ হাজার কোটি টাকার জোগান দিচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

- প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্যাকেজের মধ্যে বড় শিল্প ও সেবা খাতে ৩০ হাজার কোটি টাকা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতে ৩০ হাজার কোটি টাকা তহবিল গঠন।
- CRR দুই দফায় দেড় শতাংশ কমিয়ে ৪% করা হয়েছে। প্রথমে ৫.৫% থেকে ৫% এবং পরবর্তীতে ৫% থেকে ৪%-এ নামানো হয়।

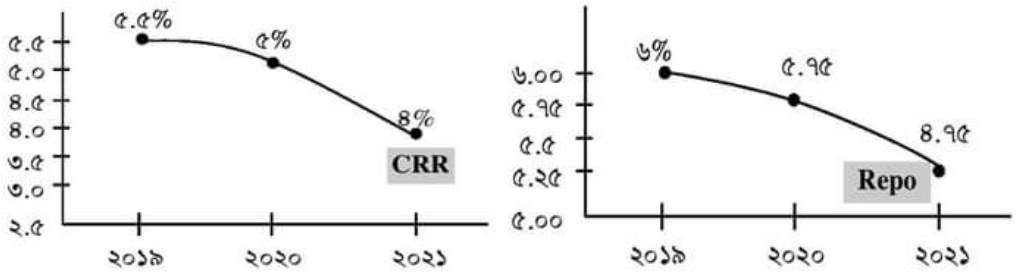

- ব্যাংকগুলো যাতে সংকটে না পড়ে তার জন্য Repo rate ৪.৭৫% করা হয়েছে। ১৭ বছর পর ব্যাংক রেট কমিয়ে ৪% করা হয়েছে।
- ১৮০ দিন বাড়ানো হয়েছে ব্যাক-টু-ব্যাক এলসির আওতায় স্বল্পমেয়াদি ক্রেডিটের মেয়াদ।

www.exambd.net

এলএসডি মাদক (Lysergic Acid Diethylamide) ও পরিণতি

যুক্তরাষ্ট্রের অনলাইন ফার্মাসিউটিক্যাল এনসাইক্লোপিডিয়া ড্রাগস ডটকমের ওয়েবসাইট থেকে জানা যায়, লাইসারজিক অ্যাসিড থেকে তৈরি করা হয় এলএসডি। এই অ্যাসিড বিভিন্ন দানাদার শস্যে থাকা এরগোট ছত্রাকে পাওয়া যায়। ১৯৩৮ সালে বিভিন্ন উপাদানের মিশ্রণে প্রথম এলএসডি তৈরি হয়। এটি এতই শক্তিশালী যে এর ডোজগুলো সাধারণত মাইক্রোগ্রাম হিসেবে নেওয়া হয়। এটি উত্তেজক, আনন্দদায়ক। মনের ওপরও এর প্রভাব রয়েছে। কখনো কখনো এর প্রভাবে ভীতিকর অনুভূতি তৈরি হয়। এমনটা ঘটলে একে 'ব্যাড ট্রিপ' বলা হয়।

এলএসডি সেবনে কী হয়?

"আতঙ্কিত হওয়ার পাশাপাশি অতি দ্রুত অনুভূতির পরিবর্তন হওয়ার কারণেও মানুষ মানসিক ও শারীরিকভাবে অসুস্থ বোধ করতে পারে।"

-ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব মেডিসিন

এলএসডি নেয়ার পর সাধারণত মানুষ 'হ্যালুসিনেট' করে বা এমন দৃশ্য দেখে যা বাস্তবে নেই। অনেক সময় অলীক দৃশ্য দেখার কারণে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে থাকে মানুষ। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব মেডিসিনের ভাষ্য অনুযায়ী এটি মানুষের মস্তিষ্কের সেরোটোনিন নামক রাসায়নিকের কার্যক্রম প্রভাবিত করে ব্যবহার, অনুভূতি এবং পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে ধারণা পরিবর্তন করে। এলএসডি গ্রহণ করে ভুল রাস্তা দেখে দুর্ঘটনার শিকার হওয়া, বাড়ির জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়া বা অহেতুক আতঙ্কিত হয়ে দুর্ঘটনার শিকার হওয়ার বেশ কিছু ঘটনা নথিবদ্ধ রয়েছে।

ইউরোপের বিজ্ঞানী এবং গবেষকদের বাণিজ্যিক ওয়েবসাইট রিসার্চগেইটে ২০১৭ সালে প্রকাশিত এক গবেষণার তথ্য অনুযায়ী ১৯৫৩ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও কানাডায় মোট ৬৪ জনের মৃত্যু হয় এলএসডি গ্রহণের পরবর্তী জটিলতায়। বিষণ্নতা বা দুশ্চিন্তায় ভোগা ব্যক্তিরা এলএসডি গ্রহণের পর আরো বেশি বিষণ্নতা বা দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হতে পারেন বলেও উঠে এসেছে অনেক গবেষণায়।

এটা গ্রহণের পর অনেকে মনে করেন যে তিনি সবকিছু পরিষ্কার দেখছেন এবং তার শরীরে অতিমানবিক শক্তি এসেছে। এরকম বিভ্রান্তি তৈরি হওয়ার ফলেও অনেকে নানা ধরণের দুর্ঘটনা শিকার হতে পারেন । অতিরিক্ত আতঙ্কের কারণে মানুষ অনেক সময় মনে করতে পারে যে সে শীঘ্রই মারা যাবে বা মারা যাচ্ছে। এরকম পরিস্থিতিতেও মানুষ আতঙ্কের বশবর্তী হয়ে নানা ধরণের কাজ করে থাকে যার ফলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

Reference: কালেরকণ্ঠ

বাংলাদেশে F-commerce এর জনপ্রিয়তা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

বর্তমানে আমরা সকলেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে সংযুক্ত। সোশ্যাল মিডিয়া বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সাথে আমরা এমনভাবে প্রভাবিত হয়েছি যে কোনো নতুন খবর পেলেই আমরা তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করি। সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের প্রতিদিনের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে যেখানে আমরা দিনের অনেকটা সময় ব্যয় করি। আর এভাবেই সোশ্যাল মিডিয়া পণ্যের বিজ্ঞাপন এবং বিক্রয় করার জন্য নবীন এবং নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য একটি আদর্শ মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই কৌশলটিকেই E-Coomerce বলা হয়। বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া ই-কমার্সের অন্তর্ভুক্ত যেমন ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব, পিন্টারেস্ট প্রভৃতি।

বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার এর মধ্যে ফেসবুকের জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি এবং এটাই একটি নতুন বিজনেস প্লাটফর্ম তৈরি করেছে যাকে আমরা বলছি F-commerce। এটি এমন একটি মাধ্যম যেখানে অনলাইনে উদ্যোক্তারা তাদের কাস্টমারদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন। এছাড়াও ফেসবুকের বাইরে অন্য কোনো ই-কমার্স প্লাটফর্ম কে প্রমোট করে এর মাধ্যমে ব্যবসায়িক আদান প্রদান করা যায়।

একটি রিপোর্টে দেখা গিয়েছে যে, আমরা প্রতিদিন ২ ঘন্টা ২৪ মিনিট করে সোশ্যাল মিডিয়াতে সময় ব্যয় করি।

বাংলাদেশে F-Commerce এর জনপ্রিয়তার কারণ:

১) বাংলাদেশের ৯৩% সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী ফেসবুক ব্যবহার করেন।
২) সোশ্যাল মিডিয়া মাধ্যম হিসেবে ফেসবুক ব্যবহার করা বেশ সহজ।

www.exambd.net

ডিজিটাল লেনদেন

"A digital transaction is a seamless system where transactions are effected without the need for cash."

প্রায় তিন হাজার বছর ধরে, মানুষ অর্থ বলতে নগদ অর্থই বুঝে এসেছে। কিন্তু সেই বাস্তবতার পুরোটাই এখন ক্রমে বদলে যাচ্ছে। গত এক দশকে বিশ্বজুড়ে ডিজিটাল লেনদেনের জয় জয়কার দেখা যাচ্ছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, হয়তো কিছুদিন পর নগদ অর্থের জায়গা হবে জাদুঘরে!

নানা ধরনের লেনদেন ডেবিট-ক্রেডিট কার্ড বা মোবাইলের ব্যবহার এখন একটি নিয়মিত ও স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়। ধনী দেশগুলোতে নগদ অর্থের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে কমছে। স্বল্পোন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোতেও নগদ অর্থের ব্যবহার কমছে। ব্লুমবার্গের করা নিউ ইকোনমিক ফর্ম পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী নগদ অর্থ ব্যবহারের পরিমাণ ২০১৩ সালে ছিল ৮৯ শতাংশ।

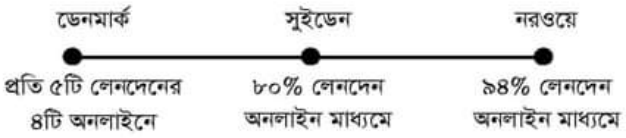

বাংলাদেশেও বিভিন্ন মোবাইল ব্যাংকিং এর ফলে নগদ লেনদেনের পরিমাণ ক্রমহ্রাসমান। এক্ষেত্রে Visa card, B-kash ও Rocket অবদান সর্বাধিক। চীনে ডিজিটাল লেনদেনের পরিমাণ ২০১২ সালে ছিল মোটে ৪ শতাংশ। কিন্তু ২০১৭ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪ শতাংশে। ভারতেও সরকারের পক্ষ থেকেই ডিজিটাল লেনদেনে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। তাতে ফলও মিলছে।

ডিজিটাল লেনদেনের সুবিধা :

১) অর্থের দ্রুত ও নিরাপদ হস্তান্তর।
২) নগদ অর্থ বহনের ঝুঁকি নেই।
৩) আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যয় সাশ্রয়।
৪) অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন বন্ধ করা যায়।
৫) লেনদেনের প্রতিটি ধাপ চিহ্নিত।

ডিজিটাল লেনদেনের অসুবিধা :

১) **সাইবার আক্রমণের আশঙ্কা:** ডিজিটাল লেনদেনের প্রতিটি ধাপ চিহ্নিত এবং রেকর্ড করা যায়। ফলে এই বিপুল তথ্যের নাগাল অনাকাঙ্ক্ষিত যদি কেউ পেয়ে যায়, তবে সর্বনাশের কারণও হতে পারে।
২) **গোপনীয়তার চ্যালেঞ্জ:** সরকারি কর্তৃপক্ষও চাইলে যে কোনো ব্যক্তির আয়-ব্যয়ের হিসাব জানতে পারে। জানতে পারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগত তথ্যও। ফলে গ্রাহকের তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ছে।
৩) **অর্থ খোয়া যাওয়ায় ভয়:** পরিচয় চুরি করলে যা প্রয়োজনীয় পাসওয়ার্ড পেলেই যে কেউ অন্যের পরিচয় ধারণ করতে পারে।

কেন নগদ অর্থ জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে?

১) তথ্যপ্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি এবং ইন্টারনেটে ও মোবাইল ফোনের প্রসারও এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। নরওয়ে ও ডেনমার্কে প্রায় ৯৭ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকে এবং এই পরিস্থিতি দেশ দুটিতে নগদ অর্থের ব্যবহার কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ। ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা ৫৯০ কোটিতে পৌঁছাবে। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার হিসাবে তা প্রায় ৭১ শতাংশ। মোবাইল ফোনের প্রসারের ফলে মানুষ মোবাইলভিত্তিক ডিজিটাল লেনদেনের আওতাভুক্ত হতে পারছে। যেমন চীনে এরই মধ্যে 'মোবাইল ওয়ালেট' ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১০০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে।

২) আগে নগদ অর্থের একাধিপত্যের যুগে ব্যাংক বা বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে নানা ধরনের অবকাঠামো রক্ষা করে চলতে হতো, রাখতে হতো অজস্র কর্মী। এখন তা পুষিয়ে দিচ্ছে ইন্টারনেট, কম্পিউটার প্রোগ্রাম, সার্ভার ইত্যাদি। ফলে অবকাঠামো ও কর্মী ধরে রাখার ব্যয়বহুল কর্মযজ্ঞ থেকে সরে আসতে পারছে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো। এই কারণে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোও নগদ অর্থের ব্যবহার কমিয়ে বেশি ঝুঁকছে ডিজিটাল লেনদেনের দিকে।

৩) নগদ অর্থের উৎপাদন, বাজারে সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণও ব্যয়বহুল। এক হিসাবে দেখা গেছে, ধনী দেশগুলোতে মুদ্রা উৎপাদন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং বাজারে সরবরাহের পেছনে মোট জিডিপির প্রায় ০.৫ শতাংশ খরচ হয়। কিন্তু ডিজিটাল লেনদেন ব্যবস্থায় সেই সমস্যা নেই, সুরক্ষিতও বেশ।

www.exambd.net

এছাড়াও ই-পাসপোর্টের অন্যান্য সুবিধাসমূহ হলো-

- ই-পাসপোর্টের মেয়াদ পাঁচ এবং দশ বছরের জন্য হবে।
- জার্মান কোম্পানি ভেরিডোসের দুই মিলিয়ন ই-পাসপোর্ট তৈরি করবে। যারা প্রথমে আবেদন করবেন তাদের পাসপোর্ট জার্মানি থেকে তৈরি করা হবে।
- খুব দ্রুত ও সহজে ভ্রমণকারীরা যাতায়াত করতে পারবেন। ই-গেট ব্যবহার করে তারা যাতায়াত করবেন। ফলে বিভিন্ন বিমানবন্দরে তাদের ভিসা চেকিংয়ের জন্য লাইনে দাঁড়াতে হবে না। এর মাধ্যমে দ্রুত তাদের ইমিগ্রেশন হয়ে যাবে।
- ভ্রমণকারী ই-পাসপোর্ট ব্যবহার করে যাতায়াত করবেন, সঙ্গে সঙ্গে সেটি কেন্দ্রীয় তথ্যাগারের (পাবলিক কি ডাইরেক্টরি-পিকেডি) সঙ্গে যোগাযোগ করে তার সম্পর্কে তথ্য জানতে পারবে।
- এই পদ্ধতিতে ৩৮ লেয়ার বিশিষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকায় কোন জাল বা সমস্যা যুক্ত পাসপোর্টধারী এই নিরাপত্তা বলয় অতিক্রম করতে পারবে না। এতে করে সন্ত্রাসবাদ সহ অন্যান্য অপরাধ প্রবণতা অনেকাংশেই কমে যাবে এটা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়।
- এই সিস্টেম পরিচালিত হবে ইন্টারন্যাশনাল সিভিল অ্যাভিয়েশন অরগানাইজেশন (আইসিএও) দ্বারা। একারণে সেন্ট্রাল ডাটাবেজ থেকে দেশের পুলিশ প্রশাসন, ইন্টারপোল ও বিভিন্ন বিমান বন্দর ও স্থলবন্দর অথোরিটি সহজেই এই সব তথ্য যাচাই করতে পারবে।
- দীর্ঘদিনের প্রবাসী বাঙ্গালিদের বিমানবন্দর হয়রানির বিষয়টি অনেকাংশেই লাঘব হবে আশা করা যায়। ই-পাসপোর্ট ব্যবহার করতে সারাদেশে বিভিন্ন স্থল, নৌ ও বিমানবন্দর মোট ৫০টি 'ই-গেট' স্থাপন করা হবে। এরমধ্যে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ২৬টি, চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৮টি, সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৮টি, বেনাপোল স্থলবন্দরে ৪টি, বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরে ৪টি ই-গেট স্থাপন করা হবে। প্রাথমিকভাবে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৯টি ই-গেট চালু করা হচ্ছে।

ই-পাসপোর্ট একটি অত্যন্ত নিরাপত্তা সংবলিত একটি ব্যবস্থা। যে কারণে বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ এখন ই-পাসপোর্ট ব্যবহার শুরু করেছে। আমরাও সেই তালিকায় যুক্ত হতে হয়েছি। ফলে, এর মধ্য দিয়ে সারাবিশ্বে বাংলাদেশের পার্সপোর্টের গ্রহণযোগ্যতা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

সি মেডিকেল ফ্যাসিলিটি নামে একটা গ্রুপ তৈরি করেছে। চীনের এই গ্রুপে আছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান ও নেপাল। এই দেশগুলোর সঙ্গে আবার কোয়াডভুক্ত দেশগুলোর ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। ফলে চীন ও কোয়াডের মাঝখানে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে ভারসাম্য করতে বেশ বেগ পেতে হবে।

Reference: দৈনিক সংবাদ (২২ মে, ২০২১)

অর্থনীতির কোন অর্জনটি বড়

দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে ই-পাসপোর্টের জগতে নাম লেখালো বাংলাদেশ।

বিশ্বব্যাপী দেশ আছে অনেক, গ্রুপও কম নেই। কেউ উন্নত দেশ, কেউ অনুন্নত। আবার তৃতীয় বিশ্বের দেশ বলেও এক গ্রুপের কথা অনেক বছর ধরেই চালু আছে। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঠান্ডা যুদ্ধের সময় যারা পুঁজিবাদের মার্কিন বলয় বা সমাজতন্ত্রের সোভিয়েত বলয়ের মধ্যে ছিল না, তাদেরই বলা হতো তৃতীয় বিশ্ব। বাংলাদেশ শুরু থেকেই উন্নয়নশীল দেশ। তবে উন্নয়নশীল দেশ কারা, এর সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা না থাকলেও একটি দেশ কীভাবে এলডিসি থেকে বের হয়ে যাবে, তা বলা আছে। সাধারণভাবে বলা হয়, উন্নয়নশীল দেশ তারাই, যাদের শিল্প খাতের ভিত্তি কম উন্নত এবং মানবসম্পদ উন্নয়নেও পিছিয়ে আছে। আবার উন্নয়নশীল দেশের মধ্যেও কয়েকটি উপবিভাগ আছে। যেমন স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি), স্থলবেষ্টিত দেশগুলো নিয়ে ল্যান্ডলকড ডেভেলপিং কান্ট্রিজ (এলএলডিসি), ছোট দ্বীপরাষ্ট্রগুলো নিয়ে আছে স্মল আইল্যান্ড ডেভেলপিং স্টেটস (এসআইডিএস)। এর উল্টো দিকে আছে উচ্চ আয়ের দেশ বা উন্নত দেশ। স্বল্পোন্নত দেশ বা এলডিসি থেকে উত্তরণের সুপারিশ পাওয়া বড় অর্জন।

এলডিসি থেকে উত্তরণ	১৯৭১ সালের ১৮ নভেম্বর। নিউইয়র্কে জাতিসংঘের ২৬তম সাধারণ অধিবেশনে ঠিক করা হয়, অর্থনীতিতে পিছিয়ে থাকা দেশগুলোকে আলাদা শ্রেণিভুক্ত করতে হবে। উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক সহায়তা পাওয়া, যাতে দেশগুলো সংকট থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে। সেদিনই আনুষ্ঠানিকভাবে স্বল্পোন্নত দেশ বা এলডিসি নামে ২৪টি দেশকে তালিকাভুক্ত করা হয়। বাংলাদেশ তখনো স্বাধীন হয়নি। স্বাধীন হওয়ার পরও যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের টিকে থাকা নিয়ে তখন অনেকেরই সংশয়। সেই বাংলাদেশ এলডিসিভুক্ত হয় ১৯৭৫ সালের এপ্রিলে। সেই বাংলাদেশ এলডিসি থেকে উত্তরণের সুপারিশ পেল ২০২১ সালে, ৪৫ বছর পরে। তবে এখনো বাংলাদেশকেই এলডিসি বলতে হবে। ২০২৬ সালের পর বলা যাবে বাংলাদেশ আর স্বল্পোন্নত দেশ নয়।

www.exambd.net

৫. **বুথ সুবিধা ঃ** সবার কাছে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দিতে ২১টি ব্যাংক বুথ থেকে টাকা উঠানোর সুবিধা চালু রেখেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুসারে, সারা দেশে ২১টি ব্যাংকের মোট ৩৫৫ টি বুথ চালু হয়েছে। সর্বোচ্চ বুথ রয়েছে ডাচ বাংলা ব্যাংকের।

৬. **অ্যাপস সেবা ঃ** সম্প্রতি সোনালী ব্যাংক 'সোনালী ই-সেবা' নামের নতুন অ্যাপস চালু করেছে। এই অ্যাপস থেকে টাকা স্থানান্তর, বিল পরিশোধ, সরকারি ভাতা ও ভর্তুকি গ্রহণসহ ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের সব সুবিধা মিলছে। এই অ্যাপের মাধ্যমে দুই মাসে প্রায় ৩০ হাজার নতুন গ্রাহক তৈরি করেছে ব্যাংকটি। একই পথ অনুসরণ করছে অন্যান্য ব্যাংকসমূহও।

৭. **ইউটিলিটি বিল পরিশোধ ঃ** ব্যাংকের মাধ্যমে গ্রাহকগণ বিদ্যুৎ বিল, পানির বিল, গ্যাস বিল ইত্যাদি পরিশোধ করতে পারে।

৮. **অনলাইন ব্যাংকিং:** বর্তমানে সারা দেশে বিভিন্ন ব্যাংকের মোট ১০,১০৯টি শাখা রয়েছে যার মধ্যে ৮,৮৯৯ শাখাই অনলাইনে সেবা দিতে সক্ষম। বিদেশি ব্যাংকগুলোর শতভাগ শাখা অনলাইনে। সরকারি ব্যাংকগুলো ৯৮%, বেসরকারি ব্যাংকগুলোর ৯৬% ও বিশেষায়িত সরকারি ব্যাংকগুলোর ৩০% শাখা অনলাইনে সেবা দিচ্ছে।

৯. **অন্যান্য সেবাসমূহ ঃ** ঢাকা ব্যাংকের হোয়াটর অ্যাপে ব্যাংকিং সেবা, ইবিএলের ক্যাশলেস পে, সিটি ব্যাংকের ডিজিটাল ঋণ, MTB এর থ্রিন পিন, ট্রাস্টের মানি অ্যাপ ও অন্যান্য।

বিশ্ব এখন প্রতিনিয়ত আধুনিক হচ্ছে। যুগের সাথে তাল মেলাতে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতিমধ্যে একটি ইনোভেশন সেন্টার খুলেছে যা নতুন নতুন প্রস্তাবগুলো পর্যালোচনা করে এবং সেগুলোর মান অনুসারে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়। তাই বলা যায় একুশ শতকে এসে ব্যাংকসমূহ মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে করেছে গতিশীল এবং সহজ যার ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মানও হয়েছে উন্নত।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ

"বাংলাদেশ জাতিসংঘের এক মডেল সদস্য"

—বান কি মুন

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের নাম উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো জ্বলছে। দেশের লাল-সবুজ পতাকা অশান্ত দেশগুলোর মানুষের কাছে পরিচিত হয়েছে 'বাংলা বন্ধু' দেশের পতাকা হিসাবে। অশান্ত দেশগুলোতে শান্তি ফেরাতে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা মিশনে সাফল্যের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাদের সাফল্যের কারণে বাংলাদেশের সম্মান দিন দিন বেড়েই চলেছে। সম্প্রতি জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে, বাংলাদেশ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসাবে এক নম্বর স্থানে উঠে এসেছে। বিভিন্ন মিশনে তারা রাস্তা-ঘাটসহ অবকাঠামো নির্মাণ কাজ করে যাচ্ছে। দক্ষিণ সুদানে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীদের তৈরি একটি রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে 'বাংলাদেশ রোড'। অন্যদিকে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের দিক থেকেও দেশের অর্থনীতিতে বড় অবদান রাখছেন।

দেশ	মোট মিশন	বাংলাদেশের অংশগ্রহণ	চলমান
৪০টি	৫৬টি	৫৪টি	১০টি

বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার মহান ব্রত নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জাতিসংঘ। পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা মানব সমাজকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে অনুপ্রাণিত করে। এই অনুপ্রেরণা থেকেই উদ্ভব হয় জাতিসংঘের। জাতিসংঘের ৬টি মূল অঙ্গ সংস্থা এবং অনেকগুলি সহযোগী সংস্থা বিশ্বশান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বৈরিতার অবসান ঘটিয়ে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে শান্তি স্থাপনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জাতিসংঘের এই কার্যক্রমের এক গর্বিত অংশীদার।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশন: বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা জাতিসংঘের প্রধান কাজ। এক দেশের সাথে অন্য দেশের বিরোধ নিরসন ও মধ্যস্থতায় জতিসংঘ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু অনেক দেশের অভ্যন্তরীণ বিরোধ এবং জাতিগত দাঙ্গা মোকাবিলায় এরূপ পদ্ধতি পুরোপুরি কার্যকরী নয়। সেখানে নিরাপত্তার প্রশ্নে সামরিক শক্তি প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয়তা থেকেই জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন গঠিত হয়েছে।

মিশনের পরিচিতি: জাতিসংঘের নিজস্ব কোনো বাহিনী নেই। সদস্য দেশগুলোর প্রেরিত সামরিক সদস্যরাই এর প্রধান শক্তি। নিরাপত্তা পরিষদের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন দেশের সামরিক, বেসামরিক ও আধা-সামরিক লোকজন নিয়ে এই বাহিনী গঠিত হয়। ১৯৪৮ সালে মধ্যপ্রাচ্য সংকটকে (ইসরাইল-ফিলিস্তিন) কেন্দ্র করে প্রথম শান্তিরক্ষী বাহিনী গঠন করা হয়। এর পর থেকে যেখানে প্রয়োজন হয়েছে সেখানেই জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণ করেছে। অভাবক্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর নিকট ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষকে সহায়তা করা এবং যুদ্ধ বিধ্বস্ত বিভিন্ন দেশের পুনর্গঠনে শান্তিরক্ষী বাহিনী জীবনের ঝুকি নিয়ে কাজ করছে। প্রাপ্ত তথ্যমতে জাতিসংঘ এ পর্যন্ত ৬৫ টি মিশন পরিচালনা করেছে এবং এর মধ্যে চলমান আছে ১৫টি মিশন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী ১৯৮৮ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করে।

www.exambd.net

শান্তিরক্ষী মিশনের কাজ: জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশন যে কাজ করে তার মধ্যে প্রধান হলো- বিরোধপূর্ণ অঞ্চলে উত্তেজনা প্রশমন, যুদ্ধবিরতি চুক্তি তদারকি ও কার্যকর করা, স্থিতাবস্থা বজায় রাখা ও গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচন পরিচালনা করা, বিবাদমান গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সমঝোতা ও চুক্তি স্বাক্ষরে রাজি করানো, ভূমি আইন অপসারণ করা, যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের অবকাঠামো পুনর্গঠনে সহায়তা করা, অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, শরণার্থী ও উদ্বাস্তুদের মানবিক সাহায্য প্রদান ইত্যাদি।

- নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ
- সামরিক পর্যবেক্ষক
- মাইন উদ্ধার
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা
- নির্বাচন পরিচালনায় সহায়তা করা
- মানবিক সহায়তা প্রদান
- অবকাঠামো উন্নয়ন

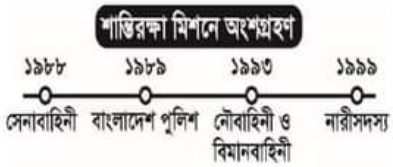

শান্তিরক্ষা মিশন ও বাংলাদেশ: জাতিসংঘের বিশ্বশান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ বরাবরই সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। শান্তিরক্ষা মিশনে জাতিসংঘের আহবানে বাংলাদেশ প্রথম অংশগ্রহণ করে ১৯৮৮ সালের ইরান-ইরাক যুদ্ধে। সে যুদ্ধে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভূমিকা ছিল প্রশংসাযোগ্য। এর পর দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে (২০১৩ সাল পর্যন্ত) বাংলাদেশের বিভিন্ন বাহিনী যেমন- সেনা, নৌ, বিমান, পুলিশ প্রভৃতি কৃতিত্বের সাথে এই মহতী দায়িত্ব পালন করে আসছে। বাংলাদেশি এসব বাহিনী দৃঢ় মনোবল, উন্নত শৃঙ্খলা, কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বাংলাদেশ বর্তমানে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের ১৫টি মিশনের মধ্যে ১২টিতে কাজ করছে। সব মিলে ৫৪টি মিশনে বাংলাদেশের বিভিন্ন বাহিনী অংশগ্রহণ করেছে।

জাতিসংঘের প্রতিবেদনে বলা হয়, জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি সামরিক ও পুলিশ সদস্য পাঠানো দেশগুলোর মধ্যে প্রথম অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশের ৬ হাজার ৪৭৭ জন পুরুষ ও ২৫৫ জন নারী মিলিয়ে মোট ৬ হাজার ৭৩২ জন শান্তিরক্ষী জাতিসংঘ মিশনে দায়িত্ব পালন করছেন। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ইথিওপিয়া, এ দেশটির শান্তিরক্ষীর সংখ্যা ৬ হাজার ৬৬২ জন। রুয়ান্ডার রয়েছে ৬ হাজার ৩২২ জন। নেপাল ৫ হাজার ৬৮২ জন নিয়ে চতুর্থ অবস্থানে নেপাল, ৫ হাজার ৩৫৩ জন নিয়ে পঞ্চম অবস্থানে ভারত, পাকিস্তান ৪ হাজার ৪৪০ জন নিয়ে ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে। মিশর ৩ হাজার ৯৩ জন শান্তিরক্ষী নিয়ে সপ্তম অবস্থানে রয়েছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী নানা জাতি-গোষ্ঠী থেকে আসা। ভিন্ন সংস্কৃতি আর ভাষার এসব শান্তিরক্ষীর একমাত্র লক্ষ্য থাকে ঝুঁকিপূর্ণ মানবগোষ্ঠীকে রক্ষা করা। সহিংসতা থেকে শান্তির পথে আসা দেশগুলোকে সহযোগিতা করা। জাতিসংঘের শান্তি মিশনে বাংলাদেশ অন্যতম বৃহৎ শান্তিরক্ষী জোগানদাতা দেশ। বাংলাদেশ এখন জাতিসংঘে শান্তিরক্ষী জোগানে এক নম্বর বৃহত্তম দেশ বলে জাতিসংঘ ঘোষণা করেছে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বিভিন্ন দেশের অবস্থান		
১ম	বাংলাদেশ	৬,৭৩২ জন
২য়	ইথিওপিয়া	৬,৬৬২ জন
৩য়	রুয়ান্ডা	৬,৩২২ জন
৪র্থ	নেপাল	৫,৬৮২ জন
৫ম	ভারত	৫,৩৫৩ জন

বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর ভূমিকা: জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের বিভিন্ন বাহিনী অংশগ্রহণ করলেও সেনাবাহিনীর ভূমিকাই প্রধান। বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর মূলমন্ত্র হলো 'শান্তিতে আমরা, সমরে আমরা, সর্বত্র আমরা দেশের তরে'। কিন্তু আন্তর্জাতিক মিশনে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর অবদান দেখলে মনে হয় সারা বিশ্বের সব দেশই যেন বাঙালি সেনাবাহিনীর নিজ দেশ। সকল দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাই যেন তাদের কাজ। আর তাইতো বাংলাদেশ বর্তমানে শান্তিরক্ষী বাহিনীতে সর্বোচ্চ সংখ্যক সেনা প্রেরণকারী দেশ।

জাতিসংঘের বিভিন্ন কার্যক্রমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উল্লেখ-যোগ্য কার্যক্রমসমূহের বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো-

- নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ
- সামরিক পর্যবেক্ষক
- মাইন উদ্ধার
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা
- নির্বাচন পরিচালনায় সহায়তা করা
- মানবিক সহায়তা প্রদান
- অবকাঠামো উন্নয়ন

২৯ বছরে আয়	৪ হাজার কোটি টাকা
আয়ের খাত	৩য় বৃহত্তম

www.exambd.net

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবদানের স্বীকৃতি: জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবদানের স্বীকৃতি দিয়েছে জাতিসংঘ। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অনেক সদস্য গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন সম্মাননায় ভূষিত হয়েছে। জাতিসংঘের মহাসচিব বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সিয়েরা লিওন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়েছে, লাইবেরিয়া একটি সড়কের নাম রেখেছে বাংলাদেশ স্ট্রীট। এর থেকেও বড় স্বীকৃতি ও প্রাপ্তি হলো যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশসমূহের সাধারণ মানুষের মুখে ফুটিয়ে তোলা হাসি ও তাদের ভালোবাসা।

বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশন যে অবদান রেখে চলছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এই কার্যক্রমে বাংলাদেশের বিভিন্ন বাহিনীর ভূমিকা এবং সাফল্য আমাদেরকে গর্বিত করেছে। এর মধ্যে আবার বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভূমিকাই মুখ্য। এ পর্যন্ত শতাধিক বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীর মৃত্যু হয়েছে। তারপরও বাঙালিদের শৃঙ্খলাবোধ, পেশাদারীত্ব এবং দক্ষতা স্থানীয় জনগণের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। এটি দেশ ও জাতির নিকট অত্যন্ত গৌরবের বিষয় বলে বিবেচিত।

জনসংখ্যার বোনাস যুগে বাংলাদেশ

বাংলাদেশে এখন চলছে জনসংখ্যার বোনাস যুগ। এর মানে হচ্ছে, এখন দেশে কর্মক্ষম বা কর্মোপযোগী মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, অন্যদিকে নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর সংখ্যা সবচেয়ে কম। সর্বোচ্চ কর্মক্ষম জনসংখ্যার কালকেই বলে জনসংখ্যার 'ডিভিডেন্ড' বা 'বোনাসকাল'। জনসংখ্যা একটি দেশের সম্পদ। জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করেই একটি দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় হয়। জনসংখ্যাবিদগণ একটি দেশের জনসংখ্যা কাঠামোকে বয়সের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করেন। তাদের এই বিভক্তিকরণে দেখা যায় কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর আধিক্য ঘটলে দেশের নির্ভরশীল জনসংখ্যার হার কমতে থাকে। ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি ঘটে। কোনো দেশ যদি এ সুযোগকে ভালভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়, তাহলে সে দেশ সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়। জনসংখ্যাবিদগণ জনসংখ্যা কাঠামোর এ অবস্থাকে Demographic Dividend বা জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকাল হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকাল: হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডেভিড বুলুম এবং ডেভিড ক্যানিং প্রথম Demographic Dividend বা জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকাল প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন। তাদের মতে, জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকাল হলো জনসম জনসংখ্যার আধিক্য ঘটায়। জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকাল হলো কোনো দেশের কর্মক্ষম জনসংখ্যার ১৫-৬৭ বছর বয়সী আধিক্য। জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকালে একটি দেশের অধিকাংশ মানুষ কর্মক্ষম বয়সের মাঝে অবস্থান করে। জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিলের (UNFP) সংজ্ঞা অনুযায়ী, যখন কোনো দেশের কর্মহীন মানুষের চেয়ে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা বেশি থাকে এবং সেটা যখন অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে তখন তাকে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকাল বলা হয়।

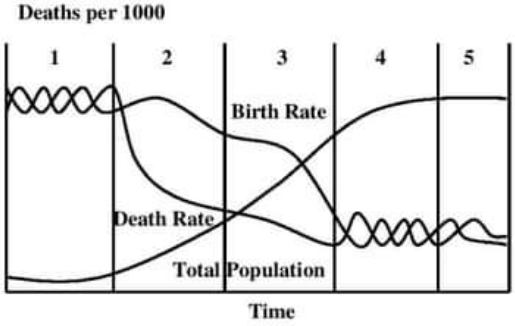

জনসংখ্যাবিদ জন রস বলেন, জনসংখ্যার বয়স কাঠামো পরিবর্তনের এক পর্যায়ে যখন জন্মহার ও মৃত্যুহার হ্রাসের মাধ্যমে একটি দেশের অর্থনীতি দ্রুত উন্নতি লাভ করে, তখন তাকে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকাল বলে। জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকালের ফলে একটি দেশের কর্মক্ষম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়।

জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকালের পর্যায়: জনসংখ্যাবিদগণের মতে, জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকালের দুটি পর্যায় রয়েছে- ১. প্রথম পর্যায় ও ২. দ্বিতীয় পর্যায়।

প্রথম পর্যায়: জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকালের প্রথম পর্যায়টি সাধারণত ৫০ বছর কিংবা তারও বেশি সময় চলতে থাকে। এ দীর্ঘ সময়ে একটি দেশের জন্মহার, মৃত্যুহার কমতে থাকে। জন্মহার ও মৃত্যুহার হ্রাস পাওয়ায় বিপুল সংখ্যক তরুণ জনগোষ্ঠী কর্মক্ষম হয়ে উঠে। ফলে সরকারকে নির্ভরশীল জনসংখ্যার প্লেইনে তেমন রাজস্ব ব্যয় করতে হয় না। এ সময় সরকার জনসংখ্যাকে দক্ষ করে তুলতে বেশি রাজস্ব ব্যয় করতে পারে। ফলে দেশে একটি স্থিতিশীল কর্মক্ষম জনশক্তি বিরাজমান থাকে, যারা দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখে। এতে দেশের প্রবৃদ্ধির হার দ্রুত বৃদ্ধি পায়। জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকালের প্রথম পর্যায়ে একটি দেশে পর্যাপ্ত জনশক্তি থাকায় শিল্পকারখানায় উৎপাদন ও বিনিয়োগ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। এ সময় নারীরা ঘরের বাইরে কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে। এ সময় জনগণের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়।

www.exambd.net

গত বছরের অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর এবং এই বছরের জানুয়ারি মাসে রপ্তানির প্রবৃদ্ধি কম। অক্টোবর থেকে জানুয়ারি মাসে শতকরা পাঁচ থেকে ১০ ভাগ রপ্তানি কমেছে। তবে এটাকে ক্ষতি বলছেন না পোশাক শিল্পের মালিকরা। তাদের মতে, নানা সময়ে রপ্তানি স্বাভাবিক নিয়মে বাড়ে-কমে। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে অর্ডার তেমন স্থগিত হয়নি। তবে অর্ডার ও পোশাকের দাম কমেছে অক্টোবর , নভেম্বর ও ডিসেম্বরে গড়ে দাম কমেছে শতকরা পাঁচ ভাগ। পোশাক রপ্তানি করে লাভ হয় গড়ে শতকরা দুই-তিন ভাগ। ফলে লাভ কমে গেছে বা লোকসান হয়েছে।

ডিজিটাল মুদ্রা: ক্রিপ্টোকারেন্সি

"A cryptocurrency is a digital or virtual currency designed to work as a medium of exchange."

ডিজিটাল মুদ্রা (ইলেকট্রনিক মুদ্রা) এক ধরনের মুদ্রা, যা শুধু ডিজিটাল রূপে পাওয়া যায়, বাস্তবে নয়। এটি ভৌত মুদ্রার অনুরূপ বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে, তবে এটি তাৎক্ষণিক লেনদেন এবং সীমান্তহীন মালিকানা হস্তান্তর এর সুযোগ করে দেয়। ডিজিটাল মুদ্রার বিনিময়ে ব্যবহার করা হয় 'ক্রিপ্টোগ্রাফি' নামের একটি পদ্ধতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গোপনে ও নিরাপদে যোগাযোগের জন্য ক্রিপ্টোগ্রাফি পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল। গাণিতিক তত্ত্ব ও কম্পিউটার বিজ্ঞানের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে ক্রিপ্টোগ্রাফিরও উন্নতি হয়েছে। এতে অনলাইনে ডিজিটাল মুদ্রা সংরক্ষণ ও আদান-প্রদানের বিষয়টি আরও নিরাপদ হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছিল।

সারা পৃথিবীতে প্রায় হাজারেরও উপরে সাংকেতিক মুদ্রা রয়েছে। যেমন:

মুদ্রার প্রকারভেদ	বিবরণ
বিটকয়েন	এখন পর্যন্ত চালু থাকা ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় বিটকয়েন। এর বিনিময় মূল্যও সবচেয়ে বেশি। সাতোশি নাকামোতো ২০০৯ সালে বিটকয়েন তৈরি করেন। ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বিটকয়েনের বাজার পুঁজির পরিমাণ ছিল প্রায় ২৩০ বিলিয়ন ডলার।
এথেরিয়াম	২০১৫ সালে তৈরি হয় এথেরিয়াম। বিটকয়েনের মতো এই মুদ্রারও নিজস্ব হিসাবব্যবস্থা আছে। বিনিময় মূল্যের দিক থেকে এটি দ্বিতীয় অবস্থানে আছে। জনপ্রিয়তার দিক থেকে বিটকয়েনের পরই আছে এথেরিয়াম। গত ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এই ভার্চুয়াল মুদ্রার বাজারে পুঁজির পরিমাণ প্রায় ৬৭ বিলিয়ন ডলার।
রিপল	২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় রিপল। শুধু ক্রিপ্টোকারেন্সি নয়, অন্যান্য ধরনের লেনদেনও করা যায় এই ব্যবস্থায়। প্রচলিত ধারার বিভিন্ন ব্যাংকও এই ডিজিটাল মুদ্রা ব্যবহার করছে। বাজারে ১০ বিলিয়ন ডলারের পুঁজি আছে রিপলের।
লাইটকয়েন	বিটকয়েনের সঙ্গে বেজায় মিল আছে লাইটকয়েনের। তবে বিটকয়েনের চেয়ে দ্রুত লেনদেন করা যায় লাইটকয়েনে। এর বাজার মূল্য প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলার।
অন্যান্য	মোনেরো, ড্যাশ, ডোজকয়েন ইত্যাদি।

বিশ্বের বহুদেশে অনলাইন কেনাবেচার জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি বেশ জনপ্রিয়। ইউকিপিডিয়া, ওয়ার্ডপ্রেস, মাইক্রোসফটের মতো প্রায় ৩০ হাজারের বেশি প্রতিষ্ঠান ক্রিপ্টোকারেন্সি গ্রহণ করে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার বিটকয়েনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এর পেছনে রয়েছে বেশ কিছু নেতিবাচক দিক। আবার গ্রাহকদের নিকট এই নেতিবাচক দিকগুলোই ইতিবাচক হিসেবে কাজ করে।

- এই মুদ্রাগুলোর ব্যবহার সীমিত করা হয়, যেমন অনলাইন বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। যেমন– বাংলাদেশেও যেকোনো ধরনের ডিজিটাল মুদ্রা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্বীকৃত নয়।
- ক্রিপ্টোকারেন্সি এক ধরনের সাংকেতিক মুদ্রা। এর অস্তিত শুধু ইন্টারনেট জগতেই আছে। যার কোন বাস্তব রূপ নেই। এটি ব্যবহার করে লেনদেন শুধু অনলাইনে সম্ভব।
- ক্রিপ্টোকারেন্সি এক ধরনের পিয়ার টু পিয়ার ব্যবস্থা। এতে তৃতীয় পক্ষের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তাই কে কার কাছে ডিজিটাল মুদ্রা বিনিময় করছে তা অন্য কেউ জানতে পারে না।
- এক্ষেত্রে এনক্রিপটেড লেজার সব লেনদেনকে ঝুঁকিপূর্ণ হওয়া থেকে নিয়ন্ত্রণ করে।
- ক্রিপ্টোকারেন্সির ভ্যালুর উপর কোন দেশের সরকারেরই হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা নেই। তাই পৃথিবীর অনেক দেশেই এ ডিজিটাল মুদ্রার উপর সে দেশের সরকারের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

www.exambd.net

অর্থনৈতিক কূটনীতি

"রাজনৈতিক কূটনীতি নয় অর্থনৈতিক কূটনীতির পথে এগিয়ে যেতে হবে। ব্যাবসা-বাণিজ্য করে, সবার সঙ্গে মিলে কীভাবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করা যায়, কীভাবে অন্যকে সহযোগিতা করা যায়, একে অন্যের সহযোগিতার মাধ্যমে কীভাবে শান্তি আনা যায় সেভাবে কূটনীতি চালাতে হবে।"

--- প্রধানমন্ত্রী

অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে প্রচলিত বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক পরিচালিত কলাকৌশলকে অর্থনৈতিক কূটনীতি বলে। অর্থনৈতিক কূটনীতি অর্থনৈতিক কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি সম্পাদন করে। একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের কাছ থেকে অর্থনৈতিক সুবিধা হাসিলে কূটনীতি পরিচালনা করবে বা অন্য কথায়, অন্য রাষ্ট্রের সম্পদের নাগাল পাওয়ার চেষ্টায় রত থাকবে। এরূপ লক্ষ্য অর্জনে অনুসৃত নীতিকেই বলা হয় অর্থনৈতিক কূটনীতি।

অর্থনৈতিক কূটনীতি হলো এমন কতিপয় কার্যাবলির সমষ্টি যেগুলো একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক নীতি কীভাবে অপর রাষ্ট্রের নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে সে ব্যাপারে আলোকপাত করে। অর্থনৈতিক কূটনীতির প্রধান উদ্দেশ্যই হলো কূটনৈতিক বোঝাপড়া ও দর কষাকষির মাধ্যমে নিজ রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে গড়ে ওঠা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক জোটসমূহ যেমন- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO), আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF), বিশ্বব্যাংক (World Bank), আসিয়ান (ASEAN), ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU), জি-৮ (G-8), সাফটা (SAFTA), নাফটা (NAFTA) ইত্যাদি অর্থনৈতিক কূটনীতির প্রতিষ্ঠার ফসল।

অর্থনৈতিক কূটনীতির মূল উদ্দেশ্য হলো:

১. বৈদেশিক বিনিয়োগকে আকর্ষণ করা	২. রপ্তানি বৃদ্ধিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা	৩. শ্রমশক্তি বিদেশে রপ্তানিকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ করা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কূটনীতি:

"বাংলাদেশের বিনিয়োগ, রপ্তানি বৃদ্ধি ও রপ্তানি বহুমুখীকরণ এবং বাংলাদেশের জনবলের বিদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়ে অর্থনৈতিক কূটনীতি ও পাবলিক ডিপ্লোমেসি'র বিষয়ে সরকার খুবই গুরুত্ব দিচ্ছে।"

- পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধি এবং আমাদের দেশে উৎপাদিত পণ্যের নতুন বাজার তৈরির পাশাপাশি বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধিও আমাদের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) গঠনের মাধ্যমে সরকার বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা প্রদান করছে। বাংলাদেশে যে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং ২৮টি হাই-টেক পার্ক সৃষ্টি করা হচ্ছে, সেখানে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিদেশি বিনিয়োগবান্ধব যেসব নীতি গৃহীত হয়েছে, এবং যেসব প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে, তা স্বাগতিক দেশসমূহের সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের নিকট তুলে ধরার মাধ্যমে বাংলাদেশে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে মিশনসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। এ বিষয়ে সকলকে বিনিয়োগ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত, বিভিন্ন প্যাকেজের বিবরণ ইত্যাদি সকল সহায়তা বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রদান করবে।

বিগত দশকে বাংলাদেশের বিস্ময়কর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের রপ্তানি অভাবনীয় বৃদ্ধির কারণে বিভিন্ন মহল ষড়যন্ত্র করে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্প এবং সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপপ্রচার চালাচ্ছে। সরকার সকল অংশীজনকে সাথে নিয়ে এ সকল মিথ্যা প্রচারণাকে প্রতিরোধ করার জন্য নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের এ বিষয়ে বিশেষ করণীয় রয়েছে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এ ধরনের যেকোনো প্রচারণা সম্পর্কে দূতাবাসসমূহকে সজাগ থাকতে হবে, এবং উদ্ভূত যেকোনো পরিস্থিতিতে দূতাবাসসমূহকে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনীতির প্রাধান্যের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। এখন রাজনৈতিক কূটনীতির চেয়ে অর্থনৈতিক কূটনীতিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এবার বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দূতাবাস বাড়ানোর পাশাপাশি বাংলাদেশের বিদ্যমান দূতাবাসগুলোকে নতুন করে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। আরও ২১টি দেশে ২২টি মিশন খোলারও উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। বর্তমানে জাতিসংঘভুক্ত ১৯৩ দেশের মধ্যে ৫৮ দেশে বাংলাদেশের মোট ৭৭টি মিশন রয়েছে।

অর্থনৈতিক কূটনীতি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ হচ্ছে:

- রপ্তানি আয় বাড়ানোর উদ্দেশ্যে নতুন নতুন বাজার খোঁজা ও পণ্য বহুমুখীকরণ।
- বিদেশের বাজারে পণ্য প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা কমানোর প্রচেষ্টা চালানো।

www.exambd.net

সুশাসন ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে এখন একটি বিশ্ব মডেল। রূপকথার ফিনিক্স পাখির উপমা তুলে ধরা হয় বাংলাদেশের এ সাফল্যের জন্য। ভস্মের মধ্য থেকে উড়াল দেওয়ার সক্ষমতা দেখিয়েছে রূপকথার ফিনিক্স পাখি। বাংলাদেশের বাস্তবতা ছিল অভিন্ন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ ছিল বিশ্বের শীর্ষ দরিদ্র দেশের একটি। মুক্তিযুদ্ধে কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও বুড়িগঙ্গা পাড়ের এ দেশটি। দেশের এক কোটি মানুষ ঘরবাড়ি সহায়-সম্পত্তি ছেড়ে প্রতিবেশী দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। দেশের মধ্যে অন্তত দুই কোটি মানুষও নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয়। ভিটেমাটি ছেড়ে যারা পালাতে বাধ্য হয়েছেন তাদের সহায় সম্পত্তি লুটপাটের শিকার হয়। মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ হারায় ৩০ লাখ মানুষ। হাজার হাজার বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়। রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট পরিণত হয় ধ্বংসস্তূপে। চাষাবাদে ব্যবহৃত বলদের বেশির ভাগ দখলদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের ভূরিভোজের জন্য ব্যবহৃত হয়। স্বাধীনতার পর শূন্য হাতে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু।

'সুশাসন' বা **গুড গভর্নেন্স** মূলত একটি পশ্চিমা অভিধা। দেশে সুশাসন ও সুশীল সমাজ সংক্রান্ত সাম্প্রতিক অনেক ধারণাই গত শতকের নব্বইয়ের দশকে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলো এবং তাদের পলিসি এজেন্ডা থেকে উদ্ভূত। দাতা সংস্থাগুলো প্রায়ই সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার শর্ত জুড়ে দেয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। আসলে সুশাসনের কোনো সুনির্দিষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ সজ্ঞা নেই। সুশাসন মানে ভালোভাবে দেশ পরিচালনা বিষয়টিকে এ ভাবে সরলীকরণ করা যেতে পারে। যেমন- মানবাধিকার ও আইনের শাসন, দেশ পরিচালনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও পর্যায়ে মানুষের অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রক্রিয়া বহুমুখী অংশীদারিত্ব, রাজনীতিতে নানা মতের চর্চা, একটি দক্ষ ও কার্যকর সরকারি খাত, শিক্ষা, তথ্য ও অন্যান্য জ্ঞান আহরণের সুযোগ, জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, সমতা ও ন্যায় বিচার, দায়িত্বশীলতা, ঐক্য ও সহনশীলতা উৎসাহিত হয় এমন আচরণ ও মূল্যবোধ ইত্যাদি। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক ভূতপূর্ব কমিশন **ইউএনসিএইচআরের ২০০০/৬৪** নম্বর প্রস্তাবে সুশাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধানে সুশাসন: আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ কল্যাণমূখী। আর রাষ্ট্রকে কল্যাণমূখী করতে সুশাসন বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই। সুশাসন বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সংবিধানে বেশকিছু অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হয়েছে।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ	বিবরণ
অনুচ্ছেদ ১১	এখানে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। যেহেতু গণতন্ত্র হল সুশাসনের প্রাণ। তাই বলা যায়, এই অনুচ্ছেদে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের স্বীকৃতির মাধ্যমে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে।
অনুচ্ছেদ ৭৭	এই অনুচ্ছেদে সরকারি কর্মচারিদের দুর্নীতি প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা হিসেবে ন্যায়পাল এর বিধান যুক্ত করা হয়েছে।ন্যায়পাল তার উপর অর্পিত ক্ষমতা বলে সরকারের যেকোন সংস্থার কার্যাবলি তদন্ত করার ক্ষমতা রাখেন। ১৮০৯ সালে সুইডেনে সর্বপ্রথম ন্যায়পালের বিধান জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮০ সালে বাংলাদেশের সংবিধানে এই বিধান যুক্ত করা হয়।তবে এটি এখন পর্যন্ত কার্যকর করা হয় নি।
অনুচ্ছেদ ২৬-৪৭	নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে
অনুচ্ছেদ১২৭-১৩২	সরকারি অর্থের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের জন্য মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের বিধান যুক্ত করা হয়েছে।

সুশাসন ও গণতন্ত্রের বিষয়ে **ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের অ্যাডজাংকট ফেলো ড. মির্জা হাসানের মতে,** গণতন্ত্র ও সুশাসন নিয়ে বিশ্বব্যাংক ও দেশের অর্থনীতিবিদরা একটি 'ব্ল্যাক বক্স' তৈরি করেছেন। তিনি বলেন, এখনো কিছু লোকের সুবিধার কারণে বাজার সঠিক নিয়মে কাজ করছে না। যা পেশীশক্তি ও রাজনৈতিক সংযুক্তি যত বেশি, সে তত সুবিধা পাচ্ছে। রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের লেনদেন হচ্ছে, যা স্বাভাবিক নয়। এছাড়া এক ধরনের তথাকথিত গণতন্ত্র চললেও দেশের মানুষ কখনোই লিবারেল গণতন্ত্রের স্বাদ পায়নি।

সুতরাং বলা যায়,দেশে সুশাসন বাস্তবায়নের সকল প্রকার সাংবিধানিক নিশ্চয়তা আমাদের সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়েছে।

www.exambd.net

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর-কবিতাখানি:
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'
সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের।

— কবি নির্মলেন্দুগুণ

একটি ভাষণের জন্য একটি দিন ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে এমন উদাহরণ দ্বিতীয়টি নেই। একটি মাত্র ভাষা একটি জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেছে, স্বাধীনতার স্মারক হয়ে রয়েছে এমন নজিরও নেই। ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ কেবল একটি জ্বালাময়ী বক্তৃতাই নয়, এটি বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে পাকিস্তান সরকারের নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে পুরো জাতিকে সোচ্চার করে মুক্তির সংগ্রামে উজ্জীবিত করেছিলেন।তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এ ভাষণ পরাধীন জাতিকে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করে। বিশ্বের বিখ্যাত সব সরকার প্রধান ও বিশ্ব মিডিয়া এই ভাষণকে নিয়ে গেছে নিয়মিতই। ৩০ অক্টোবর ২০১৭ সালে ভাষণটি স্থান পেয়েছে ইউনেস্কোর বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের তালিকায়।

❖ **নতুন দেশের অভ্যুদয় বার্তা:** ৭ মার্চ হচ্ছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রথম পদক্ষেপ। ভাষণের 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' কথাগুলো ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়, এটি মূলত পৃথিবীর মানচিত্রে একটি নতুন দেশের অভ্যুদয় বার্তা।

❖ **স্বাধীনতার মূলমন্ত্র:** বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূলমন্ত্র এই ৭ মার্চের ভাষণ। বঙ্গবন্ধু মুখে উচ্চারিত এই ভাষণ সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে শুধু ঐক্যবদ্ধই করেনি, তাদের মুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার মন্ত্রেও দীক্ষিত করেছিল। কারণ এই ভাষণই ছিল মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা।

❖ **বহুমাত্রিক ভাষণ:** বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের গুরুত্ব বহুমাত্রিক। বিশ্ব প্রেক্ষাপটে বিচার করলেও এ ভাষণ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে পরিগণিত হয়, যার মধ্যে নিহিত রয়েছে মুক্তি, স্বাধীনতা, অত্যাচারীদের শোষণ থেকে স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়। কেউ কেউ এ ভাষণকে আব্রাহাম লিংকনের গেটিসবার্গ অ্যাড্রেস বা মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের 'আই হ্যাভ এ ড্রিম'-এর সঙ্গে তুলনা করেন।

৭ মার্চ ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- সাতই মার্চের ভাষণের কোন লিখিতরূপ ছিলনা।
- মাত্র উনিশ মিনিট স্থায়ী ছিলো।
- জাতীয় পরিষদে যাওয়ার জন্য চারটি শর্ত দেন।
- ভাষণটি রেকর্ড করেন জেড এম এ মবিন ও এম এ রউফ।
- ভাষণটি সংরক্ষণে ভূমিকা রাখেন আবুল খায়ের।
- পাকিস্তানিদের হাত থেকে ঐতিহাসিক এ ভাষণ সংরক্ষণ করতে পালিয়ে যান– আমজাদ আলী খন্দকার।
- ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর UNESCO ঐতিহাসিক প্রামাণ্য দলিলে স্বীকৃতি দেয়।

❖ **অর্থনৈতিক মুক্তি:** বঙ্গবন্ধুর এ স্বাধীনতার ডাক দেয়ার পেছনে ছিল বাঙালি জাতির মুক্তি। আর এ মুক্তি হচ্ছে অর্থনৈতিক মুক্তি। ১৯৭৪ সালের ১৮ জানুয়ারি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমি জেনে-শুনেই বলেছিলাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম। কিন্তু মানুষ মুক্তি পাবে সেই দিন, যেদিন অর্থনৈতিক মুক্তি দেয়া হবে বাংলার মানুষকে।' ১৯৭২ সালের ৯ এপ্রিল ঢাকায় আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে সভাপতি হিসেবে দেয়া ভাষণে বঙ্গবন্ধু উল্লেখ করেন, '...অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত না হলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যায়।

www.exambd.net

কোন পরিণতির দিকে 'বাণিজ্য যুদ্ধ'?

দীর্ঘদিন চীনের তৎপরতার ফল হিসেবে এই চুক্তি হতে যাচ্ছে। বিশেষকরে মনে করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ট্রান্স প্যাসিফিক পার্টনারশিপ (টিপিপি) চুক্তির বিকল্প হিসেবে চীন এই চুক্তির দৌড়ঝাঁপ করেছে, যদিও ট্রাম্পের অধীনে যুক্তরাষ্ট্র ২০১৭ সালে এই চুক্তি থেকে বেরিয়ে যায়।

তবে বিশ্বের এই বৃহত্তম মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলের রাজনৈতিক রসায়নটা খুব ভালো নয়। চীন ও জাপানের বিবাদ দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক। অন্যদিকে সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গেও বিবাদে জড়িয়েছে চীন। এমনকি ভারত ও এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের প্রভাব খর্ব করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও ভারত অনানুষ্ঠানিক কৌশলগত ফোরাম গঠন করেছে। ফলে আরসিইপির এই গঠন বৈচিত্র্য বিশ্লেষকদের মনে যথেষ্ট কৌতূহলের জন্ম দিয়েছে।

অন্যদিকে মার্কিন নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরাজয় এবং জো বাইডেন বিজয়ী হওয়ার মধ্য দিয়ে নীতি ও কৌশলগত কী পরিবর্তন আসে, তার দিকেও তাকিয়ে থাকবেন বিশেষকেরা।

টেলিমিডিসিনের সম্ভাবনা ও বাংলাদেশ

টেলিমেডিসিন নতুন নয়। অতীতে পরিচিত চিকিৎসকের কাছ থেকে মানুষ টেলিফোনে নানা পরামর্শ নিতেন। মুঠোফোন চালু হওয়ার পর থেকে মানুষ রোগব্যাধিতে পরামর্শ পাওয়ার পাশাপাশি খুদে বার্তায় ব্যবস্থাপত্র পেতে শুরু করেন। চিকিৎসাপ্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এর সুবিধা নিচ্ছেন চিকিৎসক ও রোগীরা। কিন্তু এটা এত দিন ছিল বিকল্প ব্যবস্থা। মহামারির সময় বেশি মানুষের কাছে প্রধান ব্যবস্থা হয়ে উঠেছে টেলিমেডিসিন।

টেলিমিডিসিন সিস্টেম:

টেলিমেডিসিন বলতে ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহার করে রোগীর লক্ষণগুলির মূল্যায়ন করতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসাসহ চিকিৎসা সম্পর্কিত তথ্য বিনিময়কে বোঝায়। এটি ভিডিও চ্যাটের মাধ্যমে করা হয়, তাই রোগীকে ক্লিনিকে সরাসরি ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে হবে না। ফলে তারা অন্য লোকের সংস্পর্শে যাওয়ার ঝুঁকি এড়াতে পারেন। রোগীর করোনভাইরাস থাকার সন্দেহ থাকলে চিকিৎসক সেটা স্বাস্থ্য বিভাগকে অবহিত করবেন। এছাড়া ডাক্তার প্রয়োজন মনে করলে রোগীকে পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে পাঠানো কিংবা কোয়ারেন্টাইনের নির্দেশ দিতে পারেন। ভার্চুয়াল এই পদ্ধতি বর্তমান করোনাভাইরাসের ছড়িয়ে পড়া রোধে অনেকটা সফল বলে মনে করছেন ডাক্তাররা।

টেলিমেডিসিন যেভাবে আশার আলো: মহামারী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে বিশ্ব টালমাটাল। বিপর্যস্ত অর্থনীতি থেকে সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। এক ধরণের লকডাউনের মধ্যে সবার জন্য সামাজিক দূরত্ব রক্ষা অপরিহার্য। চিকিৎসকরাও নিজে এবং রোগীর কথা বিবেচনা করে এই মহামারী থেকে বাঁচতে চেম্বারে রোগী দেখা বন্ধ করে দিয়েছেন। এ অবস্থায় সময়ের প্রয়োজনে চিকিৎসা সেবায় নতুন ধারার সৃষ্টি হয়েছে; সেটা হলো টেলিমেডিসিন সেবা। এই টেলিমেডিসিন সেবা হলো ভিডিও কলের মাধ্যমে রোগী দেখা এবং রোগীদের ব্যবস্থাপত্র দেয়া। করোনাই মূলত এই পথ দেখিয়েছে। দেশে টেলিমেডিসিন সেবায় কার্যত বিপ্লব ঘটে গেছে।

- ❖ প্রযুক্তি আমাদের সবকিছু সহজ করে দিয়েছে। প্রযুক্তির ছোয়ায় বর্তমান লকডাউনের মধ্যেও গ্রামের একজন সাধারণ মানুষও টেলিফোনে রাজধানীর একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সেবা পাচ্ছেন।
- ❖ এটা বর্তমান সময়ে বড় একটি সেবা। যা চিকিৎসা সেবাকে অনেকটা সহজ করে দিয়েছে। প্রত্যেকটা দুর্যোগে ক্ষতির পাশাপাশি সম্ভাবনাও দেখা দেয়। আর করোনা আমাদেরকে টেলিমেডিসিনের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দিয়েছে।
- ❖ একই সঙ্গে এটা আমাদের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য খুবই উপকারি হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ডা. কনক কান্তি বড়ুয়া বলেন, আমাদের সাধারণ সেবার পাশাপাশি যে সব রোগী বাসা থেকে বের হতে পারেন না তাদের জন্য টেলিমেডিসেন সেবা চালু করেছি।

www.exambd.net

স্বাধীনতার আসন্ন সুবর্ণ জয়ন্তী ও আমাদের প্রত্যাশা

বাংলাদেশ এ বছর স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে পদার্পণ করেছে। স্বাধীনতার সঙ্গে যে ব্যক্তি নাম সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হচ্ছে সে মহান নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। যা একটি জাতির জন্য সত্যিই গর্বের। তার হাসি, তার আঙুল তুলে বজ্রকণ্ঠের ভাষণ, তার ইতিহাসের মহানায়ক হওয়ার পরিচয় বহন করে আমাদের কাছে। এ দেশকে যত দেখি তার অপর পিঠে আমরা বঙ্গবন্ধুকে দেখতে পাই। এ মহান নেতার কারণে আমরা স্বাধীন দেশ পেয়েছি। এ স্বাধীন দেশের বয়স মহাকালের বিচারে ৪৯ বছর খুব বড় সময় নয়। তবে এ সময়ের ব্যবধানে কোনো কোনো জাতির অনেক দূর এগিয়ে যাওয়ার নজিরও আছে।

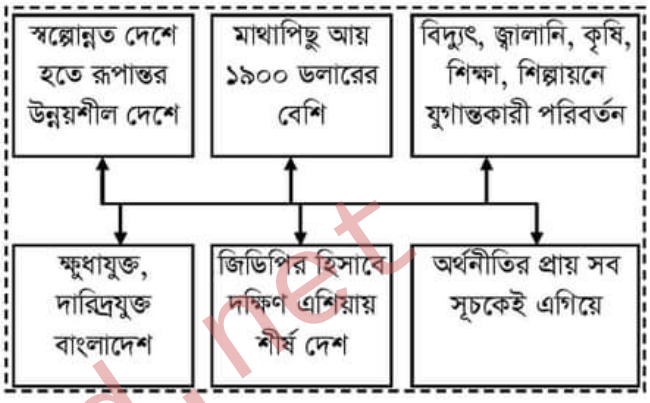

আমাদের এ স্বাধীন দেশও স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে। পরিণত হচ্ছে সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্রে।

সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশ

- ❖ অনেক সূচকে দক্ষিণ এশিয়াকে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ। ফলে আজকের বাংলাদেশ সারাবিশ্বের কাছে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।
- ❖ স্বাধীনতার পর গত ৪৯ বছরে ধান উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ৪ গুণ, যা বিশ্বে চতুর্থ।
- ❖ শাকসবজি উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয়।
- ❖ প্রাকৃতিক উৎস থেকে আসা মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়, যা চীন-ভারতের পরই রয়েছে।
- ❖ মাছ রপ্তানি বেড়েছে ১৩৫ গুণ।
- ❖ **এফএও পূর্বাভাস দিয়েছে,** ২০২২ সাল নাগাদ বিশ্বের যে চারটি দেশ মাছ চাষে বিপুল সাফল্য অর্জন করবে, তার মধ্যে প্রথম দেশটি হচ্ছে বাংলাদেশ। আলু উৎপাদনে সপ্তম এবং প্রতি বছরই উদ্বৃত্ত থাকে বিপুল পরিমাণে।
- ❖ এছাড়া আম উৎপাদনে বিশ্বে সপ্তম এবং পেয়ারায় অষ্টম।
- ❖ ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেছেন। এছাড়া দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নে ৩০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের অনুমোদন দিয়েছে সরকার।
- ❖ শুধু তাই নয়, দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বাড়াতে আগামী পনের বছরে সারাদেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হবে। এর ফলে দেশের রফতানি আয় বৃদ্ধি পাবে অতিরিক্ত ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে প্রায় ১ কোটি মানুষের।
- ❖ চলমান মেগা প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে পদ্মা বহুমুখী সেতু, মেট্রোরেল, পায়রা সমুদ্রবন্দর, সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, মাতারবাড়ী কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র, মৈত্রী সুপার থার্মাল বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং এলএনজি টার্মিনাল।

উন্নয়নের অগ্রযাত্রা: সরকারের টানা নয় বছরে দেশের রাজনীতিসহ সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ শেখ হাসিনার হাতে থাকলেও সে পথ মসৃণ ছিল না। বর্তমান সরকারের সময়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি, ক্রীড়া, পরিবেশ, কৃষি, খাদ্য, টেলিযোগাযোগ, সংস্কৃতি, সামাজিক নিরাপত্তা, মানবসম্পদ উন্নয়ন এমন কোনো খাত নেই যে খাতে অগ্রগতি সাধিত হয়নি। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে গত কয়েক বছরে দেশে অবকাঠামো উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, পুষ্টি, মাতৃত্ব এবং শিশু স্বাস্থ্য, প্রাথমিক শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। যা দেশের গণ্ডি পেরিয়ে প্রশংসিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মহলেও।

এগিয়ে সব সূচকে: দেশ আর্থ-সামাজিক সূচকসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রত্যাশাজনক সাফল্য অর্জন করেছে এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিসহ এখন মেগা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের কাজ অব্যাহতভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের মাথাপিছু আয় ৮৪৩ থেকে ১ হাজার ৯০৯ মার্কিন ডলার, বিনিয়োগ ২৬.২৫ শতাংশ থেকে ৩০.২৭ শতাংশ, রফতানি ১৬.২৩ থেকে ৪২ বিলিয়ন ডলার, রিজার্ভ ১০.৭৫ থেকে ৪২ বিলিয়ন ডলার ।

www.exambd.net

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

"আমি বিশ্বাস করি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন অর্জনে খুব কার্যকর হবে।"

-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোসেপ স্টালিন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ধারণাটি গ্রহণ করে । তাই বিশ্বে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নকারী দেশ রাশিয়া। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি নতুন করে গড়ে তুলতে ১৯৭৩ সালে প্রথম পাঁচসালা বা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দারিদ্র্য দূরীকরণ, সবার জন্য কর্মসংস্থান, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার মতো মৌলিক চাহিদা পূরণ, এবং কৃষির আধুনিকায়নের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ানোই ছিলো প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য। কালের পরিক্রমার জনগণের চাহিদা, দেশের উন্নয়ন বিবেচনায় বিভিন্ন সময়ের সরকার আরো সাতটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এসেছে যার ধারাবাহিকতায় বর্তমানে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক (২০২০-২০২৫) পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে সরকার।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বিনিয়োগের মূল ভিত্তি। এ পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন লক্ষ্য নির্ধারিত হয়। বিনিয়োগের ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর থেকে বাংলাদেশ ও সমান্তর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বিনিয়োগের মূল ভিত্তি। এ পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন লক্ষ্য নির্ধারিত হয়। বিনিয়োগের ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে চলছে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা।

প্রতিপাদ্য→	"কাউকে পিছনে ফেলে নয়"

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং এনইসি'র চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) বৈঠকে **৬৪ লাখ ৯৫ হাজার ৯৮০ কোটি টাকার** প্রাক্কলিত ব্যয় ধরে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ২৯ ডিসেম্বর, ২০২০।

মেয়াদকালঃ ১ জুলাই, ২০২০ সাল থেকে ৩০ জুন, ২০২৫ সাল

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিনিয়োগে অভ্যন্তরীণ সম্পদের ওপর নির্ভর করা হয়েছে। এটি প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ঠিক বিপরীত। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিদেশি অর্থায়ন ছিল ৮৮ শতাংশ এবং দেশীয় অর্থায়ন ছিল ১২ শতাংশ।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজন হবে মোট ৬৪ হাজার ৯৫৯ দশমিক ৮ বিলিয়ন টাকা-	
যার মধ্যে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে আসবে ৮৮ দশমিক ৫ শতাংশ	বিদেশি উৎস থেকে আসবে ১১ দশমিক ৫ শতাংশ

এদিকে মোট বিনিয়োগের মধ্যে-

সরকারি খাত থেকে আসবে	১২ হাজার ৩০১ দশমিক ২ বিলিয়ন টাকা	যার আকার ১৮ দশমিক ৯ শতাংশ
বেসরকারি খাত থেকে আসবে	৫২ হাজার ৬৫৮ দশমিক ৬ বিলিয়ন টাকা	যার আকার ৮১ দশমিক ১ শতাংশ

- **জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা**

  পরিকল্পনায় জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে-

২০২০-২১ অর্থবছর	২০২১-২২ অর্থবছর	২০২২-২৩ অর্থবছর	২০২৩-২৪ অর্থবছর	২০২৪-২৫ অর্থবছর
৭.৪০%	৭.৭০%	৮.০০%	৮.৩২%	৮.৫১ %

- **মূল্যস্ফীতি**

  চলতি অর্থবছরে সার্বিক মূল্যস্ফীতির লক্ষ ধরা হয়েছে ৫ দশমিক ৫ শতাংশ। আগামী ২০২১-২০২২ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছর পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে মূল্যস্ফীতি নেমে আসবে ৪ দশমিক ৮ শতাংশে।

২০২০-২১ অর্থবছর	৫.৪%
২০২১-২২ অর্থবছর	৫.৩%
২০২২-২৩ অর্থবছর	৫.২%
২০২৩-২৪ অর্থবছর	৪.৯%
২০২৪-২৫ অর্থবছর	৪.৮%

www.exambd.net

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কিছু অর্থনৈতিক সুচকের প্রক্ষেপণ

ক.	জিডিপির প্রবৃদ্ধি	বছরে গড় জিডিপির প্রবৃদ্ধি হবে ৮ শতাংশ হারে ও মেয়াদান্তে হবে ৮.৫১ শতাংশ।
খ.	দারিদ্র্যের হার	মেয়াদান্তে দারিদ্র্যের হার ১৫.৬ শতাংশে ও অতি দারিদ্র্যের হার ৭.৪ শতাংশে দাঁড়াবে।
গ.	কর্মসংস্থান	কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে ১১.৩৩ মিলিয়ন, যার মধ্যে বৈদেশিক কর্মসংস্থান হবে ৩.২৫ মিলিয়ন এবং শ্রমবাজারে যুক্ত হবে ৭.৮১ মিলিয়ন শ্রমশক্তি।
ঘ.	কর-জিডিপি'র অনুপাত	কর-জিডিপি'র অনুপাত ১২.৩ শতাংশ।
ঙ.	প্রত্যাশিত গড় আয়ু	মেয়াদান্তে প্রত্যাশিত গড় আয়ু হবে ৭৪ বছর।
চ.	বিদ্যুতের আওতাভুক্ত	২০২১ সালের মধ্যে শতভাগ জনগণকে বিদ্যুৎ সেবার আওতায় আনা এবং মেয়াদান্তে ৩০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে।

ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়নে মোট পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থাকছে ৪টি। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হচ্ছে এর প্রথম। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এবং সরকারের ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহার অনুসরণ করা হবে। বাংলাদেশ ইতেমধ্যে নিম্ন মধ্যম আয়ের মর্যাদা অর্জন করেছে এবং স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে প্রাথমিক উত্তরণের ভিত্তি স্থাপন করেছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২৬ সালের মধ্যে এলডিসি থেকে উত্তরণ এবং এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক হবে।

"অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হবে এসডিজি বাস্তবায়নের ভিত্তি।"

—মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

অর্থনীতি সচলে 'ভ্যাকসিন পাসপোর্ট'

ভ্যাকসিন পাসপোর্ট হবে কোভিড-১৯ এর টিকাগ্রহণের প্রমাণপত্র, যেটা স্মার্টফোন অ্যাপ্লিকেশন হতে পারে, বা যাদের স্মার্টফোন নেই তাদের জন্য হতে পারে লিখিত সনদ। 'ভ্যাকসিন পাসপোর্ট' বলতে এমন একটি সার্টিফিকেট বোঝায়, যেখানে কেউ ভ্যাকসিন নিয়েছেন কি না, সেইসব বিস্তারিত লেখা থাকে। কোনো প্রতিষ্ঠানের সই ও সিল থাকা সার্টিফিকেট অথবা স্মার্টফোনের কিউআর কোডের আকারেও ভ্যাকসিন পাসপোর্ট হতে পারে। ভ্যাকসিন পাসপোর্টধারী যে কোনো স্থানে যেমন জনাকীর্ণ কনসার্ট- প্রবেশের সুযোগ পাবেন অন্য একটি দেশে ভ্রমণ করতে পারবেন, যার জন্য বৈধ পাসপোর্ট ও ভিসার পাশাপাশি টিকাগ্রহণের প্রমাণ দেখানোর বাধ্যবাধকতা রয়েছে। টিকাগ্রহণের এ ধরনের প্রমাণপত্র স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে যাওয়ার একটা উপায় হয়ে উঠতে পারে। এর ফলে যেমন ব্যক্তি মানসিক স্বস্তিও অনুভব করবেন, জনাকীর্ণ স্থানগুলোও আরেকটু নিরাপদ হয়ে উঠতে পারে। ২০২০ সাল থেকে করোনার ভয়াবহতায় বিশ্বব্যাপী লকডাউন, সীমান্ত চলাচল বন্ধ ও ব্যক্তিগত ঘোরাঘুরির স্বাধীনতা কমে যাওয়ার পর মহামারির বর্তমান পর্যায়ে 'ভ্যাকসিন পাসপোর্ট' ধারণাটি কয়েকটি দেশে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। অর্থনীতিকে পুনর্জীবিত করতে আন্তর্জাতিক ভ্রমণ ও সীমান্ত খুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে ভ্যাকসিন পাসপোর্ট একটি আকর্ষণীয় ধারণা।

"বাহরাইন ও চীনসহ বেশ কয়েকটি দেশ ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিক ভ্রমণ চালু করতে ও অর্থনীতি বাঁচাতে নিজেদের মতো করে সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়া চালু করেছে।"

- কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা

বেশ কয়েকটি দেশে যেসব নাগরিকরা করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিন নিয়েছেন, তাদেরকে ডকুমেন্ট বা সার্টিফিকেট দেওয়ার কথাও বিবেচনা করা হচ্ছে। কয়েকটি দেশ ইতোমধ্যেই নিজেদের মতো করে ভ্যাকসিন পাসপোর্ট বা সার্টিফিকেট ব্যবহার করতে শুরু করেছে।

❖ **'ভ্যাকসিন পাসপোর্ট' এর সম্ভাব্য বৈশিষ্ট্য:**

ভ্যাকসিন পাসপোর্ট এর সম্ভাব্য বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী বলেন,

"আমরা ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে সবাই কার্ড পেয়েছি। ওই কার্ডে কিউআর কোড আছে। এখন আমরা ডাটাবেজ তৈরি করবো। ডাটাবেজ জাতীয় পরিচয় পত্র (এনআইডি) বা পাসপোর্ট দিয়ে যাতে ভেরিফাই করা যায়, সেই ব্যবস্থা থাকবে। দ্বিতীয় ডোজ টিকা নেওয়ার পরই স্বয়ংক্রিয়ভাবে টিকা সার্টিফিকট পাওয়া যাবে। এটা না পেলে ভ্যাকসিন পাসপোর্ট পাওয়া যাবে না। টিকা সার্টিফিকেটের অর্থ হলো দুই ডোজ টিকা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া কার্ডটি কেমন হবে, সেটা এখনও পুরোপুরিভাবে বলা না গেলেও এটুকু বলতে পারি এটার হার্ডকপি প্রিন্ট নেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। মোবাইলে কিউআর (কুইক রেসপন্স) কোড থাকতে পারে।"

www.exambd.net

- ✓ নিউ ইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাজ্য, যেখানে প্রযুক্তি কোম্পানি আইবিএমের 'এক্সেলসিওর পাস' অ্যাপ ব্যবহার করে 'ডিজিটাল ভ্যাকসিন পাসপোর্ট' চালু করা হয়েছে। অ্যাপটিতে সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির 'কিউআর কোড' প্রদর্শিত হয় যা, ওই ব্যক্তির টিকাগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করে। ব্রুকলিন নেটসের একটি বাস্টেটবল ম্যাচ ও নিউ ইয়র্ক রেঞ্জার্সের হকি ম্যাচে এই অ্যাপের কার্যকারিতার পরীক্ষা চালিয়েছে রাজ্য কর্তৃপক্ষ।
- ✓ চীনও নিজেদের মতো করে ভ্যাকসিন পাসপোর্টের নিজস্ব সংস্করণ প্রবর্তন করেছে। ওই সার্টিফিকেটে করোনা পরীক্ষার ফল ও ভ্যাকসিনের বিস্তারিত জানা যাবে।
- ✓ বাহরাইনও একইরকম একটি প্রক্রিয়া চালু করেছে। অন্যদিকে, ডেনমার্ক ও সুইডেনও তাদের নিজস্ব করোনা ভ্যাকসিন সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়া শুরু করতে প্রস্তুতি নিচ্ছে।
- ✓ ইউরোপীয় ইউনিয়নে ভ্যাকসিন সার্টিফিকেটের একটি ডিজিটাল সংস্করণ নিয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে। এর ফলে গরমের ছুটিতে ইউরোপীয়দের ভ্রমণ সহজ হবে।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম

কোভিড-১৯ পরিস্থিতি

কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাস বিশ্বব্যাপী এক ভয়াবহ বিপর্যয়পূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি করেছে, যা হতে আমাদের দেশেও মুক্ত নয়। ৩ অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত সারা বিশ্বে কোভিড-১৯ এ আক্রান্তের সংখ্যা ২৩ কোটি ৫১ লাখ এবং প্রাণহানির সংখ্যা ৫০ লাখ ছাড়িয়েছে। বাংলাদেশ আক্রান্তের সংখ্যা ১৫ লাখ ৫৭ হাজার এবং প্রাণহানির সংখ্যা ২৭ হাজার ছাড়িয়েছে। স্বাধীনতার পর হতে বিগত ৫০ বছরে নানাবিধি চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আমরা আজ অর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপে উন্নতি হয়েছি। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকারের গত ১২ বছরের ধারাবাহিক উন্নয়নের ফলে আমরা দারিদ্র্য দূর করে ও স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে বের হয়ে এসে একটি উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথ যাত্রা করছি। কিন্তু জাতীয় জীবনের এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় করোনাভাইরাসজনিত সংকটে আমাদের অর্থনীতির প্রাণচাঞ্চল্য, দারিদ্র্য বিমোচন ও অন্যান্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতিকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

বাংলাদেশের এই ভাইরাস প্রথম রোগী শনাক্ত হয় গত ২০২০ সালের ৮ই মার্চ তারিখে। কিন্তু এর আগেই ভাইরাসটির চীন, ইউরোপ-আমেরিকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে এ বছরের জানুয়ারি মাস থেকেই আমাদের আমদানি-রপ্তানিসহ অর্থনীতি অন্যান্য সেক্টরে এর নেতিবাচক প্রভাব দেখা দিতে শুরু করে। এই প্রেক্ষাপটে প্রাদুর্ভাব শুরুর সাথে সাথেই সরকার এই সংকট মোকাবেলায় দ্রুত উদ্যোগ নেয়। আমাদের অর্থনীতিতে প্রথম আঘাতটি আসে ইউরোপ-আমেরিকা আমাদের রপ্তানিমুখী পোশাকশিল্প রপ্তানি আদেশ বাতিলের মাধ্যমে যার ফলে এই খাতের প্রায় ৫০ লাখ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হুমকির মধ্যে পড়ে। কোন ধরনের কালক্ষেপণ না করে মার্চের ৩১ তারিখেই রপ্তানি খাতের শ্রমিকদের বেতন-ভাতা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান টিকিয়ে রাখতে ৫ হাজার কোটি টাকার একটি জরুরী তহবিল চালু করি। ভাইরাস নিয়ন্ত্রণের সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে গিয়ে গত বছরের মার্চের শেষ সপ্তাহের হতে মে মাস পর্যন্ত দীর্ঘ ছুটির কারণে দেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবিরতা দেখা দেয়। এ থেকে উত্তরণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত বছর ৫ এপ্রিল তারিখেই ৬৭ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার চারটি প্যাকেজ ঘোষণা করেন। গত এক বছরে ধীরে ধীরে এই প্যাকেজের আওতা বর্ধিত হয়েছে এবং নতুন নতুন সেক্টর ও ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে সহায়তার জন্য প্যাকেজের আওতা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এই পর্যন্ত মোট ১ লাখ ২৮ হাজার ৪৪১ কোটি টাকার ২৩টি প্রণোদনা প্যাকেজ (বর্তমানে ঘোষিত ৫টি সহ মোট ২৮টি) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেছেন যা জিডিপির ৪ দশমিক ৩ শতাংশ।

- ২৩টি প্রণোদনা প্যাকেজ (বর্তমানে ঘোষিত ৫টি সহ মোট ২৮টি)
- মোট আর্থিক মূল্য ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৪৪১ কোটি টাকা
- জিডিপি'র প্রায় ৪.৩ শতাংশ।

www.exambd.net

মুদ্রানীতি (২০২১-২২)

আগামী এক বছরে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ দ্বিগুণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির এই লক্ষ্যমাত্রার কারণে এই মুদ্রানীতিকে 'সম্প্রসারণমূলক' মুদ্রানীতি বলছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এদিকে, বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ঘোষিত এই মুদ্রানীতিকে পুঁজিবাজার বান্ধব বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি পেলে স্বাভাবিকভাবে পুঁজিবাজারেও তারল্য প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। যা পুঁজিবাজারের জন্য হবে খুবই ইতিবাচক। দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এক অর্থবছরে দুটি মুদ্রানীতি (জুলাই-ডিসেম্বর এবং জানুয়ারি-জুন) ঘোষণা করে আসছিল। কিন্তু 'বিশেষ তাৎপর্য' নেই বলে ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে বছরে একটি মুদ্রানীতি ঘোষণা করা হচ্ছে।

সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজগুলো বাস্তবায়নে চতুর্মূখী পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। যার আওতায় নতুন উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিতে নীতিগত সকল উপায় গ্রহণ করে সমর্থন দেবে বাংলাদেশ ব্যাংক।

মহামারির অভিঘাত সত্ত্বেও দেশের অর্থনীতি ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬.১ শতাংশ প্রকৃত প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। এমনকি গত বছর ৫.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হওয়ার যে আভাস দেওয়া হয় এটি তার চাইতেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বেশি। প্রবৃদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে কৃষি ও শিল্প খাত। গেল অর্থবছরে এ দুটি খাত সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নজিরবিহীন প্রবৃদ্ধি সহায়ক নীতিমালার সুবিধা পায়। অন্যদিকে, সিপিআই বা ভোক্তামূল্য ভিত্তিক গড় মূল্যস্ফীতি ২০২০ অর্থবছরে ৫.৬৫ শতাংশ থেকে কমে ৫.৫৬ শতাংশে নেমে এসেছে। তবে ২০২১ অর্থবছরের জন্য যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল সেই ৫.৪০ শতাংশে নামেনি।

এ বাস্তবতায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ২০২১-২২ অর্থবছরের মুদ্রানীতি সংক্রান্ত বিবৃতি বলছে ২০২২ অর্থবছরেও বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি আগের সম্প্রসারণমূলক ও সংকুলানমুখী মুদ্রানীতি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ অব্যাহত রেখে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কাঙ্ক্ষিত পুনরুদ্ধারে সমর্থন দানের পাশাপাশি মূল্যস্ফীতিকে নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখতে এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে। নির্ধারিত উৎপাদনশীলতা অর্জনে দরকারি তহবিল যোগানের উদ্যোগ অব্যাহত রাখা হবে। এছাড়া, বিশ্ববাজারে তেলসহ সকল ধরনের জ্বালানি ও ভোগ্যপণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে কৃষি শস্যের উৎপাদন ক্ষতির শিকার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, যা আগামী দিনগুলোয় মূল্যস্ফীতির চাপ বাড়াবে।

www.exambd.net

নতুন মুদ্রানীতিতে (২০২১-২২) যা যা আছে		
ক্রমিক	সূচক	প্রক্ষেপণ
১	অর্থ সরবরাহ নির্ধারণ	১৫ %
২	অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি	১৭.৮ %
৩	ঋণের লক্ষ্য সরকারের চাহিদা অনুযায়ী ব্যাংক ব্যবস্থা হতে	৩৬.৬ %
৪	ঋণ বৃদ্ধির সংকুলান বেসরকারি খাতে	১৪.৮ %
৫	নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ প্রবৃদ্ধি	১৬.৫ %
৬	নিট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি	১০.৪ %
৭	বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৫২ হাজার মিলিয়ন ডলার

নতুন মুদ্রানীতি 'সম্প্রসারণমূলক ও সংকুলানমুখী'

সম্প্রসারণমূলক রাজস্ব ও মুদ্রানীতির আওতায় গৃহীত নীতি সহায়তার ফলে ব্যাংকিং খাতে উদ্বৃত্ত তারল্য ও তরল সম্পদের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলেও করোনা মহামারির প্রভাবে সামষ্টিক অর্থনীতি এখনো প্রয়োজনীয় মাত্রায় ঘুরে দাঁড়ায়নি। এ পরিস্থিতিতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.২ শতাংশ ও মূল্যস্ফীতি ৫.৩ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখার লক্ষ্যকে সামনে রেখে মুদ্রানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। মহামারির ক্ষতিকর প্রভাব কাটিয়ে দেশীয় অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি মানসম্মত নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করতে অত্যন্ত সতর্কতার সাথেই সম্প্রসারণমূলক ও সংকুলানমুখী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই মুদ্রানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে।

আশ্রয়ণ প্রকল্প: অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে শেখ হাসিনা মডেল

বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং পর্যায়ক্রমে সেগুলো বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন। অদম্য অগ্রযাত্রায় এগিয়ে চলেছে দেশ। এই উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে দরিদ্রতা। জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের সময় বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার ছিল ৪১.৫ শতাংশ। একটানা ৩ মেয়াদে সরকার পরিচালনা করে অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে গণ সাড়ে ১২ বছরে তিনি এ হার ২০.৫ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হতে হলে দারিদ্র্যের হার আরও কমাতে হবে। দেশের অসহায়-দরিদ্র প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় যুক্ত করতে হবে।

বিপন্নে আশ্রয় ও গৃহহীনে গৃহ

'আশ্রয়ণ' প্রকল্পের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভূমিহীন-গৃহহীন ছিন্নমূল মানুষকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের আওতায় আনছেন। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন- *'বাংলাদেশে একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না।'* প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশের ৬৪ জেলার ভূমিহীন ও গৃহহীনদের তালিকা করা হয়। এ তালিকায় সংযোজন-বিয়োজন উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির তত্ত্বাবধানে একটি চলমান প্রক্রিয়া।

তালিকা অনুযায়ী 'ক শ্রেণি' অর্থাৎ একেবারেই ভূমিহীন ও গৃহহীন ২ লাখ ৯৩ হাজার ৩৬১ পরিবারের তালিকা প্রস্তুত করা হয়। এ ছাড়া যার জমি আছে কিন্তু ঘর নেই অথবা জরাজীর্ণ ও ভঙ্গুর ঘর রয়েছে এমন 'খ শ্রেণি'ভুক্ত ৫ লাখ ৯২ হাজার ২৬১টি পরিবারের তালিকা করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় **২০২১ সালের জুন পর্যন্ত ৪ লাখ ৪২ হাজার ৬০৮টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।** তালিকাভুক্ত সব পরিবার পর্যায়ক্রমে পুনর্বাসিত হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন নোয়াখালী, বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চর পোড়াগাছা গ্রাম পরিদর্শন করেন এবং নদীভাঙনকবলিত ভূমিহীন-গৃহহীন অসহায় পরিবারগুলোকে গুচ্ছগ্রামে পুনর্বাসিত করেন। কক্সবাজার ও অন্যান্য উপকূলীয় অঞ্চলে ১৯৯৭ সালের ১৯ মে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ মে টেকনাফ উপজেলার সেন্টমার্টিন পরিদর্শন করে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহহীন গরিব পরিবারগুলোকে পুনর্বাসনের নির্দেশনা দেন। প্রধানমন্ত্রী সে বছরই দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষের জন্য 'আশ্রয়ণ' প্রকল্প চালু করেন।

আশ্রয়ণ মানে কেবল আবাসনের ব্যবস্থা নয়; বরং এর পরিধি আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত। উপকারভোগীরা দুই শতাংশ করে জমি পেয়েছেন; একটি অর্ধপাকা দুই কক্ষের ঘর পাচ্ছেন; বিনা মূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ লাগছে এখানে এবং এতে রয়েছে গোসলখানা, টয়লেট ও রান্নাঘর। গৃহসহ জমি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নামে যৌথভাবে দলিল করে দেওয়া হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগানো হচ্ছে। প্রতি দশটি পরিবারের সুপেয় পানির জন্য থাকছে একটি করে নলকূপ। ফলে ডায়রিয়াসহ পানিবাহিত রোগ থেকে মুক্ত থাকবেন সুবিধাভোগীরা। তাদের স্বাস্থ্যসেবার জন্য নির্মিত হচ্ছে কমিউনিটি ক্লিনিক। আশ্রয়ণের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। শিশু-কিশোরদের শরীর গঠন ও বিনোদনের জন্য প্রকল্প এলাকায় রয়েছে খেলার মাঠ। একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আধুনিক গ্রামের সব নাগরিক সুবিধাই থাকছে আশ্রয়ণ প্রকল্পে। মাতৃত্বকালীন, বয়স্ক, বিধবা বা অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় ভাতাপ্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার পাচ্ছেন তারা। অর্থাৎ একজন নিঃস্ব ব্যক্তিকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মানবসম্পদে পরিণত করে আত্মপ্রত্যয়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে।

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন দরিদ্রতা সম্পর্কে বলেছেন,

'খাদ্য ও অন্যান্য সামাজিক সুবিধাদির ওপর জনগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ বা অধিকার প্রতিষ্ঠাতে অসামর্থ্য হওয়ার কারণেই অর্থাৎ ফেইলিওর অব এন্টাইটেলমেন্ট বা স্বত্বাধিকার নিশ্চিত করতে ব্যর্থতার কারণে সমাজে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যদশা দেখা দেয়।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্পদের সুষম বণ্টনের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে হতদরিদ্র ভিক্ষুক, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত, ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল মানুষকে ভূমি ব্যবহারের আওতায় এনে অন্যান্য সামাজিক সুবিধাপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

জলবায়ু উদ্বাস্তু, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, তৃতীয় লিঙ্গ, বেদে, দলিত, হরিজনসহ সমাজের পিছিয়ে পড়া অন্যান্য সম্প্রদায়কেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এ কর্মসুচিতে। বিশ্বে এটি প্রথম ও সর্ববৃহৎ উদ্যোগ, যাতে রাষ্ট্রের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে মূলস্রোতে তুলে আনার জন্য সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে বাসস্থান নির্মাণ করে দেওয়া হচ্ছে।

আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সব নাগরিকের জন্য মৌলিক উপকরণপ্রাপ্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২০১৮ সালের **নির্বাচনী ইশতেহারের ৩.১৩ অনুচ্ছেদ** অনুযায়ী দারিদ্র্য বিমোচন, বৈষম্য হ্রাস এবং সবার জন্য বাসস্থানের অধিকার নিশ্চিত করা হচ্ছে।

www.exambd.net

বাংলাদেশের জিআই/ ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য

জিআই/ ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য:

ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) হচ্ছে কোনো সামগ্রীর ব্যবহার করা বিশেষ নাম বা চিহ্ন। এই নাম বা চিহ্ন নির্দিষ্ট সামগ্রীর ভৌগোলিক অবস্থিতি বা উৎস (যেমন একটি দেশ, অঞ্চল বা শহর) অনুসারে নির্ধারণ করা হয়। ভৌগোলিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সামগ্রী নির্দিষ্ট গুণগত মানদণ্ড বা নির্দিষ্ট প্রস্তুত প্রণালী অথবা বিশেষত্ব নিশ্চিত করে। ভৌগোলিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিভিন্ন সামগ্রী নির্দিষ্ট অঞ্চলটিতে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করার অধিকার এবং আইনি সুরক্ষা প্রদান করে।

বাংলাদেশের জিআই/ ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য- ৯টি।

#	জিআই/ ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য	স্বীকৃতি
১	জামদানি	১৭ নভেম্বর ২০১৬ বাংলাদেশের প্রথম জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পায় জামদানি।
২	ইলিশ মাছ	৬ আগস্ট ২০১৭ DPDT জাতীয় মাছ ইলিশ-কে বাংলাদেশী পণ্য হিসাবে বিশ্ব স্বীকৃতি অর্জনের কথা ঘোষণা করে। এর ফলে ইলিশ বাংলাদেশের দ্বিতীয় জিআই পণ্য হিসাবে নিবন্ধিত হয়।
৩	ক্ষীরষাপাতি আম	২৭ জানুযারি ২০১৯ তারিখে ক্ষীরষাপাতি আমকে বাংলাদেশের ৩য় জিআই পণ্য (foodstuff) হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
৪	মসলিন	২০২০ সালের ৩০ ডিসেম্বর মসলিনকে বাংলাদেশের ৪র্থ জিআই পণ্য বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
৫	রাজশাহীর সিল্ক	২০২১ সালের ২৬ এপ্রিল রাজশাহীর সিল্ককে বাংলাদেশের ৫ম জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেতে যাচ্ছে।
৬	রংপুরের শতরঞ্জি	২০২১ সালের ২৬ এপ্রিল রংপুরের শতরঞ্জি কে বাংলাদেশের ৬ষ্ঠ জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেতে যাচ্ছে।
৭	চিনিগুঁড়া চাল	২০২১ সালের ২৬ এপ্রিল চিনিগুঁড়া চালকে বাংলাদেশের ৭ম জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেতে যাচ্ছে।
৮	দিনাজপুরের কাটারীভোগ	২০২১ সালের ২৬ এপ্রিল দিনাজপুরের কাটারিভোগকে বাংলাদেশের ৮ম জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেতে যাচ্ছে।
৯	বিজয়পুরের সাদামাটি	২০২১ সালের ২৬ এপ্রিল বিজয়পুরের সাদামাটিকে বাংলাদেশের ৯ম জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেতে যাচ্ছে।

www.exambd.net

MDG অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্য

২৪ নভেম্ববর, ২০১৬ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, ''মিলেনিয়াম ডিভলেপমেন্ট গোলস এন্ড পিরিয়ড ষ্টেক টেকিং এন্ড ফাইনাল ইভালুয়েশন রিপোর্ট ২০০০-২০১৫'' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকল্প করে। এই প্রতিবেদনে এমডিজি অর্জনে বাংলাদেশকে সফল দেখানো হয়েছে। আটটি লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত ২১টি টার্গেটের মধ্যে ১৩টি নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই অর্জন সম্ভব হয়েছে। এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শুধু ৭ম লক্ষ্য বনায়ন ছাড়া অবশিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান ও আফগানিস্তানকে ছাড়িয়ে গেছে।

নিম্নে এমডিজি অর্জন উল্লেখ করা হলো:-

১. **১নং লক্ষ্য- চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল করা:** এম.ডি.জি শেষে জাতীয় দারিদ্রের হার ৫৬.৭% থেকে ২৮.৪% এ নামিয়ে আনার টার্গেট ছিল। ২০১২ সালে দারিদ্র্যের হার নেমে এসেছে ২৪.৮% এ।

২. **২নং লক্ষ্য- সার্বজনীন শিক্ষা:** সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ টার্গেট ছিল শতভাগ শিশুকে স্কুলে ভর্তি করাতে হবে। ২০১৫ সালের হিসাবে প্রাথমিকে শিশু ভর্তির হার ৯৮%।

বঙ্গবন্ধু মানমন্দির: মহাকাশ উপলব্ধি করতে চায় বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে 'বঙ্গবন্ধু' শেখ মুজিবুর রহমান স্পেস অবজারভেটরি সেন্টার' নামে ১০০ মিটার উচ্চতার এই সেন্টারের মঞ্চ থেকে টেলিস্কোপের মাধ্যমে মহাকাশ অবলোকন করতে পারবেন দেশ-বিদেশের মানুষ। ভোগৌলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার ভাঙ্গারদিয়া গ্রামের দক্ষিণ অংশে মহাকাশ অবলোকন সেন্টার করবে সরকার। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্পেস অবজারভেটরি সেন্টার' নামে ১০০ মিটার উচ্চতার এই সেন্টারের মঞ্চ থেকে টেলিস্কোপের মাধ্যমে মহাকাশ অবলোকন করতে পারবেন দেশ-বিদেশের মানুষ।

পৃথিবীতে তিনটি পূর্ব পশ্চিম বিস্তৃত রেখা আছে। এগুলো হলো- কর্কট ক্রান্তি, মকর ক্রান্তি এবং বিষুব রেখা। ঠিক একইভাবে চারটি উত্তর দক্ষিণ বিস্তৃত রেখা আছে। এগুলো হলো শূন্য ডিগ্রি, ৯০ ডিগ্রি, ১৮০ ডিগ্রি এবং ২৭০ ডিগ্রি দ্রাঘিমা। চারটি উত্তর-দক্ষিণ রেখা এবং তিনটি পূর্ব-পশ্চিম রেখা, সব মিলিয়ে ১২ জায়গায় ছেদ করেছে। ১২টি বিন্দুর ১০টি বিন্দুই পড়েছে সাগরে মহাসাগরে। এর মধ্যে শুধু দুইটি ছেদবিন্দু পড়েছে স্থলভাগে। এর একটি পড়েছে সাহারা মরুভূমিতে আর অন্য বিন্দুটি বাংলাদেশে। আরও নির্দিষ্ট করে বললে কর্কট ক্রান্তি এবং ৯০ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমার ছেদবিন্দুটি পড়েছে ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলায়। এ কারণে ফরিদপুরের ভাঙ্গায় বঙ্গবন্ধুর নামে 'মানমন্দির' নির্মাণ করা হচ্ছে। সহজে যাতায়াত করা যায়, এমন একমাত্র ছেদস্থল ভাঙ্গারদিয়ায় এ কেন্দ্র স্থাপন করা হলে বিদেশ থেকেও পর্যটকরা আসবেন। পদ্মা সেতু চালু হলে সেখানে যাতায়াতও খুব সহজ হবে। কয়েক মাস আগে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন কমিটির এক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে বিষয়টি উত্থাপন করেন লেখক, পদার্থবিদ ও শিক্ষাবিদ ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল।

প্রকল্প প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ১০ একর ভূমির ওপর ৫ তলা বৃত্তাকার (এনুলার) ভবন হবে। ওই ভবনের মাঝ থেকে পৃথক স্থাপনার উপর ভূমি থেকে ১০০ মিটার উচ্চতায় এক মিটার ব্যাসের মূল অবজারভেটরি টাওয়ার উপরে উঠে যাবে। ওই টাওয়ারে প্রতিফলক টেলিস্কোপের উপযোগী ১০ মিটার ব্যাসের একটি আনুভূমিকভাবে ঘূর্ণনক্ষম প্লাটফর্ম থাকবে। সেখান থেকে টেলিস্কোপের মাধ্যমে ওই ভাঙ্গার ছেদস্থলসহ মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করা যাবে। অবজারভেটরি টাওয়ারের নিচ তলা এবং বৃত্তাকার প্লাটফরমটি সহযোগী অবজারভেটরি হিসেবে কাজ করবে।

মহীসোপান কী: মহীসোপানের ব্যাপারে ভারত ও বাংলাদেশের বিরোধ

মহীসোপান হচ্ছে সমুদ্রের দিকে এবং পানির নীচে উপকূলীয় স্থলভাগের বর্ধিত বা সম্প্রসারিত অংশ। ১৯৫৮ সনের কনভেনশনের ধারা-১ অনুসারে রাষ্ট্রীয় সমুদ্রের বাইরে কিন্তু তদসংলগ্ন জলরাশির তলদেশ ও তার অন্তর্ভূমি যা ২০০ মিটার জলের গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত বা তার বাইরে যে এলাকায় কারিগরি উৎকর্ষতা দ্বারা সম্পদ আহরণ সম্ভব তাকেই মহীসোপান বলে অ্যাখ্যায়িত করা হয়েছে। মহীসোপানের সামগ্রিক ভূ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ বিবেচনায় এনে ১৯৮২ সনের কনভেনশনে এর পূর্ণাঙ্গ আইনগত রুপ দেবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। সে হিসেবে মহীসোপানকে পানির নীচে উপকূলীয় রাষ্ট্রের স্থলভাগের বর্ধিত অংশ হিসেবে অ্যাখ্যায়িত করা হয়েছে, যা মহীসোপানীয় বৃদ্ধি পর্যন্ত বিস্তৃত। এর পরই গভীর সমুদ্রের শুরু। ১৯৮২ সনের কনভেনশনের ধারা ৭৬ অনুযায়ী "মহীসোপান হচ্ছে মহীসোপনীয় প্রান্ত (continental margin) পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূলীয় রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় সমুদ্রের বাইরের জলরাশির সমুদ্র তলদেশ ও অন্তর্ভূমি(sub-soil) যা তার স্থলভাগেরই স্বাভাবিক বর্ধিত অংশ। যে ভিত্তিরেখা থেকে রাষ্ট্রীয় সমুদ্রের দূরত্ব মাপা হয় সেখান থেকে পরিমাপ করলে যেখানে মহাসোপানীয় প্রান্তের বহিঃসীমা ২০০ মাইলের কম সেখানে মহীসোপানের বিস্তৃতি ভিত্তিরেখা হতে ২০০ মাইল পর্যন্ত ধরা হবে।

সামুদ্রিক জরিপে দেখা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মহীসোপানের (প্রান্ত পর্যন্ত) বিস্তৃতি ২০০ মাইল বা তার কম। এসব ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অঞ্চলের সম্পদ ভোগই মহীসোপানের অধিকারের ভোগের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু কোন কোন এলাকায় মহীসোপানের বিস্তৃতি ২০০ মাইলের বেশি হতে পারে, যেমন- অষ্ট্রেলিয়া ও মাদাগাস্কার উপকূলের কোন কোন এলাকায় মহীসোপান ৫০০/৬০০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সমস্ত এলাকায় কনভেনশনে উপকূলীয় রাষ্ট্রকে আরো ১৫০ মাইলের অধিকার প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে ভূ তাত্ত্বিকভাবে মহীসোপানের বিস্তৃতি থাকলে উপকূলীয় রাষ্ট্র ভিত্তিরেখা হতে মোট ৩৫০০ মাইল পর্যন্ত তার উপর সম্পদের অধিকার পাবে। তবে স্বর্তব্য যে, উন্মুক্ত সমুদ্রের মর্যাদা প্রথম ২০০ মাইলের মধ্যে প্রযোজ্য নয়।

www.exambd.net

এ অঞ্চলের উপকূলীয় রাষ্ট্রসমূহের অধিকার ও কর্তব্যঃ ১৯৮২ সনের কনভেনশনের ধারা ৭৭ অনুযায়ী মহীসোপানে উপকূলীয় রাষ্ট্রের অধিকারসমূহের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মহীসোপানের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর উপকূলীয় রাষ্ট্রের একচ্ছত্র এবং সার্বভৌম অধিকার রয়েছে। এ সম্পদ উপকূলীয় রাষ্ট্র আহরণ বা উত্তোলন না করলেও তার অধিকার বহাল থাকবে। কেউ তার বিনা অনুমতিতে এখানে কোন কমকান্ড পরিচালনা করতে পারবে না। মহীসোপানের প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে শুধু খনিজ ও অন্যান্য অজৈব সম্পদকেই বোঝানো হয়নি, আসনাশ্রিত(sedentar) জৈব প্রজাতিও এর আওতাভূক্ত সম্পদের অধিকার বাস্তবায়নের জন্য উপকূলীয় রাষ্ট্র মহীসোপান এলাকায় প্রয়োজনীয় স্থাপনা, কাঠামো ইত্যাদি তৈরি করতে পারবে। ধারা ৮২তে প্রস্তাব করা হয়েছে যে, উপকূলীয় রাষ্ট্র ২০০ মাইলের পরে ১৫০ মাইল পর্যন্ত মহীসোপান এলাকা থেকে উত্তোলিত সম্পদের আয়ের একটা অংশ সমুদ্র তলদেশ কর্তৃপক্ষকে (ISA)প্রদান করবে যা উন্নয়নশীল দেশ ও স্থলবদ্ধ দেশের বিশেষস্বার্থ বিবেচনা করে ন্যায়পরতার ভিত্তিতে কনভেনশনের পক্ষরাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বন্টন করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মহীসোপানের ব্যাপারে ভারত ও বাংলাদেশঃ বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের মহীসোপানের দাবির বিষয়ে জাতিসংঘে আপত্তি তুলেছে ভারত। সমুদ্রপৃষ্ঠের যে বেসলাইনের ভিত্তিতে বাংলাদেশ মহীসোপান নির্ধারণ করেছে, তা ভারতের মহীসোপানের একটি অংশ। তাই ভারত জাতিসংঘের মহীসোপান নির্ধারণবিষয়ক কমিশনে বাংলাদেশের দাবিকে বিবেচনায় না নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে। ভারতের আগে এ বছরের জানুয়ারিতে বাংলাদেশের দাবির বিষয়ে পর্যবেক্ষণ দিয়েছে মিয়ানমার। কিন্তু ভারতের মতো বাংলাদেশের দাবির প্রতি আপত্তি জানায়নি দেশটি। বাংলাদেশ আইনগতভাবে মহীসোপানের যতটা প্রাপ্য, তা থেকে নিজেদের অংশ বলে দাবি করছে দুই প্রতিবেশী দেশ। দুই নিকট প্রতিবেশীর বিরোধিতার কারণে বাংলাদেশের মহীসোপানের বিষয়টির এখনো সুরাহা হয়নি।

প্রসঙ্গত, ২০১১ সালে জাতিসংঘের কাছে মহীসোপানের দাবির বিষয়ে বাংলাদেশ আবেদন জানায়। গত বছরের অক্টোবরে ওই দাবির বিষয়ে সংশোধনী জমা দেয় বাংলাদেশ। জাতিসংঘের সিএলসিএস ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ভারতের আপত্তিপত্রে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ভূখণ্ডের যে বেসলাইনের ওপর ভিত্তি করে মহীসোপান নির্ধারণ করেছে, সেটির মাধ্যমে ভারতের মহীসোপানের একটি অংশ দাবি করছে বাংলাদেশ। এ ছাড়া বঙ্গোপসাগরে যে 'গ্রে এরিয়া' রয়েছে, সেটির বিষয়ে বাংলাদেশ কোনো তথ্য দেয়নি। 'গ্রে এরিয়া' হচ্ছে বঙ্গোপসাগরে একটি ছোট অংশ, যেখানে পানির মধ্যে যে সম্পদ রয়েছে, যেমন মাছ, সেটির মালিক ভারত; কিন্তু মাটির নিচে যে খনিজ পদার্থ আছে, সেটির মালিক বাংলাদেশ। এই অংশের পরিমাণ প্রায় ৯০০ বর্গকিলোমিটার।

বাংলাদেশ ও ভুটান অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি PTA

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যেকোনো দেশের সঙ্গে প্রথম অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি করল বাংলাদেশ। ভুটান বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর সর্বপ্রথম স্বীকৃতি প্রদান করে। স্বীকৃতিদানের পর থেকে সুদীর্ঘ ৫০ বছর যাবত দুদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নয়ন হয়েছে। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য এদিন ভুটানের সঙ্গে পিটিএ স্বাক্ষর করা হলো।

অবশেষে বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির জগতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশ করল। ৬ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে ভুটানের সঙ্গে স্বাক্ষরিত হলো অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (প্রেফারেন্সিয়াল ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট বা পিটিএ)। এটি অবশ্য পুরোপুরি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) নয়, বরং বলা যায় এফটিএর আগের ধাপ বা আংশিক এফটিএ। কেননা, এ চুক্তির আওতায় এখন বাংলাদেশ ভুটানে ১০০টি পণ্যে ও ভুটান বাংলাদেশে ৩৪টি পণ্যে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাবে। পরে দুই দেশ আরও পণ্যকে শুল্কমুক্ত সুবিধার আওতায় আনবে। সাধারণত গতানুগতিক এফটিএতে প্রায় শতভাগ বা বেশির ভাগ পণ্যকেই শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়া হয়। অল্প কিছু পণ্যকে স্পর্শকাতর (সেনসেটিভ) বিবেচনায় এ সুবিধার বাইরে রাখা হয়। তবে হাল আমলে এফটিএতে শুধু পণ্য নয়, বরং সেবা খাতও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বাংলাদেশর প্রথম অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি

www.exambd.net

Banking Industry in Bangladesh

After the independence, banking industry in Bangladesh started its journey with 6 nationalized commercialized banks, 3 state owned specialized banks and 9 foreign banks. In the 1980's banking industry achieved significant expansion with the entrance of private banks. Now, banks in Bangladesh are primarily of two types:

- **Scheduled Banks:** The banks that remain in the list of banks maintained under the Bangladesh Bank Order, 1972.
- **Non-Scheduled Banks:** The banks which are established for special and definite objective and operate under any act but are not Scheduled Banks. These banks cannot perform all functions of scheduled banks.

There are **61 scheduled banks** in Bangladesh who operate under full control and supervision of Bangladesh Bank which is empowered to do so through Bangladesh Bank Order, 1972 and Bank Company Act, 1991. Scheduled Banks are classified into following types:

1. **State Owned Commercial Banks (SOCBs):** There are **6 SOCBs** which are fully or majorly owned by the Government of Bangladesh.
2. **Specialized Banks (SDBs): 3 specialized banks** are now operating which were established for specific objectives like agricultural or industrial development. These banks are also fully or majorly owned by the Government of Bangladesh.
3. **Private Commercial Banks (PCBs):** There are **43 private commercial banks** which are majorly owned by individuals/the private entities. PCBs can be categorized into two groups:
4. **Conventional PCBs: 35 conventional PCBs** are now operating in the industry. They perform the banking functions in conventional fashion i.e interest based operations.

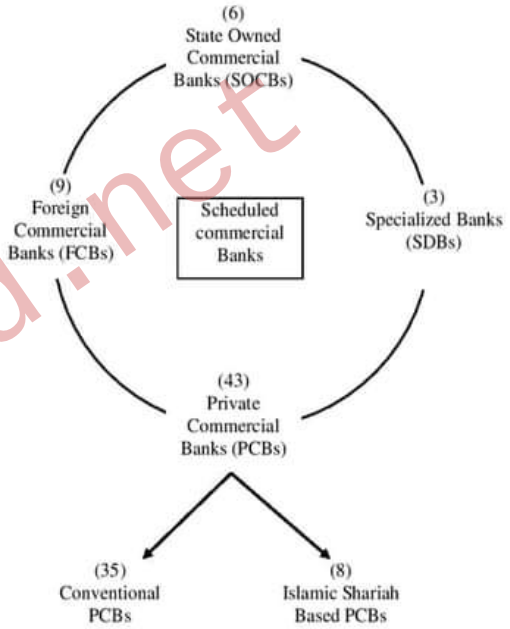

5. **Islami Shariah based PCBs:** There are **8 Islami Shariah based PCBs** in Bangladesh and they execute banking activities according to Islami Shariah based principles i.e. Profit-Loss Sharing (PLS) mode.
6. **Foreign Commercial Banks (FCBs): 9 FCBs** are operating in Bangladesh as the branches of the banks which are incorporated in abroad.

There are now **5 non-scheduled banks** in Bangladesh which are:

1. Ansar VDP Unnayan Bank,
2. Karmashangosthan Bank,
3. Grameen Bank,
4. Jubilee Bank,
5. Palli Sanchay Bank.

FIs

Non Bank Financial Institutions (FIs) are those types of financial institutions which are regulated under Financial Institution Act, 1993 and controlled by Bangladesh Bank. Now, **34 FIs** are operating in Bangladesh while the maiden one was established in 1981. Out of the total, 2 is fully government owned, 1 is the subsidiary of a SOCB, 15 were initiated by private domestic initiative and 15 were initiated by joint venture initiative. Major sources of funds of FIs are Term Deposit (at least three months tenure), Credit Facility from Banks and other FIs, Call Money as well as Bond and Securitization.

www.exambd.net

Products/Services of the Bank: Various types of deposit accounts, special saving schemes and different categories of loans are the product of the Banks. Different banks offer for its clients to different type of account and loans which is convenient to its client.

Various types of account	Different types of loans
1. Savings account.	1. Term loan (Industrial)
2. Current account.	2. Agricultural loan.
3. Short-term deposit account.	3. House building loan.
4. Secured overdraft Loan.	4. Transport.
5. Cash credit loan	5. Packing credit loan.
6. Saving insurance.	6. Consumer credit loan.
7. Double deposit insurance scheme.	7. Lease Finance.

Role of Banking Sector in Economic Development:

1. Trade development
2. Safe custody
3. Agricultural development.
4. Industrial development.
5. Development of foreign trade.
6. Transfer for money.
7. Increase in saving.
8. Assistance to government.
9. Increase in employment.
10. Credit creation.
11. Financial advice.
12. Increase in investment.

Different type of Corporate Social Responsibilities a Bank Does (CSR):

1. Provide financial aid to the educational institution.
2. Provide financial aid to medical facilities for poor people.
3. Provide financial aid to cultural development.
4. Provide finance in sectorial development of the country.
5. Provide financial aid and training facility for the poor people of rural area.
6. Provide financial aid during natural disasters face by the country.
7. Provide financial aid to sports development.
8. Provide finance in infrastructural development of the country.

A bank is a depository financial institution which collects fund from the savers in small unit in exchange of a low interest and lends money to the deficit units at a higher interest rate. The difference between the interest rate is the motive of the bank.

www.exambd.net

Banking and Rural Development in Bangladesh

Rural banking is the producer of oxygen as they are producing edible product for living of the urban. The present advanced financial technology must reach to rural banking infrastructure to conduct the rural areas economic activities.

~ International Journal of Science and Research (IJSR)

Bangladesh is one of the most densely populated countries in the world with a population of 170 million living in area of 56,977 square miles. 35% make up the urban population while 65% live in rural Bangladesh. Rural men and women are heavily involved in agricultural farming and the cottage industry while the urban population is involved in business, trade and finance industries.

Banks' Contribution in Rural Development:

The role of bank in rural development is manifold. Banks are functional in the processes of savings, capital formation, investment, production in the rural areas.

1) Establishment of RAKYB and BKB: The government established two specialized banks in the country, namely Bangladesh Krishi Bnak (BKB) and Rajshahi Khishi Unnayan Bank (RAKYB) for the greater Rajshahi Division. These banks are mostly financing the agriculture and cottage industry in rural areas. The overdue loans of RAKUB and BKB in agriculture were 29.8% and 15.4% respectively at the end of FY2019.

2) **Micro-credit:** The micro credit program, primarily introduced by Grameen Bank and now by many is now playing an important role for the well being of the poor. Poor people can borrow money to invest in their different small projects without providing any collateral through it.

3) **Bangladesh Bank:** The central bank of Bangladesh is continuously working, regulating and coordinating with different banks and NGOs to accelerate the level of rural development. Those banks and NGOs are not only providing loans but also giving advices and consultation to successfully manage the projects.

4) **Development of Agricultural Sector:** The primary source of agricultural credit in BKB was 28%, 6.3% in RAKUB and 47.4% in private commercial banks as per the disbursement record of FY2019. Besides, foreign banks (2.9 percent) and local state-owned commercial banks (15.4 percent) are also playing a vital role as a source of agricultural finance.

5) **Credit to SME Sector**: RAKYB and BKB are financing the cottage , small, medium and large enterprises/industry in the agriculture sector such as cold storage, rice mill, spice grinding, wooden and cane furniture, utensils made of mud, bricks, etc, both for domestic use and export.

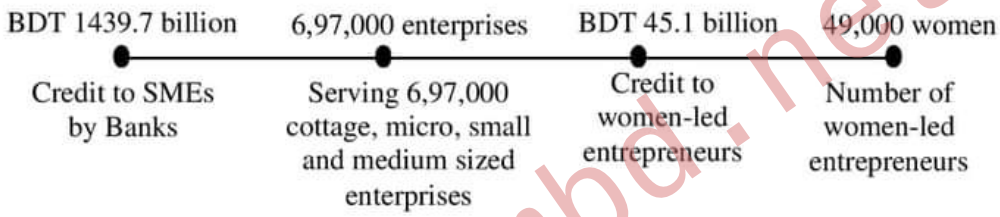

Figure: Credit to SMEs by Banks

- Banks plays a crucial role in rural capital formation. Bank collect the dispersed savings of the rural people through different deposit schemes. Then distribute loans to them for starting a productive as well as any other self-sufficient economic activity.
- Banks provide the rural small businessmen with loans from deposited money which plays a crucial role in rural development. Specially, the microcredit programs of different banks made the rural landless people bankable and provided them with required capital for business and other economic activities.
- Banks can provide our unemployed youths with training and loan to start business.

The rural sector is central to Bangladesh's development strategy and agriculture has a pivotal role in rural growth. In order to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs), rural economic development is the precondition. Bangladesh Bank, government and different commercial and specialized banks are now working for it.

Digital Economy: Shaping a New Bangladesh

"Bangladesh is one of the top four countries in terms of 'improvement and remarkable growth' in digital economy in the last four years."

~ Huawei Global Connectivity Index (GCI)-2019

The digitalization of a country's economy not only drives innovation in its service industry, but it also fuels domestic job opportunities, enabling faster economic growth. In the quest to lower costs and risk, many large corporations in developed nations like the US, UK, and Australia are turning to IT outsourcing from countries including Bangladesh, leading to a recent boom in freelancing.

www.exambd.net

Digital economy: Digital economy refers to an economy that is based on digital computing technologies, although we increasingly perceive this as conducting business through markets based on the internet and the World Wide Web. The digital economy is also referred to as the Internet Economy, New Economy, or Web Economy. Bangladesh has improved a lot in this sector.

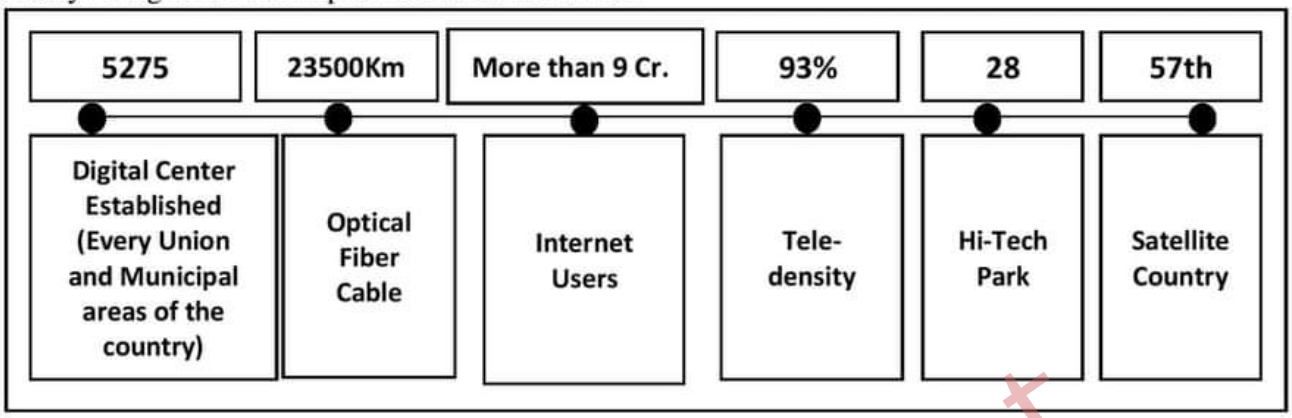

The term 'digital economy' was first coined in a book "The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence" by author Don Tapscott in 1995.

Three main components of 'Digital Economy':

1) E-business infrastructure (hardware, software, telecom, networks, human capital, etc.),
2) E-business (process, conducts, ways),
3) E-commerce (B2B, B2C, C2C, G2C in transferring of goods).

Key features of 'Digital Economy':

1) Mobility (Mobility of intangibles, Mobility of business functions)
2) Reliance on Data
3) Network effect
4) Multi-sided market
5) Tendency to oligopoly and monopoly formation

Merits of Digital Economy:

Digital economy has given rise to many new trends and start-up ideas. Almost all of the biggest companies in the world (Google, Apple, Microsoft, and Amazon) are from the digital world. Let us look at some important merits of the digital economy.

1) **Promotes Use of the Internet:** If one thinks about it, most of one's daily work can today be done on the internet. The massive growth of technology and the internet that began in the USA is now a worldwide network. So there is a dramatic rise in the investment on all things related – hardware, technological research, software, services, digital communication etc. And so this economy has ensured that the internet is here to stay and so are web-based businesses.

2) **Rise of E-Commerce:** The businesses that adapted and adopted the internet and embraced online business in the last decade have flourished. The digital economy has pushed the e-commerce sector into overdrive. Not just direct selling but buying, distribution, marketing, creating, selling all has become easier due to the digital economy.

3) **Digital Goods and Services:** Banking and insurance services are now available online. There is no need to visit one's bank if one can do every transaction online. So certain goods and services have been completely digitized in this digital economy.

4) **Transparency:** Most transactions and their payment in the digital economy happen online. Cash transactions are becoming rare. This helps reduce the black money and corruption in the market and make the economy more transparent.

www.exambd.net

Demerits of Digital Economy:

1) **Loss in Employment:** The more we depend on technology, the less we depend on human resources. The advancement of the digital economy may lead to the loss of many jobs. As the processes get more automated, the requirement for human resources reduces.
2) **Lack of Experts:** Digital economy requires complex processes and technologies. To build the platforms and their upkeep require experts and trained professionals. These are not readily available, especially in rural and semi-rural areas.
3) **Heavy Investment:** Digital economy requires a strong infrastructure, high functioning Internet, strong mobile networks and telecommunication. All of this is a time consuming and requires huge capital. In a developing country like ours, development of the infrastructure and network is a very slow, tedious and costly process.

The government should focus on turning unemployed young people into tech-wavy workers and engage them in IT-based freelancing. In this way, the government of Bangladesh can attain its goal of translation the vision of digital Bangladesh into reality by focusing on human capital development for the global digital economy.

"We can see an industrial revolution lying ahead as a result of the expansion of information and communication technology."

—PM Sheikh Hasina

Foreign direct investment (FDI) and Bangladesh

Foreign direct investment (FDI) is an investment from a party in one country into a business or corporation in another country with the intention of establishing a lasting interest. Lasting interest differentiates FDI from foreign portfolio investments, where investors passively hold securities from a foreign country. A foreign direct investment can be made by obtaining a lasting interest or by expanding one's business into a foreign country. The positive role of FDI in accelerating pace of development in developing countries as is evidenced in Hong Kong. Singapore, Korea etc. These countries are known as newly industrialized economic by attracting FDI becomes a priority agenda. Bangladesh is not out of this policy. But Tremendous Impediment slowly FDI in our country. **There are 3 types of FDI:**

- Horizontal **FDI**.
- Vertical **FDI**.
- Conglomerate **FDI**.

Benefits of Foreign Direct Investment	Disadvantages of Foreign Direct Investment
Below are some of the benefits for businesses: • Market diversification • Tax incentives • Lower labor costs • Preferential tariffs • Subsidies The following are some of the benefits for the host country: • Economic stimulation • Development of human capital • Increase in employment • Access to management expertise, skills, and technology	• Displacement of local businesses • Profit repatriation • Exploitation of cheap labor

www.examb.net

Prospect of FDI in Bangladesh/Present Scenario of FDI in Bangladesh:

Foreign direct investment in Bangladesh dropped 10.8% to $2.6 billion last year. Globally, the FDI fell 35% but it increased by 4% in developing Asia to $535 billion last year as foreign investments continued to rise in the region's biggest markets, China and India, according to an annual report prepared by the United Nations Conference on Trade and Development (Unctad).

Developing Asia accounts for more than half of global inward and outward FDI flows and is the only region to record FDI growth. This is the second time in a row that FDI inflows in Bangladesh slumped, with a 20.47% fall registered in 2019. Infrastructural challenges and gap in policy implementation are some of the primary reasons. Naturally, the yearlong pandemic has slowed down the global flows of FDIs. The World Investment Report 2020 by the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) has predicted a 40% percent decline in FDI flows in 2020. Nonetheless, the numbers can be expected to be stable in 2021, with the recovery of economies.

Last Five Year FDI inflow in Bangladesh

Year	FDI (US Dollar Million)
2014	1551
2015	2235
2016	2333
2017	2152
2018	3613
2019	2870
2020	2613

Source: UNCTAD

Facilities and incentives for foreign investors: FDI has been allowed in all sector of the economy except five industries - defense equipment, nuclear energy, forest plantation, security printing and railways. The investors enjoy the following incentives for investing in Bangladesh –

a) 5 to 7 years corporate tax holiday for selected sectors.
b) Private power companies enjoy corporate income tax exemption for a period of 15 years.
c) Tax exemption on royalties, technical knowhow and technical assistance fees and facilities for their repatriation. d) Tax exemption on foreign loans regarding interest.
e) Tax exemptions on capital gains from transfer of shares by the investing company. 15
f) Remittances of up to 50% of salaries of the foreigners employed in Bangladesh and facilities for repatriation of their savings and retirement benefits at the time of their return.
g) No restrictions on issuance of work permits to project related foreign nationals and employees.
h) Facilities for repatriation of invested capital, profits and dividends.
i) Provision of transfer of shares held by foreign shareholders to local investors.
j) Reinvestment of remittable dividends would be treated as new investment.
k) An investor can wind up on investment either through a decision of the AGM. Once a foreign investor completes the related formalities to exit the country, he or she can repatriate the sales proceeds after securing proper authorization from the Central bank.
l) Most Bangladeshi products enjoy complete duty and quota free access to EU, Japan, Australia and most of the developed countries.

Bangladesh makes no difference between foreign private investors and domestic investors regarding investment incentives or export and import policies. In Bangladesh foreign investors enjoy the access to domestic capital markets for working capital in the form of loans sanctioned from the commercial banks and development financial institutions. The foreign investors have been given the opportunity to have access to the services of the country's stock exchanges. Some export-oriented industries of the thrust sector are provided with the benefit of cash incentives, venture capital, and other investment friendly facilities.

www.exambd.net

As a result, Bangladesh has already become the second-largest supplier of online labor. About 5,00,000 active freelancers are regularly working out of 6,50,000 registered freelancers in the country, generation $100 million annually, according to the ICT Division of Bangladesh. India is the largest supplier of online labour, with close to 24% of total global freelance workers, followed by Bangladesh (16%) and the US (12%).

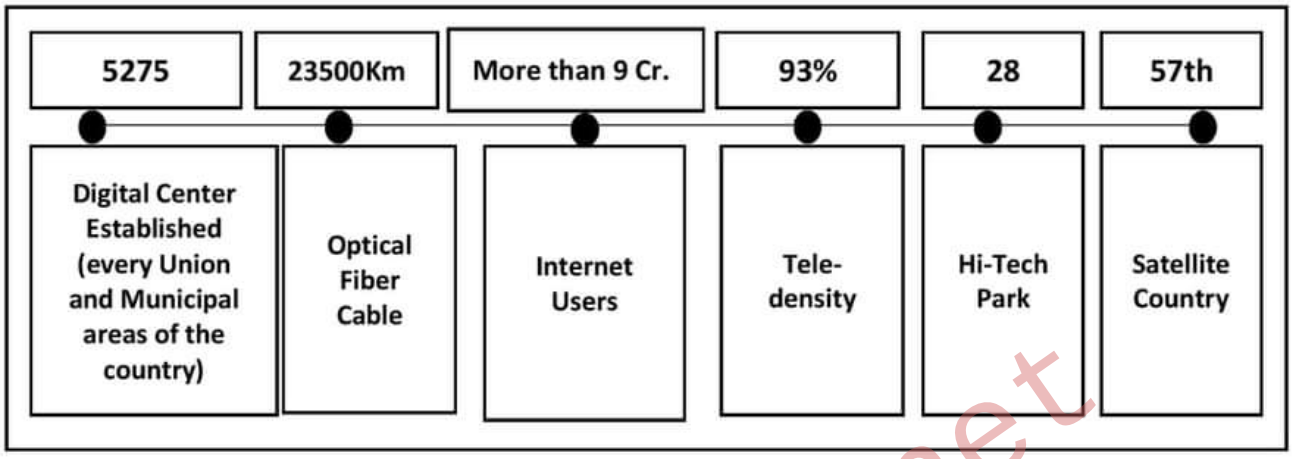

Thousands of graduates who are finishing their studies at different public and private universities in Bangladesh are failing to find suitable positions in the job market each year.
As a result, the rate of educated unemployment in the country is increasing exponentially. However these young employment people can easily start their career by taking some IT training and freelancing online. By doing so, they not only make a living but also contribute to the economy by earning a salary in a valuable foreign currency.

Challenges in Freelancing: Government initiatives to develop the ICT service sector, such as creating a high-tech park in every district, coupled with the low-cost workforce, have made Bangladesh a key player in global outsourcing market. Nevertheless, several challenges hinder the growth of this industry in Bangladesh.

- ✓ The absence of an uninterrupted power supply
- ✓ A lack of quality internet services
- ✓ Higher broadband prices
- ✓ The lack of an easy payment system (especially for receiving payments from foreign clients)

The government should focus on turning unemployed young people into tech-wavy workers and engage them in IT-based freelancing. In this way, the government of Bangladesh can attain its goal of translation the vision of digital Bangladesh into reality by focusing on human capital development for the global digital economy.

"We can see an industrial revolution lying ahead as a result of the expansion of information and communication technology."

—PM Sheikh Hasina

Agent Banking

Agent Banking has been a catalyst in financial inclusion in Bangladesh. According to a report by the Bill & Melinda Gates Foundation, participation in financial services in the country has increased to reach an all-time high of 47 percent in 2018 as a result of a 5 percentage-point surge (20% to 25%) in registered bank users. The aggressive growth of agent banking has been credited for this surge. The latest data from Bangladesh Bank shows there are 11.2 million accounts associated with agent banking in September 2020: representing year-over-year growth of 165 percent.

www.exambd.net

Agent banking is defined as the banking services provided outside of regular bank branches by engaged agents under a valid agency agreement. It was first introduced in Bangladesh by Bangladesh Bank (BB) in 2013. The aim is to provide financial services to the underserved and poor segments of the population, especially those from the geographically dispersed locations. The latest report from the central bank shows there are 28 banks having agent banking licenses with 24 in operation. With 3 million accounts, Bank Asia leads in the number of accounts opened through agent banking with a share of 40.8 percent. This lead is followed by Dutch-Bangla Bank Limited (DBBL) with 33.5 percent, Islami Bank Bangladesh Limited with 10.23 percent, Al-Arafah Islami Bank with 3.6 percent, and Agrani Bank Limited with 2.56 percent shares.

> ''The main purpose of agent banking is to bring and introduce banking services to the rural and unbanked people through agents where the physical structure of a bank is not established.''

Of the total deposits in agent banking, Tk12,759.8 crore deposit was mobilized from rural areas and Tk 4,599.1 crore from urban areas.

Number of Accounts (in million) associated with Agent Banking

Source: Bangladesh Bank

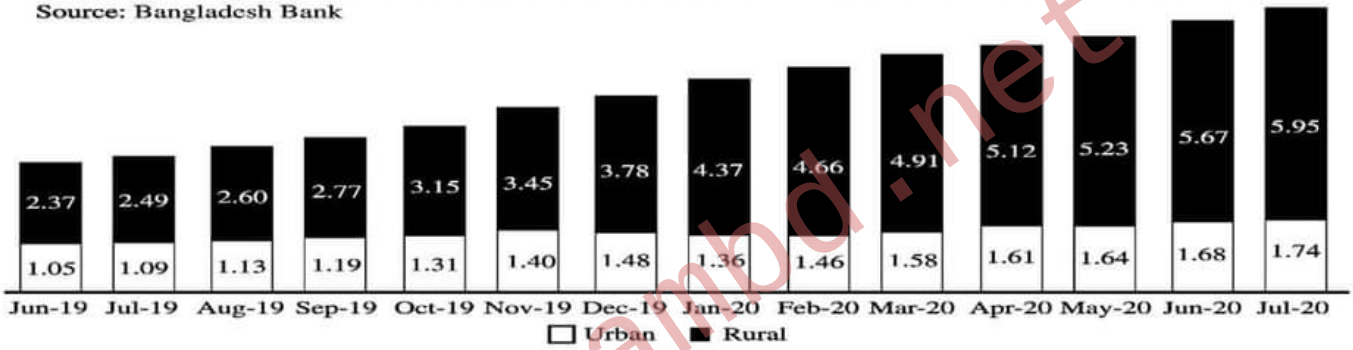

Factors for Adoption

The higher growth of rural accounts shows that agent banking is providing banking services to the main group of the population that has been deprived of these services previously. The following factors for such high adoption of agent banking by the previously financially excluded groups:

i. **Acceptability of the agent by locals:** Licensed banks try to select locally known and acceptable individuals/institutions from these eligible entities as agents. The familiarity of the selected agents among the local population helps convince the latter to form bank accounts.

ii. **Proximity and hospitality of outlets:** The formal physical environment of a typical retail bank branch is often perceived as alien by a prospective rural bank account holder. On the other hand, an agent bank outlet is located in a prospective customer's known environment and conducted by someone known. These features make the outlet environment accommodating to the customer so that he/she is comfortable going to the outlet and carrying out banking activities.

iii. **Use of IT devices to reduce hassles:** All agent banking outlets are equipped with IT devices like point of sale (POS) devices with biometric features, barcode scanner to scan bills for bill payment transactions, and Personal Identification Number (PIN) pads. Typical banking operations would require the usage of identification cards, numbers, and codes to make transactions. Most people in rural areas do not maintain all of these documents. But with the help of the aforementioned devices, agent banking customers can easily carry out activities using only the customer's fingerprint or mobile number.

According to a research paper titled, "Alternative delivery channel: Opportunities and challenges of the new banking environment" by Bangladesh Institute of Bank Management (BIBM), agent banking has become popular because of its benefits for both the banks and clients, while the country's economy is also being benefited through financial inclusion.

www.exambd.net

As of May 24, 2021 this year, six banks have disbursed Tk 285.6 crore in credit through their agent banking outlets.

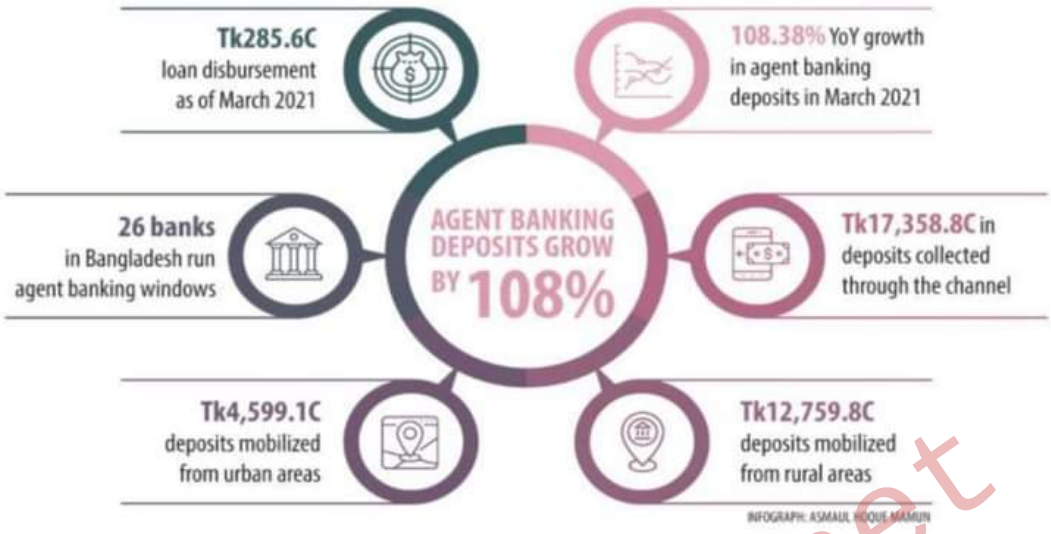

Challenges

Though substantial progress has been made in the area of agent banking in terms of the number of agents, accountholders and deposits, there are a number of challenges confronting the growth of this new tool of banking.

The BIBM research paper identified seven challenges for banks.

The challenges are:

- selection and monitoring of agents,
- cheque book issue and clearing cheque,
- limited transaction time,
- power failure,
- cash carrying or management risk,
- physical and cyber security,
- and settlement of complaints.

Eligible Entities:

i. NGO-MFI's regulated by Micro credit Regulatory Authority of Bangladesh;
ii. Other registered NGOs;
iii. Cooperative Societies formed and controlled/supervised under cooperative Society Act. 2001;
iv. Post Offices;
v. Courier and Mailing Service Companies registered under Ministry of Posts & Telecommunications;
vi. Companies registered under 'The companies Act, 1994';
vii. Agents of Mobile Network Operators;
viii. Offices of rural and urban local Government Intuitions;

Agent banking opportunities in Bangladesh:

In a country where about 41.0 per cent of the total work force is involved in the agricultural sector and bulk of them resides in the rural areas, agent banking is certainly going to play a very important role in the financial inclusion. To go with that, one must not forget that a large number of population is not educated. So, reaching them through Mobile Financial Services (MFS) may be tricky. That is why agent banking concept will play a vital role in the upcoming days.

www.exambd.net

Money Laundering: Bangladesh Perspective

Money Laundering refers to converting illegal earned money into legitimate money. The government does not get any tax on the money because there is no accounting of the black money. So Money Laundering is a way to hide the illegally acquired money. Money Laundering refers to converting illegally earned money into legitimate money. So Money Laundering is a way to hide the illegally acquired money. In the method of money laundering; money is invested in such a way that even the investigating agencies can't trace the main source of wealth. The person who manipulates this money is called "launderer". So the black money invested into capital markets or other ventures returns back to the real money holder as the legitimate money.

Steps involved in Process of Money Laundering

1. **Placement:** The first step in this process is the investment of black money in the market. The launderer deposits the illegal money through different agents and banks in the form of cash by having a formal or informal agreement.
2. **Layering:** In this process, the launderer hides his real income by making foul play. The launderer deposits funds to investment instruments such as bonds, stocks, and traveler's checks or in their bank accounts abroad. This account is often opened in banks of those countries which do not reveals the details of their account holders. So in this process the ownership and source of money is disguised.
3. **Integration:** The final stage at which the 'laundered' property is re-introduced into the legitimate economy or Returning the money back into the financial world as legal money.

Money laundering in perspective of Bangladesh:

"Any crime is bound to flourish when laws and regulations are not enforced and violators are not held accountable. This is exactly what has been happening with money laundering in Bangladesh."

—Dr Iftekharuzzaman, Executive Director of Transparency International Bangladesh,

Higher levels of corruption are often associated with large underground or black economies. A 2018 study by IMF estimated the size of the underground economy in Bangladesh to be around 30 per cent of gross domestic product (GDP), the average for the period 1991-2015 being 33.59 per cent. It, however, incorporated mostly legal economic activities and tried to overlook illegal or criminal activities such as gambling and prostitution, as well as 'do-it-yourself' and household work.

- Maximum black money is generated through transaction of spurious goods, drugs trade and human trafficking, according to the Washington-based think-tank Global Financial Integrity (GFI). No reliable research has shown black money returning to the mainstream economy in a big way when opportunity for whitening is provided. In fact, the main destinations of black money are foreign territories. For example, a large chunk is deposited in Swiss banks, as the 'Swiss Banking Act' of 1934 ensures non-divulgence of information about individual depositors. And some are transferred to tax havens like the USA, Canada, the UK, the UAE, Thailand or Singapore through purchase of properties or setting up of companies.
- Therefore, most of the black money generated in Bangladesh is laundered abroad, with only a negligible portion remaining in the country. Although the fortunes of Swiss banks have dwindled over recent years, deposits from Bangladesh have gradually grown since 2004. While the amount was only Tk 3.65 billion in 2004, it reportedly increased to Tk 53.67 billion during 2019.
- No clear information can be obtained on whether the money kept in Swiss banks is black or white. But many countries now seek to know the amount of black money deposited by their citizens. Some countries like India have even signed agreement with the Swiss government for getting information about their citizens' deposits. India is already receiving such information from 2019, and as a consequence deposits by Indians have drastically fallen. Bangladesh could have done the same for tracking the black money flowing out of the country.

www.exambd.net

- According to GFI statistics, an average amount of US$7.53 billion is laundered each year from Bangladesh through international trade, which is equivalent to Tk 640 billion. Therefore, Bangladesh is ranked 33th among the 135 developing countries with regard to the amount of money laundered from the country. After the release of GFI reports each year, the responses from the official quarters are routinely similar - warning of taking action or more stringent measures by the ACC. Nothing happens so far.

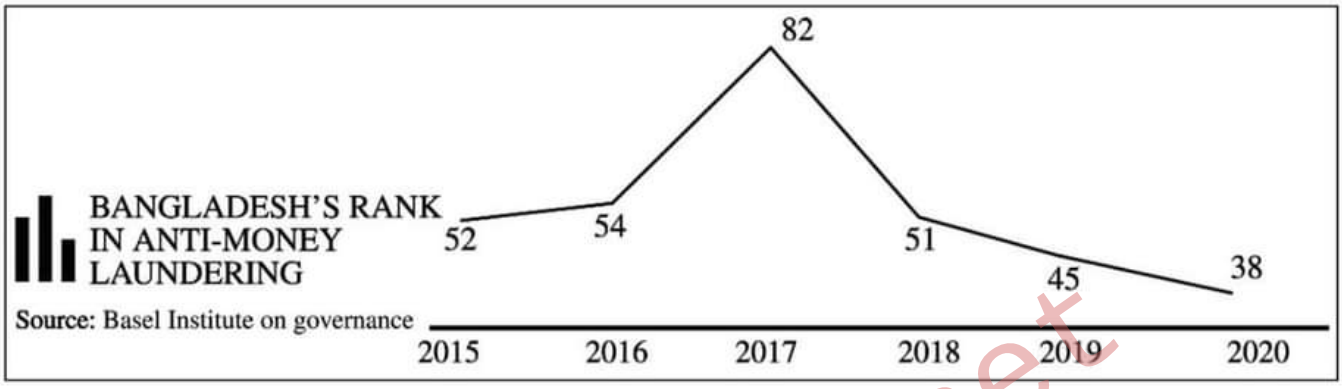

The Michigan State University of USA had conducted a research titled 'Election and Capital Flight: Evidence from Africa' by analyzing data from 1971 to 2009. It found a linkage between the election cycles and capital flights. A similar trend has been observed in Bangladesh as well. For example, deposits in Swiss banks from Bangladesh rose during 2006 and 2007 amid electoral uncertainties, but it came down in 2008 due to strict measures taken by the military-backed caretaker government. The deposits again dramatically rose prior to the 2014 election.

The Swiss Banking authorities published their annual update on deposits of foreign nationals, including Bangladeshi, on June 25. It shows 603.2 million Swiss Francs or Tk 5,367 crores invested by Bangladeshis, which is 2.38 percent less than that in 2019. The decline is negligible, while it shows a persistent trend of capital flight from the country through illicit financial transfers. A tiny portion may be deposits out of legitimate income of Bangladeshi nationals staying abroad. However, there is no doubt that illicit transfers account for the overwhelming share.

Now the big question is: Do the authorities really want to curb money laundering? And is the failure to hold talks with the Swiss central bank due merely to lack of required skills? Or is there dearth of official willingness? Unfortunately, despite the rhetoric of 'zero tolerance' against corruption, there are no sustained initiatives in that direction. While hardworking people of Bangladesh, the emerging middle-class, professionals, expatriate workers and peasants have been carrying forward the country's advancement through tireless efforts; a coterie of powerful and upper-class people do not pay taxes, plunder the stock market, launder money and embezzle over-valued projects. The common people work hard by keeping faith in the country's potentials, but others lack such faith and launder money abroad. There is protection for such crimes and the situation is unlikely to improve unless the political statements and operational policies converge.

> ''The country has moved seven notches down from its last year's position to rank the 38th among 141 countries on the Basel Anti-Money Laundering (AML) Index 2020 (9th edition).''

Bangladesh's money laundering risk score is higher than the global average risk score of 5.22 this year.

Abu Hena Mohd Razee Hassan, head of the Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU)"Over the last two years, Bangladesh has taken several initiatives to prevent money laundering activities. Therefore, there is no chance of deteriorating the position."

www.exambd.net

Online Education

"Every well educated person is self educated."

In his famous essay Boi Pora (Reading Books) Pramatha Chowdhury wrote - May be he is justified in his thinking but is it possible to be educated without the help of others? Probably not and for this reason so many educational institutions have been established all over the world. Millions of students are studying in these institutions regularly but deadly corona virus has disrupted everything of normal life including education. During corona pandemic educational institutions are closed sine die, examinations are uncertain, students and teachers are sitting idle, government and guardians are concerned about academic future of students. Under such disaster online education is being considered as the immediate way to adjust the loss already happened.

Online Education System: Roughly speaking, online education is a system of education where students receive education through internet using their personal computers. Mainly non-traditional students follow this electronically supported procedure without coming into direct contact with teachers. It is basically learning from distance but the idea is nothing new in our country. In 1957 the Education Reform Commission recommended to establish a correspondence school on trial basis for students intending to receive education without attending regular classes. Since then different distance educational institutions were established. The Bangladesh Institute of Distance Education (BIDE) was formed in 1985. For nontraditional students the Bangladesh Open University (BOU) was established under an act of parliament in October 1992 and BIDE was merged with it. During lockdown, like many other countries of the world, government and some institutions in Bangladesh are trying to apply online education system for regular students also.

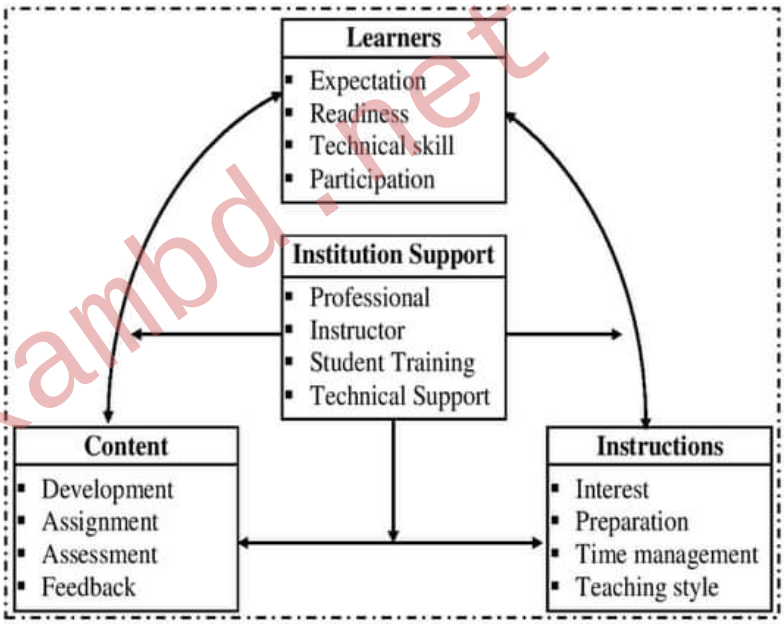

www.exambd.net

Advantages of online education system:

- ❖ Limited resource: A common perception prevails that there are many advantages of online education primarily as classroom, chair, table, bench, building, supporting staffs are not required for it.
- ❖ Proper utilization: Proper utilization of online education may be more effective than classroom teaching.
- ❖ Maximum accommodation: Maximum 100 students can be accommodated in a classroom but through intensive online course 10,000 persons may be covered at a time.
- ❖ Minimum cost: It can minimize not only educational expenses but associated costs also.
- ❖ No significant area: Students can contact their peers staying within the country or even abroad.
- ❖ Global environment: It helps students to prepare academic papers in co-operation with others, makes them culturally sensitive and capable to understand other environments easily.
- ❖ Specialized course: Online education may give students access to specialized courses which may not be available at a local college or university.

Social safety net programs broadly categorized into two groups are social protection and social empowerment. Social protection (SP) can be classified into social insurance (SI), social assistance (SA) and labor market and pension policies and programs. SI programs pool risk across a number of individuals, and include unemployment insurance, old age or disability pension, and sickness insurance. SA programs include transfers in cash or kind, for example, subsidies, workfare and conditional cash transfer programs

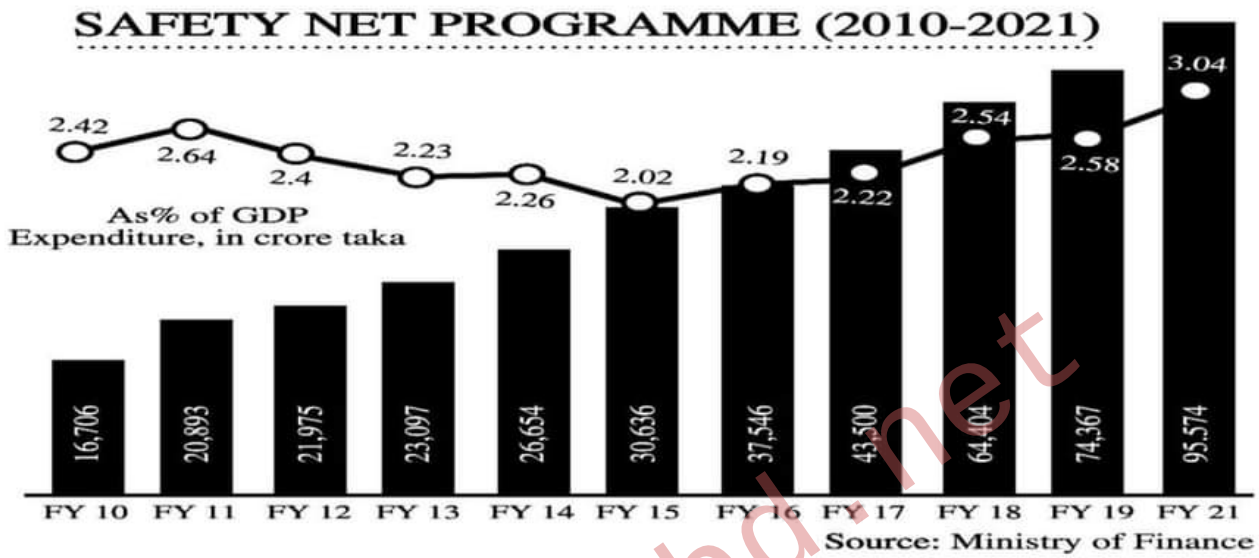

Due to the income shock caused by the pandemic, 77.2 per cent of the vulnerable non-poor fell below the poverty line, according to a joint survey of the Power and Participation Research Centre (PPRC) and the Brac Institute for Governance and Development. This would imply that beyond the 20.5 per cent of the population officially recognized as poor, there is a group of "new poor" representing an additional 22.9 per cent of the population that needed to be brought within the discussion on poverty. About 74 per cent families have seen a reduction in income because of the corona virus pandemic, a joint study of Brac, Data Sense and Unnayan Shamannay showed. The situation prompted the government to beef up the spending for the social safety net programs (SSNPs) by Tk. 20,788 crore in FY2020-21, starting on July 1. The allocation per beneficiary would not go up in terms of amount; rather, the number of beneficiaries would increase. The government is boosting the allocation for eight core safety net programs, especially those of food-based ones.

- There are 81 lakh beneficiaries under the schemes and that number will rise by 10 lakh. The number of widows, destitute and deserted women entitled to Tk. 500 per month support from the government would increase by 8.5 lakh. Another 2.5 lakh would be added to the list of the financially insolvent disabled, who receive Tk. 750 a month.
- The government should allocate at least 3 per cent of the GDP for the SSNPs as outlined in its National Social Security Strategy formulated in 2015.
- These include extending the scope of the government's allowance scheme to cover poor elderly citizens in 150 of the most poverty-stricken Upazilas from the existing 112. An additional Tk 4.81 billion will be allocated to cater to the 800,000 new beneficiaries under the scheme.
- Similarly, the coverage will also be increased for widows and women deserted in 150 Upazilas to bring in 425,000 new beneficiaries with an additional allocation of Tk 2.55 billion.
- The number of beneficiaries of the allowance for insolvent persons with disabilities will also increase by over 200,000, which will be accompanied by a Tk 2.0 billion increase in the budgetary allocation.

The government should step up to introduce schemes for the urban poor as most of the programs target beneficiaries in the rural areas, Rahman said. "We don't have any program for the urban poor in that sense. From the corona virus pandemic, we came to realize in a big way that the urban poor is the new unaddressed poor. It would be better if there is an explanation how much of the safety net programs is going to the urban poor."

www.exambd.net

Speeches are powerful and sometimes they are even enough to create new history. And such history was created through the March 7 speech of Bangabandhu, which ended with the liberation of Bangladesh on December 16, 1971, working as a **Deus ex machina** (something which brings hope in time of distress) for the Bangladeshi people seeking liberation from the exploitation of West Pakistan.

"The landmark fiery speech of Bangabandhu inspired the Bangalees to prepare for the War of Liberation. In his speech, he gave all necessary directions and encouraged people for an Independent Bangladesh"

— Honorable Prime Minister Sheikh Hasina

References:

1. https://www.7thmarch.com/the-speech-text/
2. https://events.unesco.org

Most-favored-nation treatment (MFN)

Most-favoured-nation treatment (MFN), also called **normal trade relations**, guarantee of trading opportunity equal to that accorded to the most-favored nation; it is essentially a method of establishing equality of trading opportunity among states by making originally bilateral agreements multilateral. As a principle of public international law, it establishes the sovereign equality of states with respect to trading policy. As an instrument of economic policy, it provides a treaty basis for competitive international transactions.

> A most-favored-nation (MFN) clause requires a country to provide any concessions, privileges, or immunities granted to one nation in a trade agreement to all other World Trade Organization member countries. Although its name implies favoritism toward another nation, it denotes the equal treatment of all countries.

In the early 17th century, several commercial treaties incorporated most-favoured-nation provisions. The Anglo-French treaty negotiated in 1860 by Richard Cobden and Michel Chevalier, which established interlocking tariff concessions that extended most-favoured-nation treatment worldwide, became the model for many later agreements.

Such treatment has always applied primarily to the duties charged on imports, but specific provisions have extended the most-favoured-nation principle to other areas of international economic contact-for example, the establishment of enterprises of one country's nationals in the territory of the other; navigation in territorial waters; real and personal property rights; intangible property rights such as patents, industrial designs, trademarks, copyrights, and literary property; government purchases; foreign-exchange allocations; and taxation.

There are two forms of most-favoured-nation treatment: **conditional and unconditional**. The conditional form grants gratuitously to the contracting party only those concessions originally made gratuitously to a third party and grants concessions originally obtained as part of a bargain only under equivalent conditions or in return for equivalent gains. Under the unconditional form, any tariff concession granted to a third party is granted to the contracting party, a principle that was included in the 1948 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and in 1995 in the agreement establishing the World Trade Organization (WTO).

Application of most-favoured-nation treatment was limited in the past by the practice of granting concessions to the principal supplier country in an effort to obtain reciprocal concessions or by reclassifying and minutely defining items in the customs tariff so that a duty concession, while general in form, applies in practice to only one country.

www.exambd.net

In last two decades, capital market witnessed number of institutional and regulatory advancements which has resulted diversified capital market intermediaries. At present, capital market intermediaries are of following types:

1. **Stock Exchanges:** Apart from Dhaka Stock Exchange, there is another stock exchange in Bangladesh that is Chittagong Stock Exchange established in 1995.
2. **Central Depository:** The only depository system for the transaction and settlement of financial securities, Central Depository Bangladesh Ltd (CDBL) was formed in 2000 which conducts its operations under Depositories Act 1999, Depositories Regulations 2000, Depository (User) Regulations 2003, and the CDBL by-laws.
3. **Stock Dealer/Sock Broker:** Under SEC (Stock Dealer, Stock Broker & Authorized Representative) Rules 2000, these entities are licensed and they are bound to be a member of any of the two stock exchanges. At present, DSE and CSE have 238 and 136 members respectively.
4. **Merchant Banker & Portfolio Manager**: These institutions are licensed to operate under SEC (Merchant Banker & Portfolio Manager Rules) 1996 and 45 institutions have been licensed by SEC under this rules so far.
5. **Asset Management Companies (AMCs):** AMCs are authorized to act as issue and portfolio manager of the mutual funds which are issued under SEC (Mutual Fund) Rules 2001. There are 15 AMCs in Bangladesh at present.
6. **Credit Rating Companies (CRCs):** CRCs in Bangladesh are licensed under Credit Rating Companies Rules, 1996 and now, 5 CRCs have been accredited by SEC.
7. **Trustees/Custodians:** According to rules, all asset backed securitizations and mutual funds must have an accredited trusty and security custodian. For that purpose, SEC has licensed 9 institutions as Trustees and 9 institutions as custodians.
8. **Investment Corporation of Bangladesh (ICB):** ICB is a specialized capital market intermediary which was established in 1976 through the ordainment of The Investment Corporation of Bangladesh Ordinance 1976. This ordinance has empowered ICB to perform all types of capital market intermediation that fall under jurisdiction of SEC. ICB has three subsidiaries:
   8.1. ICB Capital Management Ltd.,
   8.2. ICB Asset Management Company Ltd.,
   8.3. ICB Securities Trading Company Ltd.

www.exambd.net

Types of Companies in Capital Market

"A" Category Companies.	Firms which regularly hold the Annual General Meetings (AGM) and declare dividend at the rate of 10% or more in a calendar year.
"B" Category Companies	Firms which regularly hold AGM but fail to declare dividend at least at the rate of 10% in a calendar year.
"G' Category Companies	Greenfield companies.
"N' Category Companies	Newly listed companies.
"Z' Category Companies	Companies which fail to hold the AGM or fail to declare any dividend or not in operation continuously for more than 6 months.

Good sides of Bangladesh Capital Market:

Capital market can be termed as the engine of raising capital, which accelerates industrialization and the process of privatization. It is easy to raise funds from the capital market. No interest, no collateral and less risk will be attached with the fund. Investor will enjoy some tax benefits too.

The key factors of attracting private sector investment in SEZs are pointed here:

- The SEZs provide planned infrastructure with amicable business environment where private sectors intend for their business and trade.
- For all Economic Zones, Income Tax Holiday (ITH) are rated as 1st and 2nd year 100%, 3rd year 80%, 4th year 70%, 5th 60%, 60th 50%, 7th 40%, 8th 30%, 9th 20% and 10th year 10% Exemption from dividend tax is another opportunity after the expiration of tax holiday.
- Joint ventures are allowed in SEZs. Royalty and technical fees will be exempted from income tax. Tax exemption will also applicable on capital gain.
- According to BEZA, the SEZs are considered as custom boned area. 50% Rebate of income tax on salary income of expatriates for 5 years will be given.
- The provision of custom duty exemption and exemption of double taxation subject to double taxation agreement are also provided.
- The facility of 80% exemption of VAT on all utility services consumed inside the zone is given for investors.
- 50% exemption of stamp duty and registration fees for registration of leasehold land/factory space is delivered for potential investors.
- The SEZs contain 100% backward linkage raw-materials and accessories to sell for export oriented industries (EOI) in Domestic Tariff Area (DTA) as well as 20% sale of finished product to DTA (From Export Processing Area-EPA) Sub-contracting with DTA is also allowed.

SEZs can generate both static and dynamic benefits. Static benefits include employment creation, export growth and rise in government revenues; whereas dynamic benefits include economic diversification, innovation and transfer of technology through foreign direct investment (FDI), and skills upgrading. All these opportunities are compelling factors for private sectors investments in SEZs.

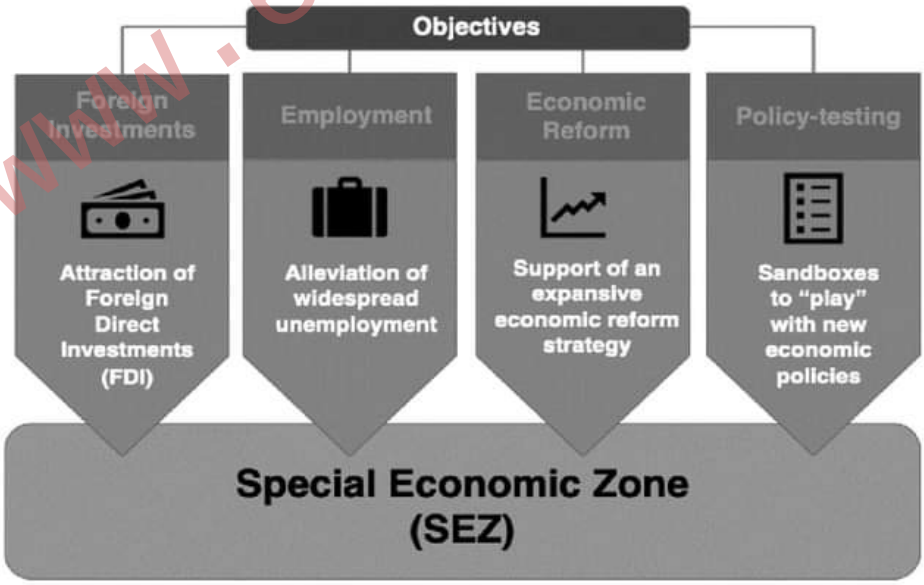

Importance of Special Economic Zone (SEZ): SEZs can help us break that cycle by attracting high levels of foreign investment from high performing Asian economies like China and Japan. It is now up to the government to make sure the SEZs in the pipeline come to fruition if done right, Bangladesh will be well on its way to achieving all of its economic goals.

www.exambd.net

Public Private Partnership (PPP)

Public-private partnerships involve collaboration between a government agency and a private-sector company that can be used to finance, build, and operate projects, such as public transportation networks, parks, and convention centers. Financing a project through a public-private partnership can allow a project to be completed sooner or make it a possibility in the first place. It is a contractual agreement formed between public and private sector partners, which allow more private sector participation than is traditional.

It exists when public sector agencies (federal, state, or local) join with private sector entities (companies, foundations, academic institutions or citizens) and enter into a business relationship to attain a commonly shared goal that also achieves objectives of the individual partners.

In August 2010, the Government of Bangladesh issued the Policy and Strategy for Public Private Partnership (PPP) to facilitate the development of core sector public infrastructure and services vital for the people of Bangladesh. The PPP program is part of the Government's Vision 2021 goal to ensure a more rapid, inclusive growth trajectory, and to better meet the need for enhanced, high quality public services in a fiscally sustainable manner. Different PPP models:

- **BOO:** The private sector manages the infrastructure belonging to this model on build- own- operate basis. Government usually does not manage the infrastructure developed under this model. At present Independent Power Producer (IPP) are operating under BOO model in Bangladesh.
- **BOT:** The private sector manages the infrastructure belonging to this model on build- operate- transfer basis, i.e. the private sector manages it until a specified time, after which the government is responsible for management.
- **BOOT:** This is an extended version of the BOT model. Under this model the ownership and management belongs to the private sector until a specified time. After expiry of the term, ownership and management is transferred to the government

A. List of Important PPP projects:

- Dhaka- Chittagong access control highway
- Sky- train encompassing the Dhaka metropolis
- Dhaka city subway
- Dhaka city elevated expressway
- Deep sea port in Chittagong
- Bus Rapid Transit (BRT)
- Bus Route Franchise (BRF)
- Setting up cancer and/or other hospitals Education
- Setting up quality secondary schools
- Setting up dormitories, health centers, auditoriums, gymnasiums in public universities

www.exambd.net

The Harm of Drug and Its Remedy

"At first, addiction is maintained by pleasure, but the intensity of the pleasure gradually diminishes and the addiction is then maintained by the avoidance of pain."

– Frank Tallis

Currently drug addiction is spreading in our society as a catastrophic disorder. Like an impaired disease, it is consolidating our young society. The intense bust of its future is the future of our society. The administration is disturbed by the dire consequences of the drug, the Guardians fear the panic doctors The reason is that the young man is behind the backbone of the country, and he is going to break the backbone. Destruction of death is killing millions of souls, destruction is the family and social peace. The state is witnessing an uncertain future. The social disorder like wildfire spreads from city to village green in Shyam Shyam Dhaka. Our country is involved in the crackdown around drug addiction around the world. Yet, to overcome this problem, it is necessary to involve the people of all walks of life and to make it happen, everyone should develop awareness.

What is drug?

Intoxicants are the herbal ingredients that, in the application of the human body, the sensory sensation is reduced or does not exist. In order to take intoxicants, people go from unnatural to normal, and they are affected by various diseases at one time. Due to the misuse of substances produced by the discovery of science, which is used by physicians in a certain degree of medical facilities, the welfare of the society has become a harmless drug due to the misuse of the society. However, the use of narcotic substances is more abused than medical science.

"First you take a drink, then the drink takes a drink, then the drink takes you."

– Francis Scott Key Fitzgerald

Inadequate sleep and sleep problems are associated with the effects of narcotic pain, addiction, pleasure, mood swings, mental obsession, low respiratory depression, reducing blood pressure, changes in the functioning of internal nervous system and auto nervous system.

Various types of drugs:

There are various types of drugs in the present world. Drugs, such as alcohol, marijuana, fracture, opium, chasers, vodkas, have been practiced since ancient times. Along with the advancement of science, drug addiction has also improved considerably. Nowadays, heroin, marijuana LSD, pathidine, cocaine, morphine, poppy, hasish, cannabis, smack etc. are notable as narcotics. Currently heroin, cocaine is valuable. Amongst the drugs that our youngsters use as drugs, the main focus of Sidaksin, Incinion, Pathradin, Phensidyl etc. Besides, the catastrophic drug of Yaba is a scourge of the current youth.

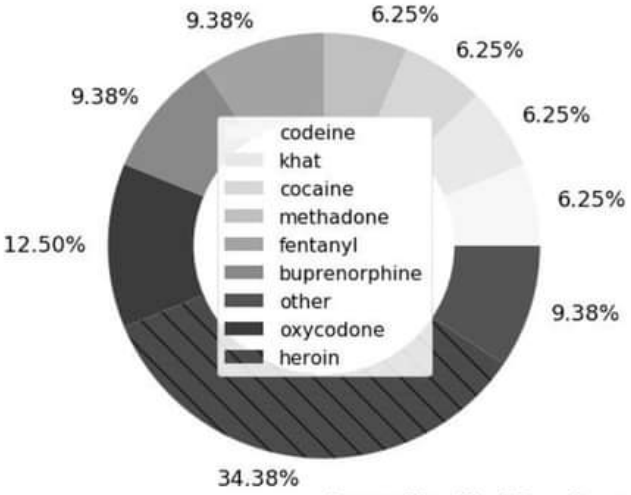

Image: Most Used Drug Items

Drug addiction is a very difficult drug to quit once it gets accustomed. He does not know, understands, and does not understand how people are advancing in the path of destruction. Therefore, we must know about the evil of the drug to be able to survive the plague and the other. Social awareness will increase.

www.exambd.net

Steps to be Taken to Reduce NPL:
A clear clause in law or a BB circular defining and categorizing wilful or habitual defaulters should be in place so that banks can easily detect them. In addition to arresting fresh default on loans, there must be some quick healing strategies for existing default loans, like tackling loan default as a national and priority problem, showing zero tolerance to wilful defaulters and seamstress, setting up special tribunal or separate bench for settling all pending money recovery suits within next 3 (three) years, issuing non-bailable arrest warrants to wilful defaulters, declaring notorious defaulters as bankrupt and confiscate their business and assets by the government for the settlement of bank dues.

Default loans have curtailed money flow in the economy and growth in the private sector. Thus it is diminishing employment opportunity and pulling back GDP and development growth of the country. So tackling the defaulters with an iron hand is a must to give the banking sector and the economy a better shape and a sustainable pathway to make the country a developed one bz 2041.
Reference: Financial Express (15 March, 2020)

Covid-19 Symptoms, Prevention & Treatments

COVID-19:
Coronaviruses are a group of viruses that can cause respiratory illness in humans. They get their name, "corona," from the many crown-like spikes on the surface of the virus. Severe acute respiratory syndrome (SARS), Middle East respiratory syndrome (MERS) and the common cold are examples of coronaviruses that cause illness in humans. The new strain of coronavirus, COVID-19, was first reported in Wuhan, China in December 2019. The virus has since spread to all continents.

Symptoms of COVID-19:
Symptoms of corona virus may appear within 2 to 14 days after being infected. And extraordinarily some people have even no symptoms. The most common symptoms are the followings-

- fever or chills
- muscle pain or body aches
- headache
- new loss of taste or smell
- sore throat
- congestion or runny nose
- nausea or vomiting
- shortness of breath or difficulty breathing
- fatigue
- diarrhea
- cough

How it spreads:
The coronavirus is mainly spread from person to person through tiny drops of saliva or fluids from the mouth or nose when infected people cough, sneeze, or talk. The virus can be spread by people who are not showing symptoms.

Incubation Period:
It is identified that symptoms are showing up in people within fourteen days or two weeks after being infected.

Prevention:

- Washing hands frequently with soap and water for at least 20 seconds, especially after coming from outside.
- Using a hand sanitizer with at least 60% alcohol, if soap and water are not available.
- Avoid touching eyes, nose, and mouth.
- Staging at least 6 feet from other people.
- Wearing mask in public settings.
- Keeping distance from person who is coughing, sneezing, or showing other signs of illness.
- Cleaning and disinfecting frequently touched surfaces every day. This includes areas of home such as doorknobs, light switches, remotes, handles, countertops, tables, chairs, desks, keyboards, faucets, sinks, and toilets.
- Finally taking vaccine of covid-19.

www.exambd.net

Pre-pandemic estimates also showed that 58 percent of Bangladeshi children did not achieve the minimum reading proficiency by the end of grade 5. It's estimated that this figure will increase to 76 percent during the school closures.

The short term recommendations are:

1. Strengthen the online learning processes and provide some alternative to cover the students with technological constraints; mobile app and recorded videos can be helpful in this regard
2. Develop inclusive contents and adjust the teaching process so that the students with disabilities, from ethnic minorities, students living in rural areas and madrasa students can be reached out equally effectively
3. Ensure that the teachers reach out the students at least once a week and guide them on how to continue education at home; monitoring from education offices should be strengthened in this regard
4. Send gifts and reading materials to help students remain protected from psychological trauma and continue learning at home
5. Broadcast more classes and child-friendly recreational programs through television
6. Introduce a hotline number for the students so that the students can report any kind of complaints including abuse, food shortages, stipend, etc.; Ministry of Education should ensure punitive measures against the complaints

The long term suggestions are:

1. Allocate a separate budget for every school so that they can be equipped with necessary infrastructural arrangements and teachers training to continue distant teaching-learning processes later
2. A collective strategy and action plan should be formulated and implemented; the role of the government, NGOs, civil society and media should be specified

Digital Banking in Bangladesh

Digital banking is the digitization (or moving online) of all the traditional banking activities, programs and services that were historically were only available to customers when physically inside of a bank branch. This includes activities like

- ✓ Money Deposits, Withdrawals, and Transfers
- ✓ Checking/Saving Account Management
- ✓ Applying for Financial Products
- ✓ Loan Management
- ✓ Bill Payment
- ✓ Account Services

Consumer preferences quickly shifted to online and mobile devices.

"Automated delivery of new and traditional banking products and services directly to customers through electronic, interactive communication channels is called digital banking or e-banking."

~ Federal Financial Institutions Examination Council's (FFIEC)

Benefits of Digital Banking:

1. Easy setup- creating account and managing those things are easy
2. 24/7 Banking
3. Affect Cost Savings
4. Greater financial inclusion
5. Focus on security and flexibility

Difference between Online and Digital Banking: Online banking focuses on digitizing the "core" aspects of banking like remote deposits, money transfers, bill pay and basic online management of accounts; but digital banking encompasses digitizing every program and activity undertaken by financial institutions and their customers.

www.exambd.net

Different Types of Digital Banking:

1) **PC banking or PC home banking:** Using personal computer in banking activities while staying at home or locations outside bank to access accounts for transactions by subscribing to and dialing into the banks is known as PC banking.
2) **Online banking:** Using specialized software provided by the respective bank, customers can do their banking activities which is called online banking.
3) **Internet Banking:** Internet banking refers to the use of internet as a remote delivery channel for banking services which permits the customer to conduct transactions from any terminal with access to the internet.
4) **Mobile Banking:** Mobile banking (also known as M-banking or SMS banking) is a term used for performing balance checks, account transactions, payment etc. via a mobile device.
5) **Tele-Banking:** Tele banking refers to the services provided through phone that requires the customers to dial a particular telephone number to have access to an account which provides several options of services.

Digital banking provides facilities like balance enquiry, fund transfer among accounts of the same customer, opening or modifying term deposit account, cheque book or pay order request, exchange rate or internet rate enquiry, bills payment, account summary, account details, account activity, standing instructions, loan repayment, loan information, statement request, cheque states enquiry, stop payment cheque, refill prepaid card, password change, L/C application, bank guarantee application, lost card (debit/credit) reporting, pay credit card dues etc.

Good Governance in the Banking Sector

There have been long-standing allegations about irregularities in the banking sector of Bangladesh. Extensively rising figures of defaulted loans, lack of accountability and inadequacy of good governance are frequently glaring up in this sector involving both state-run and private banks.

Good governance in Banking Sector: Good governance is generally characterized by accessibility, accountability, predictability, transparency and follows the rule of law. It assures that corruption is minimized, vies of minorities are taken into account in the service sector in any organization. Good governance is a term that used to describe how public institutions conduct public affairs & manage public resources.
Good governance in the banking sector is an expected matter for the people connected with the sector. Transparency and accountability are necessary to ensure accountability among the major group of participants in financial market: borrowers and lenders; issuers and investors; and national authorities and international financial institutions. Due to lack of good governance Bangladesh experienced several incidents like ***Hallmark scandal, Basic Bank scandal, cyber attacking and default loan*** etc.

www.exambd.net

Primary reasons behind lack of governance are:

1. Bad debt
2. Inefficient management
3. Corruption
4. Lack of transparency
5. Rapid changes in the policy
6. Weak IT infrastructure
7. Lack of accountability
8. Bureaucratic complicacies especially in state owned banks

Reasons behind Good Governance Crisis in Banking Sector of Bangladesh:

1) The sum of defaulted loans in the country are continuously mounting. Since no remarkable actions are being taken against loan defaulters.
2) Banking laws and regulations of our country are not being applied properly which is one of the blazing reasons behind the alarming escalation of defaulted loans.
3) Few influential groups who have been misusing their power and thus banking rackets are happening without interventions from the regulatory bodies.
4) There is an allegation that people holding higher posts in banks take undue privileges from banking administration for themselves and for their close quarters.
5) Nepotism, undue political influence and lack of actions by the government against financial culprits are responsible too.

According to UNESCO data, as of 1 June, 2020 globally, 1.2 billion learners (68% of the world`s total enrolled learners) were affected due to the education institute closure in 144 countries. Bangladesh is not different. Since 17 March all the educational institutes in the country have remained closed to prevent the spread of COVID-19 among the students. In this situation virtual learning has gained priority in the education sector.

Human Trafficking

Bangladesh is a country in South Asia that faces many hardships due to poverty. Many residents are struggling to survive, and in turn, crime follows. A crime like human trafficking is detrimental to Bangladesh and the millions of victims it affects. Human trafficking is one of the major evils in the modern world. Bangladesh is a source and transit cities for men, women, and children subjected to trafficking in persons, specifically forced labor and forced prostitution. A significant share of Bangladesh's trafficking victims are men recruited for work overseas with fraudulent employment offers who are subsequently exploited under conditions of forced labor or debt bondage. Children – both boys and girls – are trafficked within Bangladesh for commercial sexual exploitation, bonded labor, and forced labor. Some children are sold into bondage by their parents, while others are induced into labor or commercial sexual exploitation through fraud and physical coercion. Women and children from Bangladesh are also trafficked to India for commercial sexual exploitation.

''Poverty is one of the main reasons for human trafficking in Bangladesh. Bangladesh was one of the top 10 countries whose nationals attempted to enter Europe illegally through different sea and land routes between January and June this year.''

— Shariful Hasan, Head of Migration Brac

Bangladeshi men and women migrate willingly to Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, the United Arab Emirates (UAE), Qatar, Iraq, Lebanon, Malaysia, Liberia, and other countries for work, often under legal and contractual terms. Most Bangladeshi who seek overseas employment through legal channels rely on the 724 recruiting agencies belonging to the Bangladesh Association of International Recruiting Agencies (BAIRA).

- **Bangladesh is a hub for trafficking.** The geography of Bangladesh plays a major role in its human trafficking issues. It is located near the Gulf region that links to South Asia. Traffickers transport people on boats to one of the 20 specific drop-off zones in any of the 16 districts in the area. Traffickers could also transport victims to many other South-East Asian countries. There were around 25,000 trafficking victims from January to April 2015 and the drop-off zones were in Maheshkhali, Cox's Bazar Sadar, Teknaf and Ukhia. Bangladesh's Coast Guard also reported the rescue of 116 people between the ages of 16 and 25 from the Bay of Bengal in June 2015. Using boats as the main vessels of transportation started in 2003 and caused an increase in human trafficking.

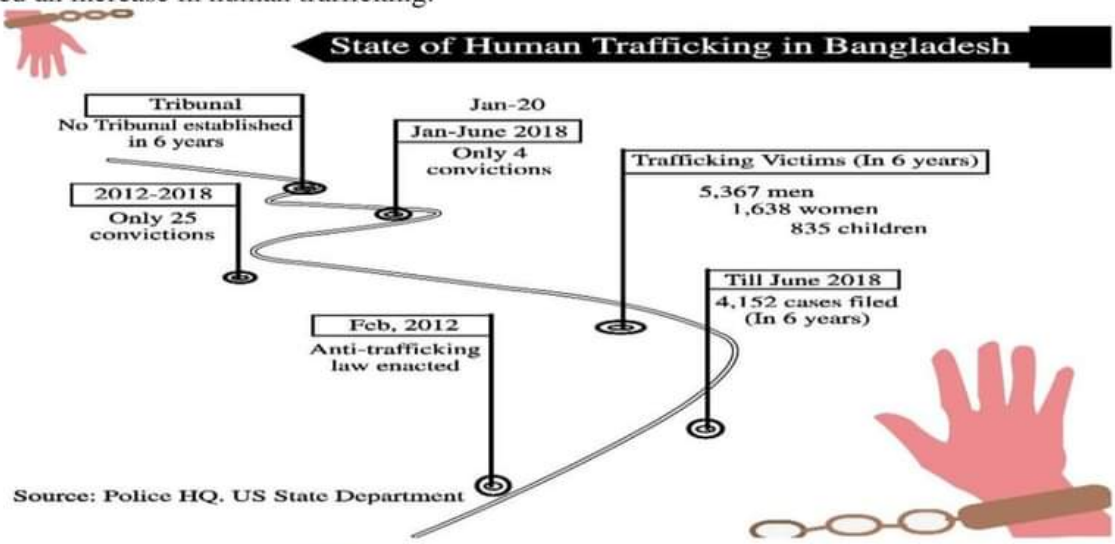

www.exambd.net

- Initiatives like 'One hundred years study of Artificial Intelligence' by Stanford University is necessary to carry out long-term analysis of AI development which will help us to figure out long term harm which AI might bring to society;
- Build a system of checks and balances with several AIs, so that they can check on each other and, as a whole, can act as dependency network for decision making;
- We certainly need an ethics charter for the further development of robotic research and we need to set up operational ethics committees for robotic research advancements;
- Public bodies have to speed up for decision making about the growth of technological advancements and the challenges of the impact of AI on employment and economy.

In the context of Artificial Intelligence, it is very difficult now to predict the future of humanity. We can accept AI as a new technology, but it should bring positive impacts for the welfare of the society and humanity. An outstanding technology can exhibit positive impacts on society along with its severely negative impacts too. While applying this new technology, we have to be ready to face consequences of the negative effects too. Regarding this, we certainly need a legal policy framework to mitigate the challenges associated with AI and compensate the affected parties in case of a fatal error so that the serious threat to humanity could be minimized.

Role of Mobile Banking in Financial Inclusive Development of Bangladesh

"Banking is necessary, banks are not. And technology like mobile has facilitated this purpose so far"

~Bill Gates

Mobile banking is a service provided by a bank or other financial institution that allows its customers to conduct financial transactions remotely using a mobile device such as a smartphone or tablet. Unlike the related internet banking it uses software, usually called an app, provided by the financial institution for the purpose. Mobile banking is usually available on a 24-hour basis.

The City Bank Limited is the first bank that gave the idea by their mobile banking software named as "City wallet" in October, 2009. But, Dutch Bangla Bank Limited started mobile banking in full swing and widely in Bangladesh on 31st March, 2011.

Market Share: Though Dutch Bangla Bank Ltd. introduced mobile baking in Bangladesh first, now Brac Bank's bKash is in the leading position. At present bKash-80% and Rocket-17% are dominating 97% of the country's total MFS market share approximately 887.97 lakh among them active customer around 385.71 lakh by June, 2020.

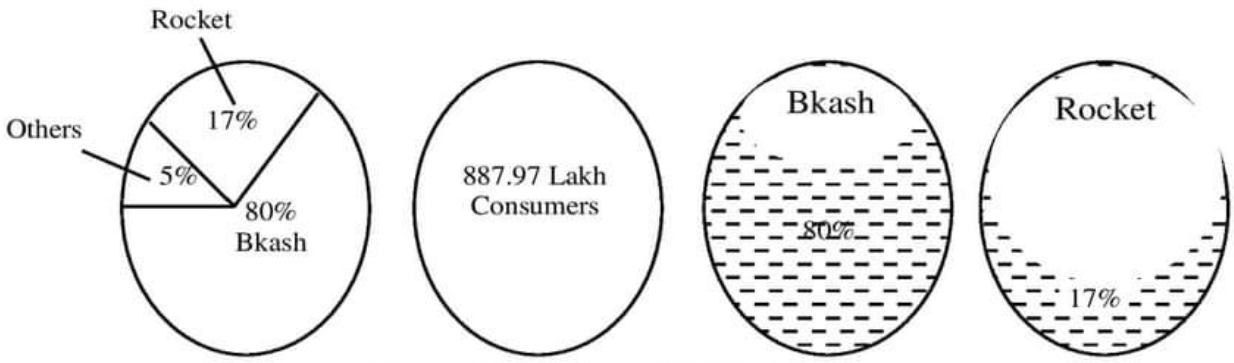

Figure: Market Share of Mobile Banking

www.exambd.net

- **Production approach**: sum of the "value-added" (total sales minus the value of intermediate inputs) at each stage of production.
- **Expenditure approach:** sum of purchases made by final users.
- **Income approach**: sum of the incomes generated by production subjects.

GDP Formula

The formula for calculating GDP with the expenditure approach is the following:

GDP = private consumption + gross private investment + government investment + government spending + (exports – imports).

or, *expressed in a formula:*

GDP = C + I + G + (X – M)

Balance of Payments: The Balance of Payments or BoP is a statement or record of all monetary and economic transactions made between a country and the rest of the world within a defined period (every quarter or year). These records include transactions made by individuals, companies and the government. Keeping a record of these transactions helps the country to monitor the flow of money and develop policies that would help in building a strong economy.

Climate Finance

Climate finance refers to local, national or transnational financing—drawn from public, private and alternative sources of financing—that seeks to support mitigation and adaptation actions that will address climate change. The Convention, the Kyoto Protocol and the Paris Agreement call for financial assistance from Parties with more financial resources to those that are less endowed and more vulnerable. This recognizes that the contribution of countries to climate change and their capacity to prevent it and cope with its consequences vary enormously. Climate finance is needed for mitigation, because large-scale investments are required to significantly reduce emissions. Climate finance is equally important for adaptation, as significant financial resources are needed to adapt to the adverse effects and reduce the impacts of a changing climate.

Bangladesh is spending about USD 1 billion per year on climate related expenditures of which 75% comes from domestic resources.

Climate finance is a growing sector in international development and environmental finance. Governments of the world are continually making more resources available for climate finance, and have committed to raising $100 billion per year by 2020 – from public and private sources – under the Paris Agreement on climate change.

www.exambd.net

Macroeconomic Challenges

Key issues of priority for our economy: Today, there are five macroeconomic challenges for Bangladesh's economy.

First	Accelerating economic growth and maintaning high economic growth over the coming years will remain a big challenge.
Second	Containing inflation rate is a critical challenge.
Third	Managing the exchange rate is a crucial area of concern.
Fourth	Surging deficit in balance-of-payment in recent years remains a big concern for the stability of the macroeconomy.
Fifth	Developing a sustainable monetary policy by the Bangladesh Bank to accelerate private investment

First: Accelerating economic growth and maintaining high economic growth over the coming years will remain a big challenge.

Two major drivers of economic growth in Bangladesh are:

1) the readymade garments exports and
2) remittances.

The role of agriculture at the time of covid-19

"Agriculture was the only place of hope at that time. So, it is very urgent to take the initiative of modernizing farm practices,"

—Dr Shamsul Alam, Member of General Economics Division (GED)

LIKE the rest of the world, developed and developing alike, Bangladesh is struggling to cope with the challenges of the COVID-19 pandemic. Unlike any other crisis the world has faced so far, this health crisis appears to be completely different which has unprecedented global economic implications. Stimulus packages for all sectors are being offered by the governments. Our government has also come up with multiple stimulus packages. Initially, the focus was on saving the industry, SMEs and service sector. Eventually, certain prudent steps were taken to safeguard agriculture as well. It must be noted that our economy is significantly different from those of the developed world. **Over 80 per cent of our workforce is still engaged in the informal sector, more than 40 per cent of which is employed in the agriculture sector alone.** This implies that conventional economic shock management approaches may not be adequate to deal with the current crisis, which requires fast and robust moves to address acute food insecurity leading to hunger. This is where special attention to agriculture sector becomes so pivotal. Rightly so, **our Prime Minister has been motivating the farmers to leave not even an inch of land fallow.**

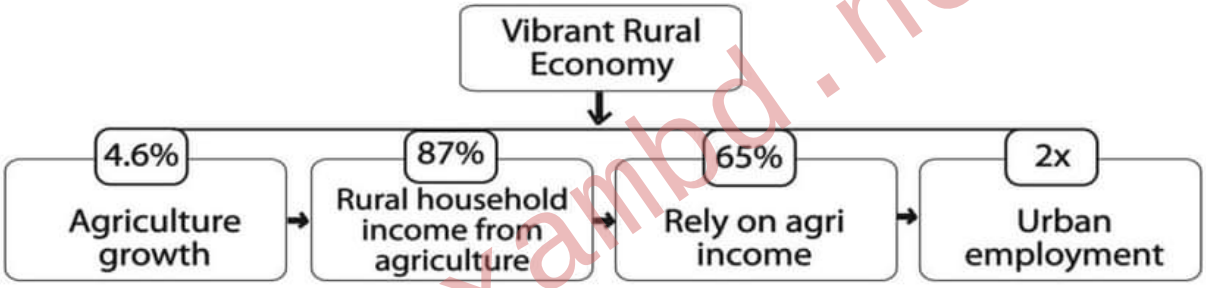

On the one hand maintaining the vibrancy of the agriculture sector, at least to some extent, would ensure economic vibrancy in the rural areas. On the other hand, this would ensure food security of the country. Hence, shielding our agriculture from the vulnerabilities is pivotal to cope with the immediate shocks as well as those in the medium- to long-terms.

To do so, three key issues deserve to be focused, namely:

(a) Making sure that the farmers can take their products in hand to the market and get fair prices,

(b) Making arrangements so that the farmers have the resources (human or mechanized) that they require to harvest the boro crop, and

(c) Farmers have access to finance required to harvest the crop in the field and procure the inputs for the next crops including aman variety of paddy.

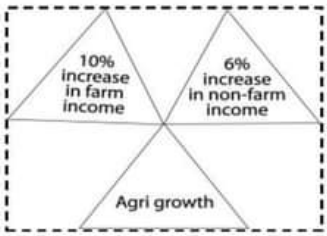

The initiatives taken by the Authority: The government is set to launch a project for modernizing the traditional agriculture sector to safeguard the vital ecosystems and use it as a tool to face a potential global recession amid the coronavirus pandemic. The initiative comes as part of the government's efforts to improve the agriculture sector as a survival tool from a potential global economic meltdown as the pandemic is affecting the global economy and food security.

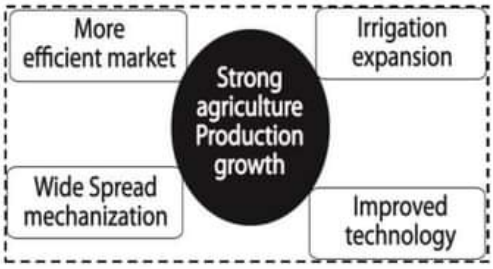

www.exambd.net

Brain drain

Brain drain is the loss suffered by a region as a result of the emigration of a (highly) qualified person, while brain gain is when a country benefits as a consequence of immigration of a highly qualified person. Skilled and intelligent human resources is the precondition for a developed nation. We are rather lagging behind when it comes to dispelling backwardness. Our social condition along with negligence, ignorance and irresponsibility are contributing to this. Developed countries are taking away the developing countries' meritorious students, providing them with opportunities for higher education with attractive scholarships. They also arrange for attractive jobs once the students complete their studies.

> ''Developed countries are prospering with the talent of the developing countries. But the underdeveloped and developing countries of the third world, like us, remain lagging behind.''

- Bangladeshi students have a strong tendency to go abroad for higher education. Those who are meritorious go there on scholarships and those who do not receive any, go on their own expense. Both money and brains are being drained away.
- A UNESCO study said 15,034 students in 2014 went to study in UK, USA, Australia, Malaysia and Canada from Bangladesh.
- According to the study, the students had to spend around 192 billion taka in six years to complete their graduate and post-graduate courses. If one-third of their guardians would pay a visit to see them overseas, an additional 12.1 billion taka would be spent.
- Bangladesh holds 27th position in Brain Drain.

Other than the loss of money, the worst loss is of the brain drain. It is a big national problem. Two questions come while considering this. First, why are our children going to abroad? Second, why do not they return after completing studies?

The answer to the first question is easy. The standard environment for higher education has not been ensured here. None of the government or private universities of the country is included in international rankings.

www.exambd.net

Lower Profits in Scheduled Commercial Banks (SCBs)

Since large financial irregularities in Sonali and Basic banks, monitoring and inspection of Bangladesh Bank have increased. The central bank has also appointed observers in 14 banks and financial institutions to improve their governance.

Lower Profits in Scheduled Commercial Banks (SCBs) are Mainly Due to:

- Bad assets, inefficiency and political interference.
- Sluggish business environment are the major reasons for lower profits.
- Lack of investment activities during covid-19 period.
- Concerned authorities have been slow to take action against the identified people for embezzlement of money from banks.
- The Hallmark group has not returned any money to the bank till now.
- Bank authorities are reluctant to get back the misappropriated money.
- Lack of punishment for fraudulence in banks has worsened the situation. In view of this there is a need for setting up a commission for the financial sector.

Education System in Bangladesh Should Emphasize on Entrepreneurship Rather than Employment.

[BREB AB (General) 2019]

"The education system is so designed that it does not encourage students to be entrepreneurial in the pursuits of their lives. Rather, it orientates graduates towards wage employment instead of self-employment as an alternative source of income."

~Researchers

Developing countries are facing the issue of increasing unemployment particularly with educated young people of the country. A potential solution to the problem can be education on entrepreneurship. Such education, available in developed countries, is aimed at creating awareness and motivating fresh graduates to take up business as profession. But such subjects or majors have not been widely included in the various levels of education system in our country.

Entrepreneurship is a key factor in the economic development process of a country. The role of the entrepreneur is particularly important for generating employment opportunities and reducing the extent of unemployment. Entrepreneurs are important for an economy as they help in the following ways:

- Develop new markets
- Discover new sources of raw materials
- Mobilize capital resources
- Introduce new technologies, new industries and new products
- Generate employment opportunities

Present Status of Entrepreneurship Education and Training in Bangladesh:

Entrepreneurship education creates awareness about entrepreneurship as a career plan and motivates students towards this career. Training is particularly important for acquiring skill in specific trade or business management. At present some organizations like Small and Cottage Training Institute, Micro Industries Development Societies and some other private organization offer training on specific areas of entrepreneurship development. The contents of the Entrepreneurship development course include-among others concept, entrepreneurship as career plan, entrepreneurship theory, entrepreneurial motivation, business environment, the role of entrepreneurs in economic development, project ideas generation, selection of project, preparation of business plan, project management, social responsibility of the Entrepreneurs in developed & newly industrialized countries, Entrepreneurship, development programs. The trainer may select any combination the following methods:

(i) Lectures, (ii) Case studies, (iii) business games, (iv) problem oriented exercises and projects,	(v) industry visits, (vi) films, (vii) internship program, (viii) role play.

An effective curriculum for an Entrepreneurship Education Development Program should be able to help the potential entrepreneurs to:

1. Strengthen their entrepreneurial quality/motivation,
2. Analyze the environment related to small industry and small business,
3. Select a project/product,
4. Formulate a project plan,
5. Understand the process and procedures of setting up a small enterprise,
6. Know and the sources of support available for launching an enterprise
7. Acquire basic management skills,
8. Know the pros and cons of being an entrepreneur, and
9. Acquire and appreciate social responsibility.

www.exambd.net

Major Gaps in the Areas of Entrepreneurship Education and Training:

1. Lack of program relevant research and training needs analysis;
2. Hardly any programs are geared at entrepreneurs who want to graduate out of income generating activities;
3. Shortage of qualified trainers and motivators;
4. Insufficient application of innovative training methods and materials;
5. Lack of coordination between concerned institutions;
6. Absence of course entrepreneurship courses at different level of education system;
7. Inadequate investment in entrepreneurship education, training and research.
8. Lack of co-ordination between concerned institutions at National, Regional and International level.

In order to become an entrepreneur, the following rules can be followed by the students:

1) Find industry or niche	The most obvious first step for an entrepreneur is to find a specific niche under a particular industry.
2) Research the market	An entrepreneur should also research the available market and analyse the area for demand and need. Finding the correct answers to these questions is essential for the long-term success of the said business.
3) Educate ownself	Education is necessary for an entrepreneur. The first type of education to consider is something directly related to the field in particular. If the entrepreneur is planning to open an auto shop, some education and certifications in car repair will be extremely helpful.

There exists a belief in the mind of some that "entrepreneurs are born and not made". They mean that entrepreneurial qualities are born and cannot be developed by education, training or any other means. This myth is no longer true. It is now evidently proved that some qualities can be developed and improved by education, training and support assistance. Effective entrepreneurship has been behind the success of all the globally-renowned brands like McDonald's, Facebook and Coca Cola. With genuine passion, hard work, a great idea, and a knack for learning, anyone can build a business and become a successful entrepreneur.

www.exambd.net

Vaccination and Immunization: A superhero fighting many diseases

Immunization is a global health and development success story, saving millions of lives every year. Vaccines reduce risks of getting a disease by working with your body's natural defenses to build protection. When you get a vaccine, your immune system responds.

~World Health Organization

It is hard to imagine now, but there was a time when millions would lose their lives to perfectly curable or preventable diseases like tuberculosis, polio, tetanus or even smallpox. Thanks to vaccines, these diseases do not pose a threat anymore to most of us. Vaccination has been one of the most effective means to stop fatal infections and save lives.

Vaccination

Vaccination	
First Discover	1700
First Vaccine	smallpox
Universal vaccination Start	1990

Vaccination was discovered around the end of the 1700s. The first vaccine was against smallpox. A few decades later, hundreds of thousands of people worldwide started getting vaccinated. This liberated the population from deadly smallpox epidemics. In 1974, the World Health Organization started its mission to achieve universal vaccination against six preventable diseases by 1990. Vaccines require extremely delicate transportation and storing arrangements. So, it proved to be a challenging process. Also, low- and middle-income countries lagged far behind in reaching that goal. In 2000, the Global Vaccines Alliance was established to expedite the mission.

Now there are vaccines available for more than 20 fatal diseases. Previous death sentences like tuberculosis and Ebola have now become preventable. Child mortality has decreased around the world. People can live longer and healthier lives.

Measures Taken By Gob

The Government of Bangladesh (GoB) has taken up a number of programs to build earthquake response capacity. A good amount of search and rescue equipment has been bought with support from bilateral and multilateral donors. The Fire Service Department's fire-fighting capacity has been tremendously improved. Some of the good examples are:

(I) Sector-specific risk assessment guidelines and mapping for earthquake for major cities (such as Dhaka, Chattogram, and Sylhet) and for medium and small urban areas, as well as for tsunami in 13 coastal districts;

(ii) Seismic micro-zonation of Dhaka city, comprising probabilistic calculation of peak ground acceleration levels, estimation of predominant period of local amplification for micro-tremors, and amplification factor of each geomorphological type;

(iii) Establishment of three new earthquake observatories, four seismometers and 30 accelerometers in earthquake vulnerable locations;

(iv) Development of National Earthquake Contingency Plan by anticipating future earthquake risks, debris management plan and dead body management plan;

(v) Development of Ministry and Sectors' Contingency Plan anticipating future risks of multi-hazards.

With the support of the Global Facility for Disaster Reduction & Recovery (GFDRR), the GoB has also developed Guidebooks on City Earthquake Risk Atlas, Legal and Institutional Frameworks, Dhaka Risk-Sensitive Land Use Planning, and an Information, Education, Communication and Capacity Building Roadmap as part of earthquake preparedness for Dhaka. Emergency Operating Centres (EOCs) have been identified, equipped and made functional during disasters like cyclones and floods.

What Still Needs To Be Done

Earthquake preparedness should be everybody's business. All stakeholders have a role to build an earthquake-resilient Bangladesh, not only the concerned authorities. Action needs to be taken at the individual, family and community levels to build a culture of earthquake resilience. Private sector, mass media, and social media have a critical role in enhancing awareness on earthquake preparedness.

Earthquakes are not only a national threat but also a regional threat. We should not only be satisfied by taking all necessary steps for earthquake preparedness in the country;

- ❖ We should also strengthen regional cooperation to tackle earthquake threats.
- ❖ Locating the epicenter and monitoring each shock may improve our understanding.
- ❖ It is important to focus on training and public awareness;
- ❖ Integration of seismic resistance in infrastructures;
- ❖ Development of safety systems in all public buildings;
- ❖ Introduction of local actor-based earthquake management.

www.eyambd.net

Road Accidents: Causes and Remedies/Road Safety

"Alert today – Alive tomorrow."

Road accidents have become very common nowadays. As more and more people are buying automobiles, the incidences of road accidents are just increasing day by day. Furthermore, people have also become more careless now. Not many people follow the traffic rules. Moreover, the roads are becoming narrower and the cities have become more populated.

Road accident statistics in Bangladesh

Year	Number of Accidents	Death	Injured
2019	4,702	5,227	6,953
2018	3,103	4,439	7,425
2017	3,349	5,645	7,908

On average, 3,000 road accidents occur in Bangladesh each year, causing around 2,700 deaths, 2,400 injuries, and incurring an estimated loss of around Tk 40,000 crore annually, which is 2-3% of Bangladesh's GDP. Different government agencies, including police, took several steps like raising awareness after the student agitation following the deaths of two college students in July 2018. But the situation went back to square one after a few months as the authorities apparently relaxed their effort. Moreover, successive protests of transport workers against Road Transport Act-2018 worsened the situation in terms of enforcement of traffic rules. If the law could be implemented properly, discipline on the roads would have been restored.

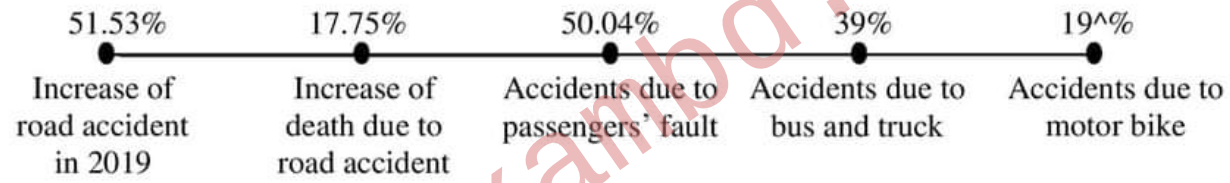

Some causes of Road accidents:

1. Reckless driving
2. Driving licenseless drivers
3. Driving after taking drugs
4. Unskilled and less skilled drivers
5. Unauthorized road side bazaar and establishments
6. Absence of speed limit monitoring authority
7. Rundown and unfit vehicles
8. Lack of maintenance of roadway
9. Negligence of the traffic rules

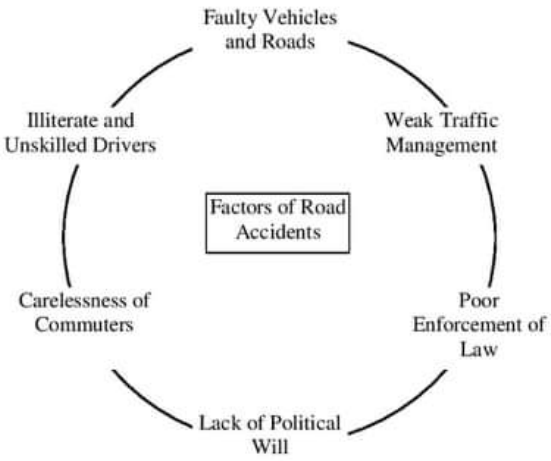

Impact of road accidents: In case of road accident, most of the times, the damage have no limits to describe. The losses are mainly two categories.

1. Financial loss
2. Social and family loss

Remedial Measures: The major remedial measures are:

1. Appointment of speed limit monitoring authority
2. Re-planning of stations, stops and terminals
3. Need for vehicle licensing control
4. Need for driver licensing control
5. Ensuring punishment for rogue drivers
6. Finding out the risky spots
7. Training the drivers.

www.exambd.net

অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২১ঃ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক নির্দেশকসমূহ

জনসংখ্যাভিত্তিক পরিসংখ্যান			
জনসংখ্যা (মিলিয়ন) ২০০১ (শুমারি)	১৩০.০	জনসংখ্যা (মিলিয়ন) ২০১১ (শুমারি)	১৫১.৭
জনসংখ্যা (মিলিয়ন) ২০১৬ (প্রাক্কলিত, ১ জুলাই)	১৬০.৮	জনসংখ্যা (মিলিয়ন) ২০২০ (প্রাক্কলিত, ১ জুলাই)	১৬৮.২
জনসংখ্যা বৃদ্ধির স্বাভাবিক হার (শতকরা), ২০২০	১.৩৭	জনসংখ্যার ঘনত্ব/বর্গ কিলোমিটার, ২০২০	১,১৪০
পুরুষ-মহিলা অনুপাত, ২০২০	১০০.২		
মৌলিক জনমিতিক পরিসংখ্যান			
স্থূল জন্ম হার (প্রতি হাজার জনসংখ্যা), ২০২০	১৮.১	স্থূল মৃত্যু হার (প্রতি হাজার জনসংখ্যা), ২০২০	৫.১
শিশু মৃত্যু হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে), ২০২০ (এক বছরের কম)	২১	জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার (%), ২০২০	৬৩.৯
মোট প্রজনন হার (প্রতি ১৫-৪৯ বৎসর বয়সী মহিলা), ২০২০	২.০৪	প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল (বছর), ২০২০ মোট	৭২.৮
		পুরুষ	৭১.২
		মহিলা	৭৪.৫
স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা			
ডাক্তার ও জনসংখ্যার অনুপাত ২০১৮	১ : ১৭২৪		
সুপেয় পানি গ্রহণকারী (%), ২০২০	৯৮.৩	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারী (%), ২০২০	৮১.৫
সাক্ষরতার হার (৭ বছর +), (%), ২০২০	৭৫.২	পুরুষ	৭৭.৪
		মহিলা	৭২.৯
শ্রমশক্তি ও কর্মসংস্থান			
লেবার ফোর্স সার্ভে ২০১৬-১৭ মোট শ্রমশক্তি (১৫ বছর +), (কোটি)	৬.৩৫	পুরুষ	৪.৩৫
		মহিলা	২.০০
মোট শ্রমশক্তির শতকরা হার হিসেবে		কৃষি	৪০.৬
		শিল্প	২০.৪
		সেবা	৩৯.০
দারিদ্র্য পরিস্থিতি, ২০১৮-১৯ (প্রাক্কলিত)			
দারিদ্র্যের হার (%)	২০.৫	চরম দারিদ্র্যের হার (%)	১০.৫
মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি), ২০২০-২১ (সাময়িক)			
চলতি মূল্যে জিডিপি (কোটি টাকা)	৩০,১১,০৬৫	স্থির মূল্যে জিডিপি (কোটি টাকা)	১২,০৭,২৪৬
স্থির মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (শতকরা)	৫.৪৭		
চলতি মূল্যে মাথাপিছু জাতীয় আয় (মার্কিন ডলার)	২,২২৭	চলতি মূল্যে মাথাপিছু জিডিপি (মার্কিন ডলার)	২,০৯৭
সঞ্চয় ও বিনিয়োগ (জিডিপি'র %), ২০২০-২১ (সাময়িক)			
দেশজ সঞ্চয়	২৪.১৭	জাতীয় সঞ্চয়	৩০.৩৯
মোট বিনিয়োগ	২৯.৯২	সরকারি	৮.৬৭
		বেসরকারি	২১.২৫
মূল্যস্ফীতি (%)		সাধারণ	৫.৫৬
		খাদ্য	৫.৭৩
		খাদ্য-বর্হিভূত	৫.২৯

www.exambd.net

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য, ২০২০-২১, সাময়িক (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)			
রপ্তানি আয়, এফওবি	৩৭,৮৮২	আমদানি ব্যয়, এফওবি	৬০,৬৮১
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	(-) ৩,৮০৮	সার্বিক ভারসাম্য	৯,২৭৪
প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ	২৪,৭৭৮	বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ (৩০ জুন' ২০২১)	৪৬,৩৯১
আর্থিক পরিসংখ্যান (ফেব্রুয়ারি ২০২১)			
মোট ব্যাংকের সংখ্যা		৬১	
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	৬	বিশেষায়িত ব্যাংক	৩
বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৪৩	বৈদেশিক ব্যাংক	৯
আর্থিক প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান)		৩৪	
অর্থ সরবরাহ স্থিতি (কোটি টাকায়), ২০২০-২১, মে ২০২১ শেষে		সংকীর্ণ অর্থ (এম-১)	৩,৫৩,৫০৯
		রিজার্ভ মুদ্রা	৩,২৭,৮৫৩
		ব্যাপক অর্থ (এম-২)	১৫,২৬,২৭৫

বাজেট ২০২১-২২

বাজেট	৫০ তম (একটি অন্তবর্তীকালীন বাজেট সহ মোট ৫১ তম)।
স্লোগান	'জীবন-জীবিকায় প্রাধান্য দিয়ে সুদৃঢ় আগামীর পথে বাংলাদেশ'।
উত্থাপনকারী	আ.হ.ম মোস্তফা কামাল (অর্থমন্ত্রী) [৩য় বারের মতো]। {আওয়ামী লীগ সরকারের টানা ১৩তম বাজেট}
বাজেট উপস্থাপন	৩ জুন, ২০২১ [সংসদে পাস হবে – ৩০ জুন, ২০২১ এবং কার্যকর হবে – ১ জুলাই ২০২১ থেকে]।
বাজেটের আকার	৬ লক্ষ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা (৬,০৩,৬৮১ কোটি) টাকা [জিডিপির ১৭.৫%]।
রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা	সামগ্রিক আয়- ৩ লাখ ৯২ হাজার ৪৯০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১১.৪%) রাজস্ব প্রাপ্তিঃ ৩ লক্ষ ৮৯ হাজার কোটি টাকা বৈদেশি অনুদানঃ ৩ হাজার ৪৯০ কোটি টাকা
বাজেট ঘাটতি	সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদানসহ)- ২ লক্ষ ১১ হাজার ১৯১ কোটি টাকা সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদান ছাড়া)- ২ লক্ষ ১৪ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা
ঋণ	বৈদেশিক ঋণ- ৯৭,৭৩৮ কোটি টাকা এবং অভ্যন্তরীণ ঋণ- ১,১৩,৪৫৩ কোটি টাকা
সর্বোচ্চ বরাদ্দ	সর্বোচ্চ বরাদ্দ- সামাজিক অবকাঠামো খাতে ১ লাখ ৭০ হাজার ৫১০ কোটি টাকা ২য় সর্বোচ্চ বরাদ্দ- মানবসম্পদ খাতে ১ লাখ ৫৫ হাজার ৮৪৭ কোটি টাকা।
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) তে বরাদ্দ	মোট এডিপি (ADP)- ২ লক্ষ ২৫ হাজার ৩২৪ কোটি টাকা মোট উন্নয়ন ব্যয়- ২ লাখ ৩৭ হাজার ৭৮ কোটি টাকা
জিডিপির আকার	৩৪ লক্ষ ৫৬ হাজার ৪০ কোটি টাকা
প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা	৭.২০% (বিগত বছর প্রবৃদ্ধি ছিল→ ৬.১%)।
মুদ্রাস্ফিতির হার	৫.৩%।
করোনা মোকাবিলায় বরাদ্দ	করোনায় বরাদ্দ ১০ হাজার কোটি টাকা।
সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ	এক লাখ সাত হাজার ৬১৪ কোটি টাকা (১,০৭,৬১৪ কোটি টাকা)।
শিক্ষা খাতে বরাদ্দ	শিক্ষা খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৭১ হাজার ৯৫৩ কোটি টাকা।
স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ	স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে ৩২ হাজার ৭৩১ কোটি টাকা।
করমুক্ত আয়সীমা	✓ পুরুষ → ৩ লাখ টাকা। ✓ মহিলা → ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা। ✓ প্রতিবন্ধী- ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ✓ যোদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা- ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। (পুরুষ ও মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রে পরবর্তী ১ লাখ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের ওপর কর ধরা হয়েছে ৫%)। ব্যক্তিগত ন্যূনতম আয়করঃ- ✓ ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে- ৫০০০ টাকা ✓ অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনে- ৪০০০ টাকা ✓ অন্যান্য সব পর্যায়ে- ৩০০০ টাকা

www.exambd.net

Translation

Translation অর্থ অনুবাদ। এক ভাষাকে অন্য ভাষায় রূপান্তর করাকে অনুবাদ বলে। অনুবাদের গুরুত্ব অপরিসীম কেননা অনুবাদের মাধ্যমেই বিভিন্ন ভাষাভাষীর মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা সম্ভব হয়। এটি এক ধরনের Art (কলা)। অনুবাদ আসলে শুধু কলা নয়, এটি বিজ্ঞানও বটে। বাক্যের গঠন এবং সঠিক শব্দ প্রয়োগের বিষয়টি যে ভাষায় অনুবাদ করা হবে ঐ ভাষার বাক্যের গঠনশৈলী অনুযায়ী হতে হবে।

অনুবাদ করার সময় যে লেখাটির অনুবাদ করা হচ্ছে তার ভাবটি বুঝতে হয় যে ভাষায় অনুবাদ করা হবে ঐ ভাষার আঙ্গিকে। অর্থাৎ আপনি যদি বাংলা থেকে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন তাহলে ইংরেজি ভাষাভাষী জনগণের দৃষ্টিকোণ থেকে আপনাকে বাংলা পরিচ্ছদের ভাব বুঝতে হবে। বিষয়টা একটি উদাহরণের সাহায্যে পরিষ্কার করা যাক।

➢ **Types of translation**

অনুবাদের ধরন বা ভাবের ওপর নির্ভর করে অনুবাদকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়।

১. **আক্ষরিক অনুবাদ (Literal Translation):** এ ধরনের অনুবাদে অন্য ভাষার শব্দগুলোর আভিধানিক অর্থ প্রয়োগ করা হয়।

২. **ভাবানুবাদ (Thematic Translation):** এক্ষেত্রে কোনো ভাষার শব্দসমূহের আভিধানিক অর্থ ব্যবহার না করে অন্তর্নিহিত অর্থ বা ভাবের প্রকাশ করা হয়। উদাহরণ:

✓ **'Strike the iron while it is hot'** এর আক্ষরিক বাংলা হচ্ছে- 'লোহা গরম থাকতে এতে আঘাত কর'।

কিন্তু, প্রকৃত অনুবাদ (ভাবানুবাদ) হলো 'ঝোপ বুঝে কোপ মারা'

আক্ষরিক অনুবাদ নয় ভাবানুবাদ করলে অধিক নম্বর পাওয়া যায়। সুতরাং পরীক্ষায় word-by-word অনুবাদ না করে মূল অর্থ বুঝে তারপর অনুবাদ করতে হবে।

১. **এক শব্দ একাধিক শব্দের বিপরীতে ব্যবহার:** একটি ভাষায় এমন অনেক শব্দ থাকতে পারে যা অন্য ভাষায় শুধু একটি শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এক্ষেত্রে পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ পায় না তবে তা বোধগম্য হয়। যেমন বাংলায় 'তুই, তুমি, আপনি' একেক শব্দ দ্বারা একেক অর্থ বোঝায়। কিন্তু ইংরেজিতে কেবল 'You' ব্যবহৃত হয় এদের বিপরীতে।

২. **একই অর্থে একাধিক শব্দ থাকলে অপেক্ষাকৃত সহজ শব্দটি ব্যবহার করা উচিত। অনেকেই মনে করেন কঠিন শব্দ ব্যবহার করলে Translation-এর মান বাড়ে। কিন্তু তা আসলে অনুবাদের মান কমিয়ে দেয়।**

যেমন:- **তার একটি সুন্দর গাড়ি আছে।**

এখন, beautiful অর্থও সুন্দর আবার exquisite অর্থও সুন্দর। **কিন্তু,** beautiful শব্দটি অধিক প্রচলিত ও সহজবোধ্য। তাই translation হওয়া উচিত: He has a beautiful **car**.

৩. **Complex sentence: এক্ষেত্রে reduced clause-এর পরিবর্তে full clause ব্যবহার করা উচিত। এতে অনুবাদ সুন্দর হয়।**

✓ **যে ছেলেটি ব্যাগটি চুরি করেছে সে লম্বা।**

Translation এভাবে করা যায়- The boy who stole the bag was tall.

আবার, 'Who stole' এর পরিবর্তে- The boy stealing the bag was tall লিখা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রথমটি বেশি appropriate.

৪. **যতটা সম্ভব active voice ব্যবহার করা উচিত। কারণ passive voice এর ব্যবহার passage translation এর সাবলীলতা নষ্ট করে।** যেমন: আম আমার দ্বারা খাওয়া হয়েছে।

বাক্যটি বাংলায় passive voice এ থাকলেও ইংরেজিতে যেকোনো voice এ করা সম্ভব কারণ subject ও object দুটোই sentence-এ রয়েছে। তাই 'The mango has been eaten by me' লেখার চেয়ে **'I have eaten the mango'** লিখলে অনুবাদ সাবলীল ও সুন্দর হয়।

৫. **যতটা সম্ভব অনুবাদে simple sentence ব্যবহার করা ভালো। এতে অনুবাদ সহজবোধ্য ও সংক্ষিপ্ত হয়।**

- সে আমাকে অবহেলা করছিল যা আমি সহ্য করতে পারিনি।

  গতানুগতিক অনুবাদ: He neglected me and I could not tolerate that.

  সংক্ষিপ্ত অনুবাদ: I could not tolerate his negligence.

৬. **Phrasal verb এর চেয়ে single word verb ব্যবহার করা উত্তম কারণ phrasal verb translation-কে জটিল করে তোলে।** যেমন-

• 'জোর দেয়া' অর্থে 'beef up' এর বদলে '**Strengthen**' ইত্যাদি।
• 'ত্যাগ করা' অর্থে 'give in' এর বদলে 'Surrender'

www.exambd.net

5. Be + Adjective + to-infinitive (as adjective)

- এই কামরাটিতে তাপ দেওয়া কঠিন — This room is difficult to heat. (or, It is difficult to heat this room.)
- পথ খুঁজে পাওয়া সহজ ছিল না — The path was not easy to find. (or, It was not easy to find the path.)
- তার স্বামীকে খুশি করা শক্ত — Her husband is hard to please. (or, It is hard to please her husband.)

Note: লক্ষ্য করুন, এই pattern-এর Sentence-গুলোকে Preparatory 'It' যোগে পুর্নগঠন করা যায়।

6. Be + Adjective (+ Preposition) + That-clause

- ছেলেটা কুকুরের ভয়ে ভীত — The boy is afraid of the dog.
- ছেলেটা কুকুরটায় কামড়াবে বলে ভীত — The boy is afraid that the dog would bite him.
- তুমি কি তার এখানে উপস্থিতি সম্পর্কে অবহিত আছো? — Are you aware of his presence here?

VERBALS OR NON-FINITE VERBS

The Infinitive

(i) Infinitive যখন Verb-এর (i) Subject, (ii) Object, (iii) complement, (iv) Preposition-এর object কিংবা exclamation-এ ব্যবহৃত হয় তখন তাকে Noun বা Simple Infinitive বলে।

- মিথ্যা বলা মহাপাপ — To tell a lie is a great sin. [or, It is a great sin to tell a lie.]
- অন্যের দোষ ধরা সহজ — To find fault with others is easy. [or, It is easy to find fault with others.]
- চুরি করা অপরাধ — To steal is wrong. [or, It is wrong to steal.]
- লোকটি মর-মর হয়েছে — The man is about to die.
- আমি সেখানে না গিয়ে পারি না — I can't but (to) go there.

(ii) Infinitive of Purpose (= in order to + V_b.)

- আমরা খেলা দেখতে বের হয়েছিলাম — We went out to see (in order to see) the game.
- লোকেরা নিরাপদে থাকার জন্য গৃহে বাস করে — People live in house to remain safe.
- শিকারী বাঘটিকে মারার জন্য গুলি ছুঁড়ল — The hunter shot to kill the tiger.

(ii) উদাহরণগুলোতে Infinitive, Adjective-কে Adverb-এর মতো modify করে 'কারণ' বা 'ফলাফল'-এর অর্থ প্রকাশ করেছে।

- তোমার সাথে সাক্ষাৎ হওয়ায় আমি আনন্দিত হয়েছি — I am glad to meet you.
- একথা বলায় তিনি দুঃখিত — He is sorry to say this.
- তিনি এত দুর্বল যে হাঁটতে পারেন না — He is too weak to walk.

(iii) উদাহরণগুলিতে Infinitive, Noun-কে Adjective রূপে qualify করে ব্যবহারিক উদ্দেশ্যের অর্থ প্রকাশ করছে।

- আমার বাজারে যাওয়ার সময় নেই — I have no time to go to market.
- আমাকে খাওয়ার পানি দাও — Give me water to drink.

(iv) নির্দিষ্ট ব্যবস্থা (arrangement) বোঝালে Infinitive-এর পূর্বে Verb 'to be' এবং বাধ্যবাধকতা বোঝালে Infinitive-এর পূর্বে Verb 'To have' ব্যবহৃত হয়।

- তার আজ রংপুর যাওয়ার কথা — He is to go to Rangpur today.
- তাকে আজ রংপুর যেতে হবে — He has to go to Rangpur today.
- আজকে আমার বাড়িতে তোমার খাওয়ার কথা ছিল — You were to eat at my house today.

(v) Had better, had rather প্রভৃতি phrase-এর পর এবং but, except, than প্রভৃতি word-এর পর Infinitive-এর 'to' উহ্য থাকে।

- তুমি বরং বাড়ি যাও — You had better go home.
- আর কিছু নয়, সে কেবল হাসল — He did nothing but laugh.
- সে সবকিছু করল কিন্তু সোজা জবাব দিল না — He did everything except giving a straight answer.

(vi) অতীতের সম্ভাবনা, অপূর্ণ ইচ্ছা বা আশা ইত্যাদি বোঝাতে Perfect Infinitive ব্যবহার করা হয়।

- হাবিব তোমাকে সাহায্য করার ওয়াদা করেছিল (কিন্তু কোনো বাধার জন্য হয়নি) — Habib intended to have helped you.
- আমি যথাসময়ে কাজটি শেষ করতে চেয়েছিলাম কিন্তু পারিনি— I wished to have finished the work in time but I could not.
- তার সুদিন ছিল বলে মনে হয় — He seemed to have seen better days.

www.exambd.net

ভেঙ্গে ভেঙ্গে অনুবাদ (40Th BCS Written Exam)

Translate from Bengali to English:

মানুষের জীবন কতগুলো ঘটনার সংকলন। তবে সব ঘটনাই স্মরণীয় হয় না। যে ঘটনা স্মৃতির পাতায় সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে যায় তা-ই স্মরণীয়। বাংলাদেশের মানুষের সবচেয়ে গৌরবময় স্মরণীয় ঘটনা এ-দেশের মুক্তিযুদ্ধ। এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা লাভ করেছি স্বাধীন দেশ, নিজস্ব পতাকা। ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ বাংলার ছাত্র-যুবক, কৃষক-শ্রমিকসহ সর্বস্তরের জনগণ বর্বর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারই পরিণতিতে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর জাতি অর্জন করে চূড়ান্ত বিজয়। বিশ্বের মানচিত্রে দেদীপ্যমান হয় একটি রাষ্ট্র, যার নাম স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম জাদুঘর 'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর'। এই জাদুঘর তরুণ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবময় ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ ও ইতিহাসকে ভিত্তি করে সাজানো হয়েছে জাদুঘরের গ্যালারিগুলো। প্রতিটি গ্যালারি সুনির্দিষ্টভাবে ধারণ করছে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবাহী নানান স্মারক। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে একটি গাড়িকে ভ্রাম্যমাণ জাদুঘরের রূপ দেয়া হয়েছে। এভাবেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে অমর হয়ে থাকবে এ-দেশের মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাথা।

সূত্রটি

কর্তা (Subject) + (Verb) + কিভাবে (Manner) + কোথায় (Place) + কখন (Time) + উদ্দেশ্য (Infinitive/Gerund)

Sentence-1 মানুষের জীবন কতগুলো ঘটনার সংকলন।

- Subject বের করুন = মানুষের জীবন = Human life
- Verb বের করুন = হলো = is (মনে রাখবেন, হলো, ছিলো,হয় ইত্যাদি অর্থে- am, is, are, was, were ব্যবহৃত হয়)
- Extension (extra info) = কতগুলো ঘটনার সংকলন = collection of several events.

✓ পুরো বাক্য: **Human life is collection of several phenomenon.**

Sentence-2 তবে সব ঘটনাগুলো স্মরণীয় নয়।

- Linkers = তবে = But
- Subject বের করুন = সব ঘটনাগুলো = all incidents
- Verb = are
- Extension (extra info) (কেমন?)= স্মরণীয় নয় = not memorable.

✓ পুরো বাক্য: **But all incidents are not memorable.**

Sentence-3 সে ঘটনা স্মৃতির পাতায় সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে যায় তা-ই স্মরণীয়।

- Subject বের করুন = যে ঘটনা = The event
- Subject modifier (extra info about subject) = স্মৃতির পাতায় সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে যায় = which is written by golden letters on the page of memory.
- Verb বের করুন = হয় = is
- Manner (কিভাবে/কেন?) = স্মরণীয় = memorable

✓ পুরো বাক্য: **The event which was written by golden letters on the page of memory is memorable.**

Sentence-4 বাংলাদেশের মানুষের সবচেয়ে গৌরবময় স্মরণীয় ঘটনা এ-দেশের মুক্তিযুদ্ধ।

- Subject বের করুন = এ-দেশের মুক্তিযুদ্ধ = Liberation war of this country
- Verb বের করুন = হলো = is
- Complement or Extra info about verb (কি?) = বাংলাদেশের মানুষের সবচেয়ে গৌরবময় স্মরণীয় ঘটনা = the most glorious and unforgettable every for Bangladeshi people.

✓ পুরো বাক্য: **Liberation was of this country is the most glorious and unforgettable for every Bangladeshi people.**

www.exambd.net

Translations: Human life is collection of several phenomenon. But all incidents are not memorable. The event which was written by golden letters on the page of memory is memorable. Liberation war of this Country is the most glorious and unforgettable every for Bangladeshi people. We have achieved an independent country and our own flag through this War. People of all classes including Bangalee Students-youth, Farmers-workers jumped into the armed war against brutal Pakistani armed force on the 26 March in 1971. As the consequences, Nations have achieved an ultimate victory on the 16 December in 1971. And a country was established with glitters on the world map whose name is an independent sovereign Bangladesh. The first liberation war based Museum of Bangladesh is 'Muktijoddho Jadughor'. This museum is delivering the glorious history of Struggling of Liberation war to the youth generation. Museum galleries have been arranged with based on the history and values of Liberation War. Each gallery is specifically containing various memorandum of Liberation war. A Car has been shaped like Museum, as the part of activities of liberation war museum. In this way, the glories of Liberation war of the country will be immortalized from generation to generation.

Bangladesh Bank (AD-General) – 2018 (English to Bangla)

Since the renaissance, we came across a persistent emphasis on the development of individuality as the inspiring ideal of education. It has greatly encouraged intellectual freedom and creative joy as against authoritarianism and self-suppression which is almost invariably associated with it. The consciousness of personal liberty is the elan of the present-day civilization and modern man doesn't as a rule consider life worth living without it. In the middle Ages, individuality was very much suppressed, rather lost in the multitude under the burden of a mechanical adherence to certain routine formalities from the cradle to the grave. Prime facie at least, just the reverse seems to be happening at the moment. Except in some totalitarian regimes, our education experiments aim at the development of the distinctive individuality of the taught as far as practicable in an artificially devised favorable environment.

চলুন ধাপে ধাপে অনুবাদ করি...

Passage-টি মনোযোগ দিয়ে পড়লে বোঝা যায় passage-টিতে development of individuality এবং personal liberty-কে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। passage-টিতে মূলত রেনেসাঁর পর থেকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

প্রথম বাক্যটির গঠন	**modifier, + subject + verb + prepositional phrase + modifier**

- **Since the renaissance, we came across a persistent emphasis on the development of individuality as the inspiring ideal of education.**
  - ⇨ বাক্যের মূল অংশ হচ্ছে, we came across an emphasis on the development of individuality. শুরুতে আমরা **subject + verb** এই অংশের অনুবাদ করে ফেলব। বাক্যটি অনুবাদ করার জন্য এই phrase-গুলোর অর্থ জানা খুবই জরুরি।

Come across	কোনোকিছুর সাথে সাক্ষাৎ হওয়া, হঠাৎ দেখতে পাওয়া	emphasis on something	কোনোকিছুর উপর জোর প্রদান করা
development of individuality	ব্যক্তিত্বের বিকাশ/উন্নয়ন	since the renaissance	রেনেসাঁর পর থেকে

  - ⇨ অর্থাৎ, আমরা হঠাৎ দেখতে পেলাম ব্যক্তিত্বের বিকাশের উপর জোর প্রদান করা হচ্ছে। এখন, কখন থেকে এই জোর প্রদান করা হচ্ছে?
  - Since the renaissance অর্থাৎ রেনেসাঁর পর থেকে।
  - ⇨ বাকি অংশটুকু হচ্ছে = as inspiring ideal of education = শিক্ষার অনুপ্রেরণাদয়ক আদর্শ হিসেবে।

✓ পুরো অংশের অনুবাদ করলে হবে: রেনেসাঁয় পর থেকে আমরা হঠাৎ দেখতে পেলাম শিক্ষার অনুপ্রেরণাদায়ক আর্দশ হিসেবে ব্যক্তিত্বের বিকাশের উপর নিরবচ্ছিন্নভাবে জোর প্রদান করা হচ্ছে।

www.exambd.net

Bangladesh Bank AD [1986- Present] (English to Bangla)

Bangladesh Bank AD-research-2019

Question: Globalization is very important in international relations. Basically, it is a process expanding trade and commerce all over the world by creating a borderless market. But it has a far-reaching effect on many aspects of life. With the development of high-tech communication media and rapid transportation facilities, the world comes closer. We can now learn instantly what is happening in the farthest corner of the world and travel to any country in the shortest possible time. Countries in the world are like the families in a village. They can even share their problems immediately and come to one-another's assistance. But taking advantages of the idea of globalization, capitalism seems to be on triumphant march. It is creating more opportunity for capitalist countries rather than for the developing ones. In the name of help and cooperation, the industrially developed capitalist countries are exploiting the cheap labor available in poorer countries. **[Repeated from joint Recruitment Test for & Banks (SO) 22.09.2018]**

Important Vocabularies					
Globalization	বিশ্বায়ন	far-reaching	সুদূরপ্রসারী	borderless	সীমান্তহীন
capitalism	পুঁজিবাদ	expand	বিস্তৃতকরা	rapid	দ্রুত
transportation facilities	পরিবহণ সুবিধা	be on triumphant march	জয়ের পথে থাকা	high-tech	উচ্চ প্রযুক্তি

Solution: আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি মূলত সীমান্তহীন একটি বাজার-ব্যবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্য ণের একটি প্রক্রিয়া। কিন্তু জীবনের বহু ক্ষেত্রে এর সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রয়েছে। উচ্চ প্রযুক্তিগত যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর উন্নতি ও দ্রুত অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি হওয়ার দরুন পৃথিবী এখন হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। পৃথিবীর দূরতম স্থানে কী ঘটছে তা এখন আমরা মুহূর্তের মধ্যেই জানতে পারি এবং সম্ভব স্বল্পতম সময়ে পৃথিবীর যেকোনো স্থানে ভ্রমণ করতে পারি। পৃথিবীর দেশগুলো এখন একই গ্রামের পরিবারের মতো। একটি দেশ অপর দেশের আপদকালীন মুহূর্তে তাৎক্ষণিকভাবে এগিয়ে আসতে পারে। কিন্তু বিশ্বায়নের ধারণাটির সুযোগ নিয়ে পুঁজিবাদ জয়ের পদে বেশ খানিকটা এগিয়ে আছে। বিশ্বায়ন উন্নয়নশীল দেশগুলোর চাইতে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর জন্য বিবিধ সুযোগ-সবিধার সৃষ্টি করছে। সাহায্য ও সহযোগিতার নামে শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো দরিদ্রতর দেশগুলোতে বিদ্যমান সস্তা শ্রমের সুযোগকে কাজে লাগাচ্ছে।

Bangladesh Bank (AD-General) – 2018

Question: Since the renaissance we came across a persistent emphasis on the development of individuality as the inspiring ideal of education. It has greatly encouraged intellectual freedom and creative joy as against authoritarianism and self-suppression which is almost invariably associated with it. The consciousness of personal liberty is the elan of the present-day civilization and modern man doesn't as a rule consider life worth living without it. In the middle-ages, individuality was very much suppressed, rather lost in the multitude under the burden of a mechanical adherence to certain routine formalities from the cradle to the grave. Prime facie at least, just the reverse seems to be happening at the moment. Except in some totalitarian regimes, our education experiments aim at the development of the distinctive individuality of the taught as practicable in an artificially devised favorable environment.

Important Vocabularies					
emphasis	জোর	development	উন্নয়ন	prima facie	আপাতদৃষ্টিতে
individuality	ব্যক্তিত্ব	invariably	অনিবার্যভাবে	totalitarian	সমগ্রতাবাদী
authoritarianism	কর্তৃত্ববাদ	elan	প্রাণ	self-suppression	আত্মদমন

www.exambd.net

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) - ২০১৯

Question: Bangladesh had made remarkable progress in reducing poverty, supported by sustained economic growth. Based on the international poverty line of $1.90 per person per day, poverty declined from 44.2 percent in 1991 to 13.8 percent in 2016/17. In parallel, life expectancy, literacy rates and capita food production have increased significantly. Progress was underpinned by 6 percent plus growth over the decade and reached to 7.3 percent in 2016/17, according to official estimates. Rapid growth enabled Bangladesh to reach the lower middle-income country status in 2015. In 2018, Bangladesh met eligibility criteria for graduation from the United Nation`s Least Developed Countries (LDC) list for the first time and is on track to graduate in 2024.

Important Vocabularies					
remarkable	উল্লেখযোগ্য	life expectancy	প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল	graduate	বেরিয়ে আসা, অতিক্রান্ত হওয়া
eligibility	উপযুক্ততা	decline	হ্রাস পাওয়া	Rapid growth	দ্রুত প্রবৃদ্ধি

Solution: টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাহায্যে দারিদ্র্য হ্রাসকরণে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। প্রতিদিন মাথাপিছু আয় $১.৯ হিসেবে আন্তর্জাতিক দারিদ্র সীমা বিবেচনায় দারিদ্র্য ১৯৯১ সালে ৪৪.২% থেকে কমে ২০১৬-১৭ সালে ১৩.৮% হয়েছে। এরই সাথে সমানভাবে ভালো রেখে মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল, সাক্ষরতার হার এবং মাথাপিছু খাদ্য উৎপাদনের হার তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেড়েছে। গত দশকে প্রবৃদ্ধির হার ৬ এর উপরে একটি ভিত্তি স্থাপন করে আনুষ্ঠানিক প্রাক্কলন অনুসারে তা ৭.৩ প্রবৃদ্ধিতে পৌঁছেছে। দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনের ব্যাপারটি ২০১৫ সালে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে সাহায্য করেছে। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশগুলোর তালিকা থেকে বের হওয়ার সক্ষমতা অর্জন করেছে এবং ২০২৪ সালে ঐ অবস্থা থেকে উত্তোরণের পথে আছে।

বিগত BCS Translation (English to Bangla)
২৭তম থেকে ৪০তম পর্যন্ত

40th BCS

Question: Plato lamented the destruction of soils and forests in ancient Greece. Dickens and Engels wrote eloquently of the wretched conditions spawned by the 'Indus Trial Revolution'. Whenever we encounter the term 'pollution' now, we mean environmental pollution, though the dictionary describes pollution as "the act of making something foul, unclean, dirty, impure, contaminated, defiled, tainted, desecrated". Environmental pollution may be described as the unfavorable alteration of our surroundings. It takes place through changes in energy, radiation levels, chemical and physical constitutions, and abundance of organism. It includes release of materials into atmosphere which make the air unsuitable for breathing, harm the quality of water and soil, and damage the health of human beings, plants, and animals.

Important Vocabularies from the passage					
Lament	আক্ষেপ প্রকাশ করা, শোক করা	Ancient	প্রাচীন	Impure	অপবিত্র
Radiation	তেজক্রিয়তা	Contaminated	দূষিত বা কলুষিত	Take place	সংঘটিত হওয়া
Atmosphere	বায়ুমন্ডল, পরিবেশ	Desecrated	দূষিত বা কলুষিত	eloquently	সুন্দর বাচনভঙ্গিতে সুস্পষ্টভাবে
Defiled	অপবিত্র	Industrial revolution	শিল্প বিপ্লব	Wretched conditions	শোচনীয় অবস্থা
Unfavorable alteration	প্রতিকূল পরিবর্তন	Chemical and physical constitutions		রাসায়নিক ও ভৌতিক গঠন	

Solution: প্রাচীন গ্রিসে বড় প্রসাদ (ভূমি) ও অরণ্য/বনাঞ্চল ধ্বংসের অনুতাপ করেছেন/ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন প্লেটো। শিল্প বিপ্লবের ফলে বিপুলবাবে সৃষ্ট শোচনীয় অবস্থার সুন্দর বাচনভঙ্গিতে বর্ণনা দিয়েছেন ডিকেন্স ও এঞ্জেল্‌স। বর্তমানে যখনই আমরা 'দুষণ' পরিভাষাটির সম্মুখীন হই, তখন আমরা পরিবেশ দুষণকে বুঝায়। যদিও ডিকশনারিতে 'দুষণ' এর অর্থ দেয়া হয়েছে- "কোনো কিছুকে নোংরা, অপরিচ্ছন্ন, ধূলিময়, অপবিত্র, দূষিত, কলুষিত, ত্রুটিযুক্ত, ভগ্নসংস্কার করার কাজ। আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিরূপ পরিবর্তন হিসেবে পরিবেশ দূষণকে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। শক্তি বিকিরণ পর্যায়, রাসায়নিক ও ভৌত গঠন, জীবের প্রাচুর্যতার মাধ্যমে এটি ঘটে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে বায়ুমণ্ডলের পদার্থের নিঃসরণ যেটা শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বায়ুকেঅনুপযুক্ত করে তোলে, পানি এবং মাটির গুণাগুন নষ্ট করে এবং মানবজাতি, গাছপালা ও পশুপাখির স্বাস্থ্যহানি ঘটায়।

www.exambd.net

৩৫তম বিসিএস

TRANSLATION-01

Question: It was the best of times; it was the worst of times; it was the age of wisdom; it was the age of foolishness; it was the epoch of belief; it was the epoch of incredulity; it was the season of Light; it was the season of Darkness; it was the spring of hope; it was the winter of despair. We had everything before us; we had nothing before us; we were all going direct to Heaven; we were all going direct the other way. In short, the period was so far like the present one in which the noisiest authorities insisted on its being received, for good or for evil, in the superlative degree of comparison.

Important Vocabularies from the Passage					
Epoch (*n*)	যুগ	In short	স্বল্প কথায়	Spring (*n*)	বসন্ত
Wisdom (*n*)	জ্ঞান	Despair (*n*)	নৈরাশ্য	Incredulity (*n*)	অবিশ্বাস

Solution: এটা ছিল সর্বোৎকৃষ্ট বা সবচেয়ে নিকৃষ্ট সময়; এটা ছিল জ্ঞানের বা মূর্খতার যুগ; এটা ছিল বিশ্বাসের যুগ; এটা ছিল আলো-আঁধারের যুগ; এটা ছিল আশার বসন্ত অথবা নিরাশার যুগ। আমাদের সামনে সবকিছুই ছিল; আবার কিছুই ছিল না; আমরা সবাই সরাসরি স্বর্গের দিকে যাচ্ছিলাম অথবা সরাসরি বিপরীত দিকে- স্বল্প কথায়, যুগটি ছিল মোটামুটি বর্তমান যুগের মতই যেখানে সবচেয়ে নিকৃষ্ট শাসকগণ তাদের ভাল অথবা মন্দ কাজ মেনে নিতে জনগণকে বাধ্য করতো।

TRANSLATION-02

Question: Tsunami is a Japanese word that means "harbor wave". It is in harbors that tsunamis do the most damage. We sometimes call tsunamis tidal waves, though they are not caused by tides. Oceanographers call tsunamis seismic sea waves. Whatever their name, those who have lived through them call them killers. What actually is a tsunami? It is a wave of water that sometimes follows earthquakes, volcanic eruptions, or underwater landslides. Not all tsunamis are large or destructive. In fact, if you were out to sea, a tsunami could pass under your boat and you would hardly notice. That is because the ocean bottom is so deep. But as the wave gets closure to land, the ocean becomes shallower and begins to cause the wave to crest. Some tsunamis can top 100 feet by the time they reach shore. The largest tsunami ever measured was 212 feet high.

Important Vocabularies from the Passage					
Harbor (*n*)	পোতাশ্রয়	Tidal (*adj*) wave (*n*)	জলোচ্ছ্বাস	Oceanographer (*n*)	মহাসমুদ্রবিদ /সমুদ্রবিজ্ঞানী
Volcanic (*adj*) eruption (*n*)	আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত	Destructive (*adj*)	ধ্বংসাত্মক	Seismic (*adj*)	ভূকম্পনঘটিত
Shallow (*adj*)	অগভীর	Crest (*v*)	উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়া	Landslide (*n*)	ভূমিধস

Solution: সুনামি একটি জাপানি শব্দ যার অর্থ সামুদ্রিক ঢেউ। সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকতেই সুনামি সব থেকে বেশি ক্ষতি সাধন করে। আমরা মাঝে মাঝে সুনামিকে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস বলে থাকি, যদিও তা জোয়ারের কারণে ঘটে না। মহাসমুদ্রবিদগণ সুনামিকে ভূকসম্পনজনিত সামুদ্রিক ঢেউ বলে থাকেন। তাদের নাম যাই হোক যারা সুনামির মাঝ থেকে ফিরে এসেছেন, তারা সুনামিকে হত্যাকারী বলে থাকেন। সুনামি প্রকৃতপক্ষে কী? এটা জলের ঢেউ যা ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির উদগীরণ, অথবা পানি নিচের ভূমি ধসের পরে ঘটে থাকে। সকল সুনামিই বড় বা ধ্বংসাত্মক হয় না। প্রকৃতপক্ষে, তুমি যদি সমুদ্রে থাকো, সুনামি তোমার নৌকার নিচ দিয়ে অতিক্রম করতে পারে এবং তুমি তা লক্ষ নাও করতে পারো। এটির কারণ মহাসাগরের তলদেশ অনেক গভীর। কিন্তু ঢেউ যত ভূমির নিকটে মহাসাগর তত অগভীর হয় এবং ঢেউটি তার শীর্ষে পৌছাতে শুরু করে। কিছু সুনামি আছে যখন তারা উপকূলে আছড়ে পরে তখন ১০০ ফুট উচু হতে পারে। আজ পর্যন্ত সর্বোচ্চব সুনামি মাপা হয়েছে ২১২ ফুট উচু।

www.exambd.net

৩৪তম বিসিএস

TRANSLATION-01

Question: Man is liable to some troubles from which society cannot save him. He has always suffered from death, sorrow, disappointments of various kinds and diseases etc. It is only self-confidence and an absolute reliance on God that can save him from them. If he gains self-confidence and devotion to God, even the direct misfortune will not be able to upset him in any way. Strong in his own power, he will face all his troubles with a smiling face. But our students are deprived of this education under the present system. It has to be reintroduced if our men, and for that matter the country, are to be saved.

Important Vocabularies from the Passage					
Sorrow (*n*)	দুঃখ	Disappointment (*n*)	হতাশা	Self-confidence (*n*)	আত্মবিশ্বাস
Devotion (*n*)	অনুরক্তি/ভক্তি	Deprived (*adj*)	বঞ্চিত	Absolute (*adj*) reliance (*n*)	পরম নির্ভরতা

Solution: মানুষ কিছু ঝামেলা বা সমস্যার সম্মুখীন যেগুলো থেকে সমাজ তাকে রক্ষা করতে পারে না। তাকে সর্বদা মৃত্যু, দুঃখ, বিভিন্ন প্রকারের হতাশা এবং রোগব্যাধি ইত্যাদিতে ভুগতে হয়। একমাত্র আত্ম-বিশ্বাস এবং সৃষ্টিকর্তার উপর পরম নির্ভরশীলতাই তাকে ওগুলো থেকে রক্ষা করতে পারে। এমনকি সরাসরি দুর্ভাগ্যও তাকে কোনভাবেই হতাশ করতে পারবে না, যদি সে আত্ম-বিশ্বাস এবং সৃষ্টিকর্তার প্রতি গভীর অনুরক্তি অর্জন করতে পারে। আত্ম শক্তিতে বলীয়ান হয়ে সে হাসিমুখে তার সকল বিপদের মুখোমুখী হবে। কিন্তু আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা বর্তমন ব্যবস্থার আওতায় এই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। যদি আমাদের জনগণ তথা দেশকে রক্ষা করতে হয়, তাহলে এটিকে পূনরায় চালু করতে হবে।

৩৩ তম বিসিএস

TRANSLATION-01

Question: The students of Bangladesh played a significant role during the freedom struggle in 1971. Their sacrifice, zeal, heroism, and gallantry constitute an important part of our national history. During the nine-month struggle, numerous students left their places of learning and underwent military training to fight against the Pakistani armed forces. The student community of this country have always been conscious about their sociopolitical responsibilities. They have created the tradition of sacrificing their tender lives for the cause of mother tongue, democracy and homeland. In 1952, they faced bullets or gun-shots, and ultimately Bangla was made one of the state languages of Pakistan. They led a mass movement in 1969 to free Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman who was falsely implicated in the so-called 'Agartala Conspiracy Case'. They brought down the existing regime from the pinnacle of power. However, students should not assume that their duties are over. they should remember that it is hard to win freedom, but it is harder to preserve it.

Important Vocabularies from the Passage					
Zeal (*n*)	উদ্দীপনা	Struggle (*n*)	সংগ্রাম	Gallantry (*n*)	বীরত্ব
Tender life (*n*)	তাজা প্রাণ	Regime (*n*)	শাসনব্যবস্থা	Pinnacle (*n*)	চূড়া

Solution: ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে/স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাদের আত্মত্যাগ, উদ্দীপনা, বীরত্ব এবং সাহসিকতা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে আছে। নয় মাসব্যাপী যুদ্ধের সময় অনেক ছাত্র-ছাত্রী তাদের শিক্ষাঙ্গন ত্যাগ করে এবং পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। বাংলাদেশের ছাত্র-সম্প্রদায় সব সময়ই তাদের সামাজিক-রাজনৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। মাতৃভাষা, গণতন্ত্র এবং মাতৃভূমির জন্য তারা তাদের তরুণ জীবন বিসর্জনের ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে। ১৯৫২ সালো তারা বুলেট এবং কামানের গোলার মুখোমুখি হয় এবং শেষ পর্যন্ত বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হয়। ১৯৬৯ সালে তারা একটি গণঅভ্যুত্থান পরিচালনা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্ত করার জন্য যাকে তথাকথিত "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা"-য় মিথ্যাভাবে ফাঁসানো হয়েছিল। ক্ষমতার চূড়া থেকে তারা তৎকালীন শাসক গোষ্ঠীকে নিচে নামিয়ে এনেছিল। যা হোক, ছাত্রদের এটা মনে করা ঠিক হবে না যে তাদের দায়িত্ব শেষ। তাদের মনে রাখা উচিত যে স্বাধীনতা অর্জন করা কঠিন কিন্তু স্বাধীনতা রক্ষা করা আরও কঠিন।

www.exambd.net

বাংলা থেকে ইংলিশ
২৭তম - ৪০তম বিসিএস পর্যন্ত

৪০তম বিসিএস

Question: মানুষের জীবন কতকগুলো ঘটনার সংকলন। তবে সব ঘটনাই স্মরণীয় হয় না। যে ঘটনা স্মৃতির পাতায় সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে যায় তা-ই স্মরণীয়। বাংলাদেশের মানুষের সবচেয়ে গৌরবময় ও স্মরণীয় ঘটনা এ-দেশের মুক্তিযুদ্ধ। এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা লাভ করেছি স্বাধীন দেশ, নিজস্ব পতাকা। ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ বাংলার ছাত্র-যুবক, কৃষক- শ্রমিকসহ সর্বস্তরের জনগণ বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারই পরিণতিতে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর জাতি অর্জন করে চূড়ান্ত বিজয়। বিশ্বের মানচিত্রে দেদীপ্যমান হয় একটি রাষ্ট্র, যার নাম স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম জাদুঘর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। এই জাদুঘর তরুণ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবময় ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ ও ইতিহাসকে ভিত্তি করে সাজানো হয়েছে জাদুঘরের গ্যালারিগুলো। প্রতিটি গ্যালারি সুনির্দিষ্টভাবে ধারণ করেছে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবাহী নানান স্মারক। এভাবেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে অমর হয়ে থাকবে এ-দেশের মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাথা।

Important Vocabularies from the passage					
সংকলন	collection (*n*)	গৌরবময়	Glorious (*adj*)	স্মরণীয়	Memorable (*adj*)
সার্বভৌম	Sovereign (*adj*)	সশস্ত্র	Armed (*adj*)	স্বাধীন	Independent (*adj*)
বর্বর	Heinous (*adj*)	সুনির্দিষ্টভাবে	Unambiguously (*adv*)	হানাদার	Invading (*adj*)

Solution: Human life is a collection of some events. But not all events become memorable. The event which is written in golden letters on the memory becomes memorable. The most glorious and memorable event of the people of Bangladesh is the liberation war of this country. We have achieved an independent country with its own flag through this war. On the 26th Of March 1971, people from all walks of life including students-youths, farmers- laborers, engaged in an all-out armed conflict with the barbarous aggressive Pakistani forces. As a result of this struggle, the nation achieved the ultimate victory on the 16th December, 1971. An independent, sovereign country named Bangladesh was born taking its place on the world map. The first museum of liberation in Bangladesh is "Muktijuddho Jadughar" This museum is communicating the glorious history of our liberation war to the young generation. The galleries of the museum have been arranged based on the values and history of liberation. Each gallery holds specifically various liberation war memorials. As a part of the activities of the liberation war museum, a vehicle has been given the form of a mobile museum. Thus, the glorious history of this country, liberation war will remain immortal from generation to generation.

৩৮তম বিসিএস

Question: সংস্কৃতি হলো জীবনের ও পরিবেশের উৎকর্ষ সাধনের ও উন্নতিবিধানের এবং ইচ্ছানুযায়ী ইতিহাসের গতি নির্ধারণের চিন্তা ও চেষ্টা। জীবন ও পরিবেশ অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত। জীবন পরিবেশ থেকেই উদ্ভূত এবং পরিবেশের সাথে সংলগ্ন ও পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। এ দুয়ের একটির উন্নতি অন্যটির উন্নতির ওপর নির্ভরশীল। উন্নতি আপনিতেই ঘটে না, সাধন করতে হয়। উন্নতির প্রক্রিয়ায় মানুষই কর্তা। একমাত্র মানুষেরই সংস্কৃতি আছে, অন্য প্রাণীর নেই। মানুষ সেই জৈবিক সামর্থ্যের অধিকারী যার বলে সে ব্যক্তিগত ও যৌথ প্রয়াসে সংস্কৃতির পরিচয় দিতে পারে। বিবর্তনের যে পর্যায়ে এসে মানুষ সেই সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে তার পূর্ব পর্যন্ত অন্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য ছিল না। জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে মানুষের নিজেকে এবং নিজের সঙ্গে পরিবেশকে সুন্দর, সমৃদ্ধ ও উন্নত করার যে প্রবণতা, চিন্তা ও চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়, তারই মধ্যে নিহিত আছে তার সংস্কৃতি। ব্যক্তির জীবনে যেমন, সমষ্টির জীবনেও তেমনি সংস্কৃতি-চেতনা ও সংস্কৃতি আছে। দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্পকলা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে; উন্নতিশীল রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা ও জীবনপদ্ধতি প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষ তার সাংস্কৃতিক সামর্থ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে থাকে। সংস্কৃতির মর্মে আছে উন্নত হওয়ার ও উন্নত করার এবং সমৃদ্ধ হওয়ার ও সমৃদ্ধ করার প্রবণতা, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা। সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক আছে রুচি, পছন্দ, সমাজবোধ, আহার্য, ব্যবহার্য, পরিপার্শ্ব, বিচারক্ষমতা, গ্রহণ-বর্জন ও প্রয়াস-প্রচেষ্টার।

Important Vocabularies from the passage					
উৎকর্ষ	improvement (*n*)	বিবর্তন	evolution (*n*)	অবিচ্ছেদ্য	inseparable (*adj*)
উদ্ভূত হওয়া	originate (*v*)	প্রবণতা	instinct (*n*)	বিচক্ষণতা	sagacity (*n*)
জৈবিক	biological (*adj*)	চূড়া	pinnacle (*n*)	বর্জন	exclusion (*n*)
যৌথ	collective (*adj*)	চেষ্টা	endeavor (*n*)	প্রয়াস	ambition (*n*)

www.eyamod.net

৩০তম বিসিএস

Question: দূষণের যে রূপটি থেকে আমরা নগরবাসীরা কেউ মুক্ত নই তা হচ্ছে বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণ। দূষিত বায়ু সেবন অনেক বেশি সংখ্যক রোগব্যাধির জন্য দায়ী। যানবাহনজনিত পরিবেশ দূষণের সঙ্গে ওতপ্রোতোভাবে জড়িয়ে আছে শব্দ দূষণের বিষয়টি। এটি শিশুদের শারীরিক ও মানসিক গঠন বাধাগ্রস্ত করে, কমিয়ে দেয় শ্রবণশক্তি। এর পরোক্ষ প্রভাবে তাদের মস্তিষ্কের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষমতার স্থায়ী ক্ষতি হয়। প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের অনিদ্রা, বিরক্তি, দুশ্চিন্তা ও হৃদরোগের পিছনে রয়েছে শব্দ দূষণের প্রত্যক্ষ প্রভাব। বিপুল জনগোষ্ঠীর সচেতনতা এবং সরকারি উদ্যোগ ও সুষ্ঠু তদারকি থাকলে আমাদের আশাবাদী হতে দোষ নেই।

Important Vocabularies from the passage					
দূষণ	Pollution (n)	রূপ/ধরণ	form (*n*)	ওতপ্রোতভাবে	inextricably
প্রাপ্তবয়স্ক	adult (*n*)	জড়িয়ে	associated	সেবন	inhalation (*n*)
মস্তিষ্কের ভারসাম্য	cerebral balance	অনিদ্রা	insomnia (*n*)		

Solution: The forms of pollution from which we city dwellers are nto free are air pollution and sound pollution. Inhalation of polluted air is responsible for a number of diseases. The issue of sound pollution is inseparably associated with vehicular environmental pollution. It hampers physical and mental formation of children and reduces the hearing capacity. The cerebral balance of brain is permanently harmend due to its indirect effects. Insomnia, boredom, anxiety and heart discase of adult citizens result from direct effects of sound pollution. There is bno fault in being hopeful if there exist consciousness among greater population and government initiative as well as proper supervision.

২৯তম বিসিএস

Question: প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই নিহিত রয়েছে অফুরন্ত সম্ভাবনা। একটি শিশুর মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভা, মেধা রয়েছে-তা বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ অপরিহার্য। অনেক বাবা-মা রয়েছেন, যারা শিশুদের প্রতিভা বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করার বিষয়ে আদৌ সচেতন নন। সামান্য কারণে আমরা শিশুদের ধমক দিয়ে থাকি; এমনকী প্রহারও করে থাকি। কিন্তু আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি যে, একটি শিশুকে অযথা ধমক দিলে বা প্রহার করলে তার কত বড়ো ক্ষতি হয়ে থাকে? বাবা-মায়ের অভিপ্রায় অনুযায়ী শিশুদের গড়ে তুলতে চাইলে শিশুদের ছোট ছোট সমস্যাগুলোকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে হবে এবং সেসব সমস্যা দূর করার জন্য আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। বাবা-মাকে মনে রাখতে হবে যে, পর্যাপ্ত অনুকূল পরিবেশই একটি শিশুর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

Important Vocabularies from the passage					
সম্ভাবনা	potentiality (*n*)	অপরিহার্য	Inevitable (*adj*)	অনুকূল	conducive(*adj*)
অভিপ্রায়	wish (*n*)	সুপ্ত	hidden (*adj*)	ধমক দেওয়া	scold (*v*)
প্রহার করা	beat (*v*)	মেধা বিকাশ	flourishment (*n*)		

Solution: An endless potentiality consists in every child. Favorable environment is inevitable for the development of the latent genius and talent of a child. There are many parents who are hardly conscious of making conducive environment for the development of genius of children. We scold children for insignificant reasons; even do beat them. But have we thought sometimes that how much harm can be caused if we scold or beat any child without any reason? If parents want to grow their children according to their will, they need to identify small mistakes correctly and have to work sincerely to remove those problems. Parents have to bear in their mind that sufficiently favorable environment can contribute to the flourishment of dormant genius of a child.

২৮তম বিসিএস

Question: বিবাহ নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। কিন্তু সামাজিক ব্যবস্থার কারণে নারী তার অধিকার সংরক্ষণ করতে পারছে না। স্বামী বিয়ের পর ইচ্ছে করলেই তার স্ত্রীকে ছাড়তে বা তালাক দিতে পারে। এমন অবস্থায় প্রায়ই নারীরা প্রমাণের অভাবে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে পুরুষ বিয়ের সত্যতা অস্বীকার করে। ফলে নারী আরও অসহায় অবস্থার মধ্যে পতিত হয়। এ অবস্থায় নারীদের সাহায্যের জন্য বিবাহ রেজিস্ট্রেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বিবাহ নারী ও পুরুষের একত্রে বসবাস করার আইনসঙ্গত চুক্তি; সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থা। দাম্পত্য জীবন ও সংসার ধর্মকে সার্বিক সুরক্ষা দিতেই বিবাহ প্রথার সৃষ্টি হয়েছে।

www.exambd.net

Bangla	English	Exam
তোমার পরনের শাড়িটা খুব সুন্দর।	The Saree on you is very beautiful.	JU (C) 13-14
গল্পটি পড়তে মজার।	The story is pleasant to read.	RU (E3) 17-18
এই অংকটি কঠিন।	The sum is hard.	RU (E-বিজোড়) 13-14
চোরটি হাতে নাতে ধরা পড়লো।	The thief was caught re-handed.	ডাক অধিদপ্তরের এস্টিমেটর ১৮
ঘন্টা বাজার পূর্বে ট্রেনটি ছাড়িয়া দিলো।	The train had left before the bell rang.	জুনিয়র অডিটর-১৪
রেল গাড়িটা ছাড়ে ছাড়ে।	The train is about to start.	RU 09-10; COU (A) 14-15
ট্রেনটি সময়মতো চলছে।	The train is running on time.	RU (E1) 17-18
গাছে এখনও ফল ধরে নাই।	The tree has not borne fruit yet.	IU (F) 13-14
কেটলিতে পানি টগবগ করছে।	The water is simmering in the kettle.	ডাক বিভাগের মেইন অপারেটর-১৯
তাহারা আসিতে রাজি হইলো না।	They refused to come.	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১৯
তোমার সাহায্য ছাড়া এ কাজ করা সম্ভব হতো না।	This work would not have been possible without your help.	জাবি: ১৩-১৪
কাটা ঘাঁয়ে নুনের ছিট।	To add insult to injury.	ববি: ১৪-১৫
আমরা না হেসে পারলাম না।	We could not but laugh.	RU (E-1) 18-19
আমরা ছোটবেলা থেকেই ইংরেজি শিখছি।	We have been learning English since our childhood.	BSMRSTU (D) 16-17
আমরা বিষয়টি আলোচনা করবো।	We shall discuss the matter.	১৫তম শিক্ষন নিবন্ধন-১৯
ভাল্লুকটি তোমার কানে কানে কী বললো?	What did the hear whisper to you?	DU (A) 16-17
ঢাকা কী জন্য বিখ্যাত?	What is Dhaka famous for?	পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের সাব-ইন্সপেক্টর ১৮
আমি যখন ছেলেটিকে দেখলাম, তখন সে কয়েক ঘন্টা ধরে কাঁদছিল।	When I met the boy, he had been crying for several hours.	8 Bank SO-18
তুমি এখানে কার জন্য অপেক্ষা করছো?	Who are you awaiting here?	RU (A2) 17-18
এই বইটির লেখক কে?	Who has authored the book?	খুবি: ১৪-১৫
তুমি কি আমার জন্য অপক্ষো করবে না।	Will you not wait for me?	মৎস্য অধিদপ্তরের কম্পিউটার অপারেটন-১১
হলুদ এবং নীল মিলে সবুজ রং হয়।	Yellow and blue makes green colour.	RU (I) 16-17

Translation (English to Bangla)

English	Bangla	Exam
A golden key can open any door.	টাকায় বাঘের দুধ মেলে।	রূপালী ব্যাংক ১৮
At last, the enemies gave in.	অবশেষে শত্রুরা বশ্যতা স্বীকার করলো।	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অফিস সহকারী-১১
Birds of the same feather flock together.	চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।	এনার্জি অ্যান্ড মিনারেল রিসার্চ ডিভিশন
Black will take no other hue.	কয়লা ধুলে ময়লা যায় না।	Southeast Bank Ltd. (EO/FA) - 2015
Blessed be your tongue.	তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক।	JnU (D) 09-10
Brevity is the soul of wit.	মানিকের খানিক ভালো।	বাংলাদেশ ব্যাংক, সহ পরিচালক-১৮

www.examd.net

24. 'সড়ক দুর্ঘটনা এবং আমাদের করণীয়' এই শিরোনামে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করুন।

তারিখঃ ১৮ ডিসেম্বর, ২০২০

বরাবর
সম্পাদক
দৈনিক সমকাল
১৩৬ তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা।

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে 'সড়ক দুর্ঘটনা এবং আমাদের করণীয়' শিরোনামে একটি চিঠি প্রেরণ করলাম। বিষয়টি মানবিক বিপর্যয় সংক্রান্ত সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ । তাই চিঠিটি প্রকাশ করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিনীত নিবেদক,

বেলাল হোসেন
রাজাপুর, খুলনা।

সড়ক দুর্ঘটনা এবং আমাদের করণীয়

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে যানবাহনের সংখ্যা যেমন বাড়ছে তেমনি তার সাথে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে সড়ক দুর্ঘটনা। দেশের বিভিন্ন এলাকায়, শহরে কি মফস্বলে প্রতিদিন ঘটছে এ দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে যুব-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকল পেশার মানুষ। ভেঙে যাচ্ছে কোন পরিবারের স্বপ্ন-আশা। পঙ্গুত্বের অসহায় করুণ জীবন বেছে নিতে হচ্ছে অনেককেই। চাকরি-ব্যবসায় কিংবা জরুরি প্রয়োজনে আমাদের প্রতিদিন যাতায়াতের জন্য যানবাহনের চড়তে হয়। জীবন-যাপনের জন্য এর কোন বিকল্প নেই। কিন্তু নিত্যপ্রয়োজনে ঘর থেকে বের হয়ে অনেককেই ফিরতে হয় মারাত্মক কোন সংবাদ হয়ে। সড়ক দুর্ঘটনাজনিত অকালমৃত্যু কিংবা পঙ্গুত্ববরণ খুবই মর্মান্তিক এবং বেদনাদায়ক। এ অবস্থার দ্রুত অবসান হওয়া দরকার।
অথচ সড়ক দুর্ঘটনা রোধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে তা অদূর ভবিষ্যতে আরো মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনবে। নিম্নে দুর্ঘটনা রোধে কয়েকটি সুপারিশ পেশ করছি-

১. ত্রুটিমুক্ত যানবাহন নিশ্চিত করতে হবে। কেননা দুর্ঘটনার জন্য ত্রুটিযুক্ত যানবাহনগুলোই বেশি দায়ী।
২. গাড়ি চালককে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে। চালক যে কোন সময় দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে।
৩. অতিরিক্ত যাত্রী বহন রোধ করতে পারে।
৪. ট্রাফিকের অসাধুতা রোধ এবং ট্রাফিক নিয়ম-কানুন আরো কড়াকড়ি করতে হবে।
৫. রাস্তাঘাট নির্মাণে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। অপ্রয়োজনে রাস্তায় গতি পরিবর্তন দুর্ঘটনা ডেকে আনে।
৬. জনসাধারণকে আরো সচেতন এবং সতর্কভাবে চলাফেরা করতে হবে।

উপরিউক্ত সুপারিশগুলো বাস্তবায়িত হলে সড়ক দুর্ঘটনা বন্ধ হবে, একথা জোর দিয়ে বলা যায়। তাই সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, সুপারিশগুলো বিবেচনা করে বাস্তবায়নের কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়ার জন্য।

বিনীত নিবেদক,

বেলাল হোসেন
রাজাপুর, খুলনা।

www.exambd.net

Editorial Letter

21. Write a letter to the editor of a newspaper complaining against the reckless driving in the streets.

20.09.2019
To
The Editor
The Daily Star,
Farmgate, Dhaka.

Sub: Reckless driving in the streets.

Dear Sir,
I shall be very happy if you kindly publish the following letter in your popular daily newspaper.

Your Faithfully,

Azhar Akash
Dakshikkhan
Dhaka

Reckless driving in the streets.

It is said that these days, more people die of accidents on the roads than of any diseases. Some of the accidents on the roads take place because of mechanical failure of vehicles. But in most cases the fault lies with human beings who drive these vehicles. A person can make some error while-making a turn or passing through a crossing and that results in accident of some magnitude, minor or major. Such instances are not many. Most often the cause of an accident is reckless driving on the part of the driver of one vehicle or the drivers of both the vehicles that collide. Reckless driving some time may not cause an accident by collision. The driver may lose control over the brakes and the vehicle may just slip away downwards and capsize or it may hit a tree, pole or a stationary vehicle or wall or it may pass over some pedestrians or sleeping or sitting people. The most general cause of reckless driving is drinking. A driver, who is tipsy, loses control over his nerves and judgment and then over his brakes also. Thus, drinking enhances the chances of reckless driving by a driver who otherwise may be quite an efficient one. Whatever the reason, reckless driving should be avoided at all costs..

Regards,

Azhar Akash
Dakshikkhan
Dhaka

www.exambd.net

Letter on Ministry/Authority

19. Write an application to the Honorable Minister of Finance highlighting the importance of reduction of taxes on imported industrial raw materials.

06 July 2020
The Honorable Minister
Ministry of Finance
Bangladesh Secretariat
Dhaka.

Subject: Application for reducing the taxes on imported industrial raw materials.

Sir,
With due respect, I want to draw your attention your attention about the taxes on imported industrial raw materials. We are known to all that RMG sector is a growing sector in our country. Industrial raw materials are normally imported in RMG sector which contributes about 44% in our export earnings in 2017. We earn a lot of money from imported raw materials through Chittagong and Mongla port. Many business organizations have been built depending on the imported raw materials. So, reduction of taxes on imported industrial raw materials is inevitable for this sector to keep growing & complete with other countries.

Therefore, I pray & hope that you would take necessary steps for reducing the taxes on imported industrial raw material raw materials & oblige thereby.

Sincerely yours,

Azhar akash
Lalmatia, Dhaka.

20. আপনার এলাকায় পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে একটি আবেদনপত্র লিখুন।

০৩ মার্চ ২০২০
মাননীয় সচিব
সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বিষয়: পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপনের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন এই, আমরা খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার আইচগাতি গ্রামের বাসিন্দা। গ্রামটি শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য চর্চা এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে সুনাম অর্জন করেছে। তরুণ-যুবক ও ছাত্ররা উদ্দেশ্যহীনভবে ঘোরাফেরা করে। এ গ্রামে কোনো পাবলিক লাইব্রেরি নাই। শিক্ষিত মানুষের মনে খোরাক জোগানোর মতো কোনো মাধ্যম নাই। এমতাবস্থায় গ্রামের শিক্ষিত মানুষ একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করছেন। উল্লেখ্য, গ্রামের অনেকে লাইব্রেরির জন্য অস্থায়ী ঘর এবং কেউ কেউ জমি দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।
অতএব, মহোদয়ের নিকট প্রার্থনা এই যে, সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে এখানে একটি পাবলিক লাইব্রেরি অতিসত্বর প্রতিষ্ঠার জন্য আপনার নিকট আকুল আবেদন জানাছি।

নিবেদক,
কামাল আহমেদ

আইচগাতি গ্রামবাসীর পক্ষে
আইচগাতি,রূপসা, খুলনা।

www.exambd.net

15. আপনার এলাকায় সোনালী ব্যাংকের একটি শাখা স্থাপনের জন্য ব্যাবস্থাপনা পরিচালকের বরাবর একটি আবেদন পত্র লিখুন।

২৬ জুন, ২০১৯ ইং
বরাবর
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
মতিঝিল, ঢাকা।

বিষয়ঃ সোনালী ব্যাংকের একটি শাখা স্থাপনের জন্য আবেদন।

জনাব,
বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা ফেনী জেলার ফুলগাজী উপজেলার বাসিন্দা।জনবহুল এই এলাকায় ব্যবসা কেন্দ্রসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।এছাড়াও এখানে রয়েছে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা এবং এজেন্ট ব্যাংকিং শাখা। গ্রামের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ব্যাপকতা থাকলেও এখানে নেই কোন ব্যাংকের শাখা। যার ফলে ব্যাংকিং কার্যক্রমের জন্য এই এলাকার মানুষকে দূর দুরান্তে ছুটে যেতে হয়। সময়মত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা এক দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। এছাড়াও বিদেশগামী অনেক মানুষের বসবাস এখানে, তাদের পরিবারের সদস্যরাও টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে খুব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। বিভিন্ন ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম , অবসরকালীন ভাতা, বিদ্যুৎ বিলসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য ব্যাংকিং সুবিধা অতীব প্রয়োজন।
এমতাবস্থায় এলাকার সর্বস্থরের মানুষের কথা চিন্তা করে সোনালী ব্যাংকের একটি শাখা খোলা দরকার । সুতরাং সোনালী ব্যাংকের একটি শাখা স্থাপনের জন্য আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ।

নিবেদক,

আজহার আকাশ
ফুলগাজী, ফেনী।

CV Writing

16. Write a CV with a cover letter for the post of a computer operator in a company.

January 25, 2015
The Director,
Mongla Port Authority,
Mongla, Bagerhat.

Subject: For the position of a computer operator.
Dear Sir,
I have the honor to state that I have come to know from the advertisement published in the daily star on 20th December 2014 that you are going to appoint a computer operator in your organization. I would like to apply for the post. Actually I am looking for this type of job and I believe that you will find me a suitable candidate for this post. My CV is enclosed with the letter.
I look forward to hearing from you and hope that you would be kind enough to call me for an interview.

Yours sincerely,

Murad Hossain

www.exambd.net

11. As a branch manager, write a letter to a bank client warning him for the last time to adjust his overdue loan before taking actions.

Janata Bank Limited
Agargaon Branch, Agargaon, Dhaka 1207
Telephone : 02-6841236 Fax : 02-69871234 Email: JBLAgargaon@bank.org.bd

Ref: Letter/ Loan /65/20
July 22, 2020

Mr. Anisur Rahman
Managing Director
Sea point Limited
Agargaon, Dhaka-1207

Sub: Adjustment of the overdue loan For sea point limited.

Dear Sir,
With due respect, Sea point limited is a valued party of our branch. You have been banking with us for the last 15 years. But it is noticed that you are not responding to our repeated request to pay your installments of a long term loan. According to our normal banking practice, we have to send notifications to you. And we did it several times. Now it is a humble request to you to pay the loan with interest within the next period. If you fail to pay the loan installments, we are bound to file a case against you. In order to avoid this unpleasant action, please pay the loan installment.

If you need any information relating to you loan installment, please contact with us.

Regards,

Shah Alam
Manager
Agargaon Branch
Dhaka 1207

www.exambd.net

Letter & Reports

Letter সম্পর্কিত কিছু কথা

পরীক্ষায় এই অংশে মার্ক্স তোলা তুলনামুলক সহজ হলেও পরীক্ষার্থীরা অধিকাংশ সময়েই এ অংশে মার্কস তুলতে ব্যর্থ হয়। যার অন্যতম কারণ সঠিক ফরমেটে লেটার গুলো লিখতে না পারা। সঠিক নিয়মে লিখতে পারলে এই অংশে কমপক্ষে ৮০% নম্বর তোলা সম্ভব। সুতরাং বইয়ের এই অংশে পরীক্ষা উপযোগী বিভিন্ন ফরমেটসহ লেটার সংযুক্ত করা হয়েছে।

পরীক্ষাসমূহ	বিষয়	বরাদ্দকৃত মার্কস
ব্যাংক	বাংলা	১৫-২০
	ইংরেজি	১৫-২০
বিসিএস	বাংলা	১৫
	ইংরেজি	২০

- **সব ধরনের letter মোটামুটি পাঁচ প্রকারের হয়ে থাকে: যেমন—**
  - i. Private Letter বা ব্যক্তিগত প্রত্র
  - ii. Official Letter বা সরকারি বা বেসরকারী অফিস সংক্রান্ত চিঠি
  - iii. Business Letter বা ব্যবসায়িক চিঠি
  - iv. Social Letter বা সামাজিক চিঠি
  - v. Public Letter or Letter to the press বা জনসাধারণের পত্র বা সংবাদপত্র সংক্রান্ত চিঠি
- **Basic Components of Letter: চিঠিপত্রে সাধারণত ৬টি অংশ থাকে-**

1.Heading/Place and Date(শিরোনাম)
2. Salutation/Greeting (সম্বোধন)
3. Body (মূলবক্তব্য)
4. Subscription/End (বিদায় সম্ভাষণ)
5. Signature (স্বাক্ষর)
6. Superscription/Address (ঠিকানা)

- এখানে থাকছে:

1. Personal Letter
2. Business Letter
3. Joining & Resignation Letter
4. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ কর্তৃপক্ষের কাছে Letter
5. সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য প্রতিবেদন
6. Report Writing
7. CV

www.exambd.net